এক

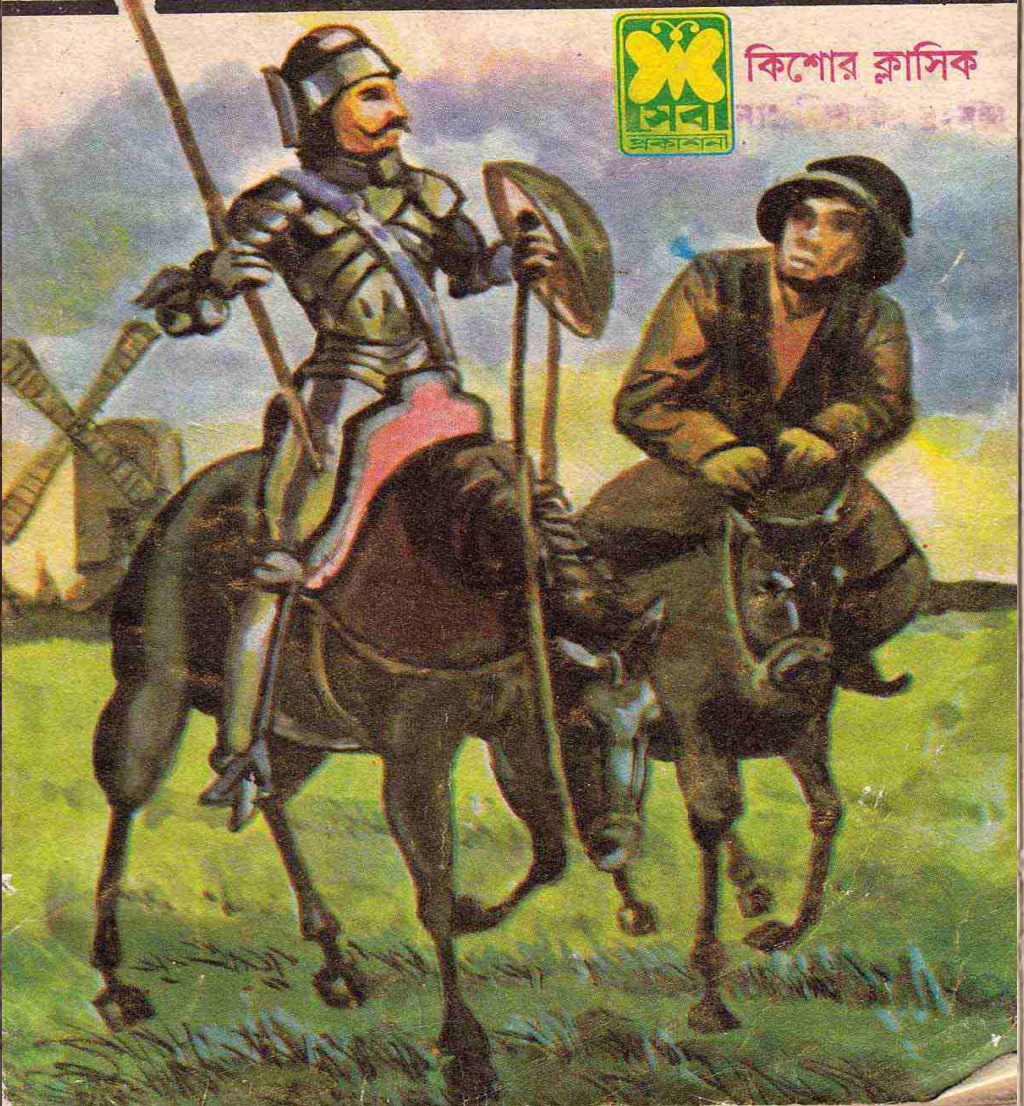

লা মানচার এক গ্রামে (গ্রামটার নাম আমি মনে করতে চাই না) বাস করতেন এক ভদ্রলোক। নাম কুইক্সাডা বা কুইজাডা (অনেকে বলেন তাঁর নাম আসলে ছিলো কুইক্সানা)। নাম যা-ই হোক আমাদের ভদ্রলোকের বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়; লম্বা, হাড় জিরজিরে শরীর, কিন্তু মনটা বড় শক্ত, ভাঙেন কিন্তু মচকান না।

ধনী বলা যায় না কুইক্সাডাকে। কিছু জমিজমা আছে, তা থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে মোটামুটি সচ্ছল ভাবে চলে যায় তাঁর দিন। এখনও বিয়ে করেননি। কোনো দিন যে করবেন সে সম্ভাবনাও কম। আত্মীয় পরিজন বলতে এক ভাগ্নি ছাড়া কেউ নেই তাঁর। বছর কুড়ি বয়েস মেয়েটার। কুইক্সাডার কাছেই থাকে। এছাড়া ঘর গৃহস্থালি দেখাশোনার জন্যে বছর চল্লিশেক বয়েসের এক মহিলা আছে তাঁর বাড়িতে। আর আছে এক ছোকরা। মাঠের কাজে এবং ঘরের কাজে সে সাহায্য করে কুইক্সাডাকে।

একটা ঘোড়া আছে তাঁর। প্রভুর মতোই হাড্ডিসার চেহারা।

বয়সও কম হয়নি। গলাটা লম্বা, সরু। পাগুলোও সরু সরু। পেছনের পাদুটো আবার বাঁকা। এই ঘোড়ার পিঠে চড়ে প্রতিদিন হাওয়া খেতে বেরোন সিনোর কুইক্সাডা। সত্যিই, দেখার মতো এক দৃশ্য হয় তখন। যেমন ঘোড়া তার তেমন সওয়ার। দু'জনই লিকলিকে। চোখ গর্তে ঢোকা। চোয়ালের হাড় বেরোনো। মুখ লম্বাটে। পার্থক্য যা তা হলো, সওয়ারের নাকের নিচে ঝাঁটার মতো উঁচিয়ে আছে সরু, লম্বা গোঁফ, ঘোড়াটার নেই। ঘোড়ায় চেপে চলতে চলতে গোঁফে তা দেন কুইক্সাডা। চোখে মুখে ফুটে ওঠে আত্মপ্রসাদের ভাব।

ঘোড়ায় চড়া ছাড়া আর এক নেশা আছে কুইক্সাডার। বই পড়া। অবসর (বছরের বেশির ভাগ সময়ই যা তাঁর থাকে) পেলেই বই পড়েন তিনি। বীর নাইটদের রোমাঞ্চকর কাহিনী নিয়ে লেখা বই। এমন মগ্ন হয়ে পড়েন যে দুনিয়ার কিছুই তখন আর তাঁর মনে থাকে না। নাওয়া-খাওয়া ভুলে যান। রোজগারের বেশির ভাগ অংশ তিনি ব্যয় করেন বই কেনায়। নিজেরগুলো পড়া হয়ে যাওয়ার পর গ্রামের একমাত্র গির্জার পুরোহিতের কাছ থেকে বই ধার করে পড়েন। সেগুলোও যখন শেষ হয়ে যায় আরো বই কেনেন। একসময় হাতের জমানো টাকা সব শেষ হয়ে গেলে জমি পর্যন্ত বিক্রি করে বই কিনেছেন তিনি। এমনই পড়ার নেশা।

যত দিন যেতে লাগলো এই নেশা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগলো কুইক্সাডার। সেই সাথে কমতে লাগলো তাঁর আহারের মাত্রা। শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হতে লাগলেন তিনি। তাঁর ভাগ্নি এবং দাসী চিন্তিত হয়ে উঠলো। নানাভাবে চেষ্টা করলো তারা কুইক্সাডার

www.BanglaBook.org

পড়ার নেশা ছোটানোর। লাভ হলো না। শেষ পর্যন্ত এমন হলো যে নিজের চারপাশের পরিচিত জগৎকে ভুলে যেতে লাগলেন তিনি। তাঁর মনে হতে লাগলো, তিনি যেন বইয়ে পড়া দুঃসাহসী, রহস্য, রোমাঞ্চ আর বিপদের পেছনে ছুটে বেড়ানো নাইটদেরই একজন। নিজের অজান্তে তিনি তাদের আচার আচরণ অনুকরণ করতে লাগলেন। আজকের যুগ যে নাইটদের নয় তা তিনি ভুলে গেলেন। আধুনিক যুগের কথা ভাবলেই তিনি খেপে ওঠেন। তাঁর মনে হয়, নাইটদের যুগ ছিলো পৃথিবীর স্বর্ণযুগ। নাইটরা নেই বলেই আজ চারদিকে এতো অনাচার, অবিচার ও অন্যায়ের প্রাধান্য।

অবশেষে একদিন আচমকা তিনি অদ্ভুত এক শক্তি অনুভব করলেন অন্তরের অন্তস্তলে। তাঁর মনে হলো, তাঁর নিজের এবং দেশের সম্মানের স্বার্থে, শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনের স্বার্থে তাঁর বেরিয়ে পড়া উচিত দিগ্বিজয়ে।

'হ্যাঁ, আমি নাইট হবো,' মনে মনে বললেন কুইক্সাডা। 'এত দিন বইয়ে যাদের কথা পড়েছি তাদের মতো বর্ম পরে, ঘোড়ায় চেপে দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সন্ধানে বেরোবো আমি। ওদের মতো আচরণ করবো। যেখানেই অন্যায় দেখবো, বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠবে আমার তরবারি। যেখানেই মানুষকে নির্যাতিত হতে দেখবো, আমি গিয়ে দাঁড়াবো তাদের পাশে। সব বিপদ, সব বাধা তুচ্ছ করবো। তারপর হয়তো একদিন আমি বাহুবলে সম্রাট হয়ে যাবো ট্রেবিযণ্ড-এর।'

দেরি না করে নাইট হওয়ার উদ্যোগ আয়োজন করতে লেগে গেলেন কুইক্সাডা। যুগ যে পাল্টেছে, এ যুগে যে নাইটদের প্রয়ো-

জন নেই, ভুলেও মনে এলো না তাঁর।

(মধ্যযুগে সমগ্র ইওরোপ জুড়ে যখন চরম বিশৃঙ্খলা চলছিলো ; চোর, ডাকাত, রাজদ্রোহীদের অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো তখন রাজারা দেশের নামকরা বীরদের নাইট উপাধি দিয়ে নিয়োগ করতেন আইন বিরোধীদের দমন করার জন্যে। এই সব নাইটদের কাজ ছিলো দেশময় ঘুরে ঘুরে চোর, ডাকাত, অত্যাচারীদের হাত থেকে সাধারণ মানুষদের রক্ষা করা। সেযুগের ইওরোপে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় এইসব নাইটদের দান ছিলো অপরিসীম। পরবর্তী সময়ে অবস্থার পরিবর্তন হয়। রাজারা শক্তিশালী রক্ষী বাহিনী গঠন করে দমন করেন আইন বিরোধীদের। নাইটরা তখন, সত্যিকথা বলতে কি, বেকার হয়ে গেল। কোনো কাজ রইলো না তাদের। শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে উঠেই গেল নাইটবৃত্তি।)

যা হোক, যুগটা যে নাইটবৃত্তির নয়, এ নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবাভাবি করলেন না আমাদের কুইক্সাডা। তাঁর মনে হয়েছে তাঁকে নাইট হতে হবে, সুতরাং নাইট তিনি হবেন। দেশে দেশে ঘুরে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করবেন অত্যাচারিতকে।

নাইট হতে হলে প্রথমেই যা দরকার তা হলো ঘোড়া আর বর্ম। অসুবিধা নেই। ঘোড়া তাঁর নিজেরই আছে। কিন্তু বর্ম ? ভাবনায় পড়লেন কুইক্সাডা। অবশ্য খুব বেশি ভাবতে হলো না, হঠাৎই মনে পড়লো, বর্মও আছে তাঁর বাড়িতে। জিনিসটা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন তিনি। তাঁর দাদার দাদার সম্পত্তি। একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে বাড়ির তলকুঠুরিতে পড়ে পড়ে ধুলো আর মরিচা সংগ্রহ করেছে। ওটাকে একটু সাফ সুতরো করে নিলেই হবে।

www.BanglaBook.org

তলকুঠুরিতে ঢুকে বর্মটা বের করে আনলেন তিনি। এমন মরিচা পড়েছে যে ওটার আসল চেহারা কেমন ছিলো বোঝা দুষ্কর। জায়গায় জায়গায় খুলে এসেছে জোড়া। শিরোস্ত্রাণের মুখাবরণটা নেই। কিন্তু হতাশ হলেন না কুইক্সাডা। নিজের সমস্ত দক্ষতা (সামান্যই আছে তাঁর) দিয়ে মেরামত করলেন আলগা হয়ে যাওয়া জায়গাগুলো। ঘষে ঘষে মরিচা উঠিয়ে পানি তেল দিয়ে যতদূর সম্ভব চকচকে করে তুললেন বর্মটাকে। এরপর লাগলেন শিরোস্ত্রাণটাকে মানুষ করতে। মুখাবরণহীন শিরোস্ত্রাণ পরে কবে কোন নাইট রোমাঞ্চের সন্ধানে বেরিয়েছে ? না, এমন একটা শিরোস্ত্রাণ পরে বেরোতে পারেন না কুইক্সাডা। মোটা কাগজ (পেস্টবোর্ড) কেটে নতুন একটি মুখাবরণ বানিয়ে নিলেন তিনি। যেমন সহজে বলছি এত সহজে হলো না কাজটা। পুরো এক সপ্তাহ পরিশ্রম করতে হলো তাঁকে ওটা বানাতে। কাজ শেষ করে তৃপ্তির হাসি হাসলেন কুইক্সাডা। ভালোই হয়েছে জিনিসটা। দেখতে হুবহু ইস্পাতের মুখাবরণের মতো লাগছে। এবার পরীক্ষা করে দেখতে হয় শত্রুর তলোয়ার বা বর্শার হাত থেকে ওটা তাঁর চোখ রক্ষা করতে পারবে কিনা।

তলোয়ার বের করলেন কুইক্সাডা। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করলেন নতুন বানানো মুখাবরণে। ঘ্যাশ করে একটা শব্দ হলো। দুমড়ে মুচড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল কাগজের মুখাবরণ। ভয়ানক মুষড়ে পড়লেন ভদ্রলোক। অবশ্য খুব শিগগিরই আবার স্বস্থ হলেন। নতুন উদ্যমে কোমর বেঁধে লাগলেন আরেকটা তৈরির কাজে। আবার সপ্তাখানেক গেল। এবার তিনি সরু লোহার পাত

দিয়ে মুড়ে দিলেন মুখাবরণের প্রান্তগুলো। সবুজ ফিতে দিয়ে শিরোস্ত্রাণের সঙ্গে বাঁধলেন ওটা। অবশেষে হাসি ফুটে উঠলো তাঁর মুখে। নাহ্, আগেরটার চেয়ে ভালো দেখাচ্ছে এটা। লোহার পাত দিয়ে মুড়ে দেওয়ায় মজবুতও নিশ্চয়ই হয়েছে আগেরটার চেয়ে।

'এটা আর আমি পরীক্ষা করে দেখছি না,' মনে মনে বললেন কুইজাডা। 'এমন সুন্দর একটা জিনিস পরীক্ষা করতে গিয়ে নষ্ট করা বোকামি হবে। যেমন আছে তেমনই থাক।'

বর্ম, শিরোস্ত্রাণ তৈরি। এবার ঘোড়া। ওটার শরীর হাড়জিরজিরে, গলা লম্বা, আর লেজ দড়ির মতো হলেও কুইজাডার ধারণা, প্রয়োজনের সময় ও আলেকজাণ্ডারের বুসিফ্যালাস বা সীজারের বাবিয়েসার চেয়ে মোটেই খারাপ কাজ দেখাবে না। আগে ওর একটা ভালো নাম দেয়া দরকার। এতদিন প্রয়োজন পড়েনি তাই ওর কোনো নাম রাখেননি কুইজাডা। কিন্তু এখন তো না রাখলেই নয়। যত নাইটের কথা কুইজাডা পড়েছেন তাদের সবার ঘোড়ারই নাম আছে। তাঁর মতো বিখ্যাত (এখনো না হলেও শিগগিরই যে হবেন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই তাঁর) নাইটের ঘোড়ার নাম থাকবে না এ হতেই পারে না।

চারদিন চার রাত ভাবলেন তিনি। অবশেষে পেলেন পছন্দসই একটা নাম। রোজিন্যান্ট। খুবই পছন্দ হলো নামটা কুইজাডার। শুনতে যেমন সুন্দর, উচ্চারণও তেমন গালভরা। আর অর্থবহও। 'রোজিন্যান্ট' মানে 'আগে ভার বইতো'। নতুন নাম ঘোড়াটার চরিত্রের নতুন একটা দিক যেন প্রকাশ করছে: আগে যে ভার বইতো এখন সে যে কোনো দুঃসাহসিক কাজের জন্যে প্রস্তুত।

ঘোড়ার নাম ঠিক হওয়ার পর নিজের জন্যে একটা সুন্দর নাম ঠিক করার কথা ভাবলেন কুইজাডা। 'কুইজাডা'—বড় সেকেলে। আটদিন মাথা ঘামিয়ে তিনি ঠিক করলেন, কুইজাডাকেই সামান্য বদলে করবেন 'কুইক্সোট'। রোজিন্যান্ট-এর মতোই শুনতে এবং বলতে অপূর্ব কুইক্সোট। আর হ্যাঁ, কুইক্সোটের আগে 'ডন' শব্দটি জুড়ে দেবেন। ডন পদবী সম্ভ্রান্ত বংশীয় মানুষদের নামের আগে থাকে। 'ডন কুইক্সোট'—হ্যাঁ বেশ সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রান্তই লাগছে শুনতে।

কিন্তু শুধু ডন কুইক্সোট থাকবে কেন? বইয়ে পড়েছেন দুঃসাহসী নাইট আমাদিস শুধু আমাদিস-এ সন্তুষ্ট ছিলেন না। নিজের নামের সঙ্গে মাতৃভূমির নাম জুড়ে নিয়েছিলেন তিনি। নিজেকে তিনি বলতেন, 'আমাদিস অভ গল'। ডন কুইক্সোটই বা কেন তা করবেন না? আমাদিস-এর চেয়ে কম কিসে তিনি? অবশেষে কুইজাডা ঠিক করলেন, তাঁর নাম হবে, 'ডন কুইক্সোটে অভ লা মানচা'। নাম শুনেই সবাই বুঝতে পারবে, কোন প্রদেশের মানুষ তিনি। তাছাড়া তাঁর সম্মান ও খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাতৃভূমিও সম্মানিত ও খ্যাতিমান হয়ে উঠবে।

বর্ম তৈরি, ঘোড়া এবং নিজের নতুন নামকরণও হয়ে গেছে। এবার আর একটা মাত্র জিনিস দরকার। একজন ভদ্রমহিলা, যার কাছে আত্মনিবেদন করবেন তিনি। কে কবে কোথায় শুনেছে, দুঃসাহসী নাইট অথচ প্রেমিকা নেই? প্রেমিকাহীন নাইট তো ফল-পাতাহীন বৃক্ষের মতো।

প্রেম ছাড়াও আরেকটা কারণে নারীর কাছে আত্মনিবেদন করতো নাইটরা। সেই নারীর সাথে ঘনিষ্ঠতা বা আলাপ পরিচয়

www.BanglaBook.org

না থাকলেও কিছু এসে যেতো না। বেশি করে রোমাঞ্চকর ঘটনার মুখোমুখি হওয়ার জন্যেই এটা করতো। দেখা বা অদেখা যে নারীর কাছে কোনো নাইট আত্মনিবেদন করতো তাকে সে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী জ্ঞান করতো—অন্তত মুখে মুখে, হয়তো বা অন্তরেও। এবং কারো সাথে লড়াই করার ইচ্ছে হলেই তার কাছে গিয়ে বলতো : 'অমুক নারীকে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী বলে স্বীকার করো, নয় তো লড়াই করো আমার সাথে।' কুইক্সাডাও বেশি করে রোমহর্ষক ঘটনার মুখোমুখি হতে চান। সুতরাং তাঁরও একজন প্রেমিকা দরকার যার চরণে নিজের মন প্রাণ সঁপে দেবেন তিনি, যাকে জ্ঞান করবেন বিশ্বের সেরা সুন্দরী হিশেবে।

যথারীতি আবার ভাবনায় পড়লেন ভদ্রলোক। কোথায় পাবেন প্রেমিকা? হঠাৎ মনে পড়লো পাশের গ্রাম টোবোসোর এক মেয়েকে দেখে এক সময় মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। যদিও সে কথা কারো কাছে প্রকাশ করেননি—মেয়েটার কাছে তো নয়ই। যাহোক তাতে কিছু এসে যায় না, সে-ই হবে তাঁর প্রেমিকা। কিন্তু মেয়েটার জন্যেও যে একটা নাম দরকার। তার আসল নাম, আলডোনযা লরেনযো। না, ডন কুইক্সোট অভ লা মানচার প্রেমিকার নাম এমন গেঁয়ো হলে চলবে না। ভেবে চিন্তে বের করলেন, প্রেমিকার নাম রাখবেন ডালসিনিয়া। ডালসিনিয়া দেল টোবাসো। রোজিন্যান্ট এবং ডন কুইক্সোটের মতোই মধুর আর অসাধারণ মনে হলো নামটা কুইক্সাডার কাছে।

সব প্রস্তুতি শেষ। আর দেরি করা অর্থহীন। পৃথিবী তাঁর মুখ চেয়ে

বসে আছে। চারদিকে যত অন্যায় অবিচার, তিনি ঘরে বসে থাকলে সে সবের অবসান করবে কে? সুতরাং একদিন ভোরে, বাড়ির কেউ ঘুম থেকে ওঠার আগেই রোজিন্যান্ট-এর পিঠে জিন চাপালেন তিনি। অতিকষ্টে পরে নিলেন 'চকচকে' বর্ম। বর্ম সহজে পরতে হলে অন্যের সাহায্য দরকার। আমাদের ভদ্রলোকের তেমন কেউ ছিলো না। ছোকরা চাকরটার সাহায্য চাইতে পারতেন। কিন্তু তাতে পুরো পরিকল্পনাই মাঠে মারা যেতে পারে ভেবে তাকে ডাকেননি। যাহোক, শিরোস্ত্রাণ পরে, কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে, এক হাতে ঢাল অন্য হাতে বর্শা নিয়ে ঘোড়ায় চাপলেন তিনি। কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

www.BanglaBook.org

দুই

হুলকি চালে এগিয়ে চলেছে ডন কুইক্সোট অভ লা মানচার ঘোড়া। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে মনটিয়েল-এর বিস্তৃত সবুজ সমভূমি। সকালটাও সুন্দর। গরম একটু বেশি (মাসটা জুলাই), তবু এমন রোদ ঝলমলে সকাল বছরে ক'টা দেখা যায়? মনে ফুর্তি ফুর্তি ভাব ডন কুইক্সোটের। একটু যেন গর্বও। গোঁফে তা দিয়ে তিনি ভাবলেন: 'সারা পৃথিবীতে এখন একজন মাত্র বীর নাইট—আর তার নাম ডন কুইক্সোট অভ লা মানচা।'

এরপর তাঁর মানস-সুন্দরীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'ও রাজকুমারী ডালসিনিয়া, ডালসিনিয়া দেল টোবাসো, আমার হৃদয়ের অধিশ্বরী, তুমি আজ আমার পাশে নেই, সে যে কী দুঃসহ কষ্ট আমার জন্যে তা যদি বুঝতে! মনে রেখো, অপরূপা, তোমার এই দাস তোমার প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় বেরিয়েছে দুর্ভোগকে বরণ ক'রে নিতে!'

বিড় বিড় করে কথাগুলো বলতে পেরে খুব ভালো লাগলো ডন কুইক্সোটের। তাঁর মনে হলো, এমন কবিত্বপূর্ণ, এমন খাঁটি আত্মনিবেদন মূলক কথা কে বলতে পারে প্রেমিকার উদ্দেশ্যে? প্রাচীন

www.BanglaBook.org

দিনের বীর নাইটরা এমনি করেই বলতো তাদের হৃদয়েশ্বরীদের।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন তিনি। এই যে নাইটের মতো সাজসজ্জা করে, নিজেকে নাইট ভাবতে ভাবতে নাইটের মতো এগিয়ে চলেছেন, এটা কি ঠিক হচ্ছে? উঁহুঁ মোটেই না। নাইট হওয়ার নিয়ম আছে। রাজা, নিদেন পক্ষে একজন নাইট যতক্ষণ না তাঁকে নাইট হিশেবে অভিষিক্ত করছেন ততক্ষণ তো তিনি নাইট হতে পারেন না। নাইটের মর্যাদাই যিনি লাভ করেননি অন্য একজন নাইটের সাথে তিনি লড়বেন কী করে? অসম্ভব! এমন নীতি বিগর্হিত কাজে কিছুতেই সায় দেবে না তাঁর নাইটোচিত অন্তর।

এসব ভেবে এতই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন ডন কুইক্সোট যে এক পর্যায়ে তিনি রোমাঞ্চ, দুঃসাহসিকতা, অভিযান সব কিছুর আশা ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা পর্যন্ত ভাবলেন। তারপরই স্বস্তিদায়ক চিন্তাটা এলো তাঁর মনে। পথে যাদের সঙ্গে দেখা হবে তাদেরই কেউ একজন তাকে নাইট করে দিতে পারে। সে যদি নাইট না হয়ে সাধারণ একজন কৃষক হয় তবু ক্ষতি নেই। বইয়ে তিনি এ ধরনের ঘটনার কথা ভুরি ভুরি পড়েছেন।

দুশ্চিন্তা দূর হলো আমাদের আনকোরা অভিযাত্রীর। পথে যাদের সাথে দেখা হবে তাদের কাউকে বলবেন তাঁকে নাইট পদে বরণ করে নিতে, ভেবে এগিয়ে চললেন তিনি।

ধীরে ধীরে বেলা বাড়ছে। সেই সাথে বাড়ছে রোদের তেজ। দুপুরের দিকে সূর্য এমন ভয়ানক উত্তাপ ছড়াতে লাগলো যে সেই তেজে, যদি থাকতো তো নির্ঘাৎ মগজ গলে যেতো ডন কুইক্সোটের।

ভাগ্য ভালো পদার্থটা তাঁর মাথায় ছিলো না, তাই রক্ষা পেলেন তিনি।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। এখনও তেমনি এগিয়ে চলেছেন ডন কুইক্সোট। খাজু হয়ে বসে আছেন রোজিন্যান্ট-এর পিঠে। সারা দিন খাওয়া জোটেনি। তাতে কী? একদিন না খেয়ে থাকলে মরে যায় না নাইটরা। রোজিন্যান্ট অবশ্য মাঠের ঘাস এবং পথের ধারের জলা থেকে পানি খেয়ে নিয়েছে। নিয়েছে বলেই এখনো সওয়ার নিয়ে ছুটতে—ঠিক ছুটতে নয়, হাঁটতে পারছে, তাও আবার একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

একদিন না খেয়ে থাকলে মারা যায় না নাইটরা, মনে মনে বললেও ডন কুইক্সোটের শরীর তা মানতে চাইলো না। শেষ বিকেলে এসে ক্ষুধা পিপাসায় সত্যিই কাতর হয়ে পড়লেন তিনি। শরীরটা বাঁকা হয়ে ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে। মাথা সোজা রাখলেন অনেক কষ্ট করে। তা সত্ত্বেও, মনটা তাঁর অসাধারণ শক্ত বলে, ভেঙে পড়লেন না তিনি। সতৃষ্ণ নয়নে তাকাতে লাগলেন চারদিকে যদি কোনো দুর্গ অর্থাৎ রাখালের কুটির দেখা যায়। কিন্তু না, আশা পূরণ হলো না ডন কুইক্সোটের।

ইতিমধ্যে ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে রোজিন্যান্ট। রীতিমতো খোঁড়াচ্ছে সে হাঁটার সময়। হোঁচট খাচ্ছে মাঝে মধ্যে। সূর্য যখন ডুবে গেল তখন এমন অবস্থা, ডন কুইক্সোটের পাষাণ অন্তরও বুঝি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু ভাগ্য তাঁর প্রতি সদয়। হঠাৎ দেখতে পেলেন সামান্য দূরে পথের পাশে এক সরাইখানা। সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুটি মেয়ে। একই সময় এক শুয়োর পালক তার

www.BanglaBook.org

পাল নিয়ে ঘরে ফিরছে সরাইখানার সামনে দিয়ে। শুয়োরের পালকে তাড়া দেয়ার জন্যে ঘন ঘন শিঙায় ফুঁ দিচ্ছে সে।

মুহূর্তে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন ডন কুইক্সোট।

'আহ,' মৃদু হেসে মনে মনে বললেন তিনি, 'অবশেষে দেখা পাওয়া গেল একটা দুর্গের। তোরণে দাঁড়িয়ে আছে দুই অপরূপা নারী। নিশ্চয়ই আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে। আর ঐ যে এক বামন, শিঙা ফুঁকে ঘোষণা করছে আমার আগমন বার্তা। করবেই তো। আমার মতো নাইটের আগমন সংবাদ শিঙা না ফুঁকে ঘোষণা হতে পারে না।'

সোজা হয়ে বসে রোজিন্যান্টের পেটে খোঁচা দিলেন তিনি পা দিয়ে। অসাধ্য সাধন করতে গিয়ে অল্পের জন্যে পা হড়কানো থেকে বেঁচে গেল রোজিন্যান্ট। তবু সে সাধ্যমতো দ্রুত গতিতে ছুটলো।

সরাইখানার সামনে পৌঁছেছেন ডন কুইক্সোট। এই সময় মেয়ে দুটি দেখলো তাঁকে। হাড্ডিসার ঘোড়ার পিঠে পুরনো আমলের জবড়জং বর্ম পরা শুকনো প্রায় কঙ্কাল সার মূর্তি, মুখে ভয়ালদর্শন মুখোশ, হাতে ঢাল, বর্শা! ভর সন্ধ্যাবেলা এমন একটা বিকট দৃশ্য দেখে পড়ি মরি করে ছুটলো তারা ভেতর দিকে।

'আমার কথা শুনুন, রাজকুমারীরা! পালাবেন না! আমি আপনাদের কোনো অসম্মান করবো না,' চিৎকার করে অভয় দিলেন ডন কুইক্সোট। সেই সাথে বর্শা ধরা হাতের একটা আঙুল দিয়ে উঁচু করলেন কাগজের মুখাবরণ। 'আমি নাইট ডন কুইক্সোট অভ লা মানচা। আপনাদের মতো কোমল-প্রাণাদের কোনো ক্ষতি হবে না আমাকে দিয়ে!'

ছুটতে ছুটতেও তাঁর কথাগুলো কানে ঢুকলো মেয়ে দুটির। দাঁড়িয়ে পড়লো তারা। বলে কি লোকটা! নাইট! অমন হাস্যকর চেহারা! অদ্ভুত মূর্তিটার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ হলো তাদের। পা পা করে বেরিয়ে এলো আবার সরাইখানার বাইরে।

ওদের ফিরে আসতে দেখে ডন কুইক্সোট আবার বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোনো ভয় নেই আপনাদের। যে মহান ব্রত আমি নিয়েছি তা কোনো নারীকে অসম্মান করে না, রাজকুমারীদের তো নয়ই।'

আর সহ্য করতে পারলো না মেয়ে দুটি। সাধারণ গ্রামের মেয়ে তারা। দূরের এক গ্রামে আত্মীয় বাড়িতে যাচ্ছিলো। পথে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় আশ্রয় নিয়েছে এই সরাইখানায়। আর ওদেরই কিনা বলছে রাজকুমারী। দুজনই হেসে উঠলো খিলখিল করে।

ভীষণ অপ্রতিভ হলেন আমাদের নাইট।

'না, না,' বললেন তিনি। 'সংযম, বিনয় নারীর স্বাভাবিক ভূষণ। অকারণ হাসি তাকে কলঙ্কিত করে। আপনারা হাসবেন না, আপনাদের অসম্মান হবে তাতে…'

এবার আরো জোরে হেসে উঠলো মেয়ে দুটি। হঠাৎ কী এমন খুশির কারণ ঘটলো ওদের জানার জন্যে সরাইওয়ালা বেরিয়ে এলো। লোকটা মোটাসোটা, একটু বেঁটে। আচার আচরণে ভদ্র এবং বিনয়ী। কোনো খদ্দেরকে অপমানিত বা বিব্রত করা তার স্বভাব নয়। মেয়ে দুটির দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাতেই সে দেখতে পেলো ডন কুইক্সোটের অদ্ভুত অবয়ব। তখনও তিনি বলে চলেছেন:

'…আপনাদের অসম্মান হবে তাতে। ভাববেন না একথা আপনাদের দুঃখ দেয়ার জন্যে বলছি। আমার ঐকান্তিক কামনা

www.BanglaBook.org

আপনাদের সম্মান দেখানো, সেবা করা।'

মেয়েগুলোর অবস্থা হলো সরাইওয়ালারও। কিন্তু ঐ যে বললাম, তার স্বভাব নয় কোনো খদ্দেরকে কষ্ট দেয়া। তাই হাসি চাপার চেষ্টা করতে গিয়ে পেট ব্যথা হয়ে গেল তার। অবশেষে নিজেকে সামলাতে পারলো সে। নম্র কণ্ঠে, ডন কুইক্সোটের মতোই আড়ম্বর পূর্ণ ভাষায় বললো:

'স্যার নাইট, আমার কী সৌভাগ্য আপনার মতো মানুষের পদধূলি পড়েছে আমার এখানে। আমি সম্মানিত বোধ করছি। আপনি কি রাতের আশ্রয় খুঁজছেন? তাহলে আসুন ভেতরে। আপনার এবং আপনার ঘোড়ার জন্যে যথাসাধ্য আরাম আয়েশের বন্দোবস্ত করবো আমি। শুধু একটা জিনিসই আমি আপনাকে দিতে পারবো না, তা হলো বিছানা। আমার এখানে অতিরিক্ত বিছানা নেই।'

'এ নিশ্চয়ই দুর্গের গভর্নর,' ভাবলেন কুইক্সোট। জবাব দিলেন, 'কঠিন পাথর, জ্বলন্ত অঙ্গার, শীতল বরফ যখন যা পাওয়া যায় তাকেই বিছানা করতে হয় নাইটদের। সুতরাং ও জিনিস নিয়ে খুব একটা ভাবনা নেই আমার। আমার চিন্তা শুধু এই রোজিন্যান্ট মানে আমার ঘোড়ার জন্যে। ওর জন্যে একটু আশ্রয় আর কিছু দানা-পানি পেলেই আমি খুশি। আর আমার জন্যে সামান্য খাবারের ব্যবস্থা যদি করতে পারেন ভালো, না পারলে ক্ষতি নেই।'

'ছি, কী যে বলেন, খাবার কোনো সমস্যাই নয় আমার এখানে। অনুগ্রহ করে ভেতরে আসুন, স্যার নাইট।'

ঘোড়া থেকে নামার চেষ্টা করলেন ডন কুইক্সোট। পারলেন না।

হাস্যকর ভঙ্গিতে একটু বাঁকা হতে পারলেন কেবল। সারাদিন ঘোড়ার পিঠে ঠায় বসে থাকতে থাকতে সারা শরীরে খিল ধরে গেছে তাঁর। সরাইওয়ালা এগিয়ে গেল সাহায্য করতে। অনেক কষ্টে এবার রোজিন্যান্টকে ভারমুক্ত করতে পারলেন নাইট। সরাই-ওয়ালা ঘোড়াটাকে আস্তাবলে নিয়ে গেল। আর মেয়ে দুটো ডন কুইক্সোটকে দু'দিক থেকে ধরে নিয়ে গেল সরাইখানার ভেতরে। আরো কী মজা হয় দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছে ওরা।

রোজিন্যান্টকে আস্তাবলে রেখে এসে সরাইওয়ালা দেখলো, দুই তরুণী অস্ত্রহীন করে ফেলেছে স্যার নাইটকে। এখন বর্ম খুলছে। বর্ম খোলার কাজ কখনো করেনি, তবু ভালোই চালিয়ে গেল দু'জন। বিপত্তি দেখা দিলো শিরোস্ত্রাণ খোলার সময়। কিছুতেই ওটা খোলা যাচ্ছে না বক্ষাবরণ থেকে। বেশ কিছুক্ষণ টানাটানি ক'রে ওরা হাল ছেড়ে দিয়ে বললো :

'নাহ, এই ফিতেগুলো না কাটলে খোলা যাবে না।'

ফিতে কাটার কথা শুনে আঁতকে উঠলেন কুইক্সোট। কি সুন্দর সবুজ ফিতেগুলো! এগুলো তিনি কিছুতেই কাটতে দিতে পারেন না। দুই তরুণীকে বললেন সে কথা।

'তাহলে তো শিরোস্ত্রাণ পরেই থাকতে হবে আপনাকে,' বললো ওরা। 'খাবেন কী করে?'

'শিরোস্ত্রাণ পরে যতটুকু খাওয়া যায় ততটুকুই খাবো,' জবাব দিলেন ডন কুইক্সোট।

এবং তা-ই করলেন তিনি। বর্মের সব অংশ খুলে কেবল শিরো-স্ত্রাণ আর বক্ষাবরণ পরে বসে রইলেন। তাতে আরো বিদঘুটে

www.BanglaBook.org

দেখাতে লাগলো তাঁর চেহারা। মেয়ে দুটো হাসি চাপতে গিয়ে ঘেমে উঠলো।

একটু পরে খাবার নিয়ে এলো সরাইওয়ালা। দু'হাতে কাগ-জের মুখাবরণটা ধরে রইলেন স্যার নাইট। মেয়ে দুটো পালা করে খাইয়ে দিলো তাঁকে। সারা দিনে এই প্রথম খাওয়া। তার ওপর দুই তরুণীর সান্নিধ্য। সত্যি সত্যিই তৃপ্তির সাথে খেলেন তিনি। খাওয়ার পর মদ নিয়ে এলো সরাইওয়ালা। শিরোস্ত্রাণ পরা অবস্থায়ই পান করলেন ডন কুইক্সোট সরু একটা নলের সাহায্য নিয়ে।

খাওয়া শেষ হতে না হতেই পুরনো দুর্ভাবনা আবার হানা দিতে লাগলো তাঁর মনে। এখনো কেউ নাইট হিশেবে অভিষিক্ত করেনি তাঁকে। এক্ষুণি কাউকে খুঁজে বের করা দরকার। এর পরই প্রশ্নটা জাগলো তাঁর মনে, দুর্গের গভর্নর নয় কেন? ঠিক। দুর্গের গভর্নর যদি নাইট না-ও হন, নাইটের চেয়ে কোনো অংশে কমও নন তিনি। ওঁর চেয়ে যোগ্য আর কেউ হতে পারে না তাঁকে নাইট হিশেবে বরণ করে নেয়ার জন্যে।

এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে সরাইওয়ালার খোঁজে রওনা হলেন ডন কুইক্সোট। আস্তাবলে পেলেন তাকে। সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন :

'মাননীয় গভর্নর, এই আমি বসলাম। আপনি যতক্ষণ না আমাকে নাইটবৃত্তির সম্মানে অভিষিক্ত করছেন, আমি উঠবো না এখান থেকে।'

সরাইওয়ালার মনে এতক্ষণ একটা সন্দেহ উঁকি ঝুঁকি মার-ছিলো। এবার সেটা বিশ্বাসে পরিণত হলো। লোকটা পাগল না

হয়েই যায় না। যা হোক, কিছুটা পাগলকে না ক্ষ্যাপানোর জন্যে, বাকিটা মজা করার জন্যে সে ডন কুইক্সোটের সঙ্গে তাল দিয়ে চলবে, ঠিক করলো।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' বললো সরাইওয়ালা। 'আপনার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখবো, একি সম্ভব? একদম দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি আপনাকে নাইটের সম্মান দেবো।' এক মুহূর্ত থেমে আবার বললো, 'একটা কথা জানতে চাই, স্যার নাইট, আপনার কাছে টাকা পয়সা আছে তো?'

'টাকা?' আকাশ থেকে পড়লেন ডন কুইক্সোট। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'একটা পেনিও না। নাইটরা সঙ্গে টাকা পয়সা রাখে এমন কথা তো কোনো বইয়ে পড়িনি।'

'আপনি ভুল করেছেন, স্যার নাইট,' সরাইওয়ালা বললো। 'লেখকরা হয়তো পরিষ্কার জামা বা টাকা পয়সার কথা লেখার প্রয়োজন বোধ করেননি। তার মানে এই নয় ওসব জিনিস নাইটদের ছিলো না বা থাকতো না। নিশ্চয়ই পড়েছেন নাইটদের সঙ্গে সব সময় একজন পার্শ্বচর থাকতো—?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পড়েছি!'

'তাহলেই দেখুন। ঐ পার্শ্বচররাই বহন করতো নাইটদের টাকার থলে। শুধু টাকা নয়, পরিষ্কার জামা কাপড়, আর এক বাক্স মলমও বহন করতো তারা।'

'মলম কেন?'

'বাহ্! আঘাত পেলে, কেটে ছড়ে গেলে মলম ছাড়া ভালো হবে কী করে? আমার পরামর্শ যদি চান তো, স্যার, বলবো, এ ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একজন পার্শ্বচর

www.BanglaBook.org

যোগাড় করে নেবেন। যাক্, এখন চলুন, রাত হয়ে যাচ্ছে, আপনার শোয়ার ব্যবস্থা করে দেই।'

'না, আজ রাতে আমি ঘুমাবো না,' জবাব দিলেন ডন কুইক্সোট। 'নাইট খেতাব লাভ করার আগে প্রত্যেক নাইট যা করে আমিও তাই করবো। সারা রাত জেগে আমি আমার অস্ত্র, বর্ম পাহারা দেবো। আপনার দুর্গে চ্যাপেল আছে, মহামহিম গভর্নর, যেখানে আমি কাজটা করতে পারি?'

'দুঃখিত, স্যার নাইট,' সরাইওয়ালা বললো, 'এ মুহূর্তে আমার দুর্গে কোনো চ্যাপেল নেই পুরনোটা ক'দিন আগে ভেঙে ফেলা হয়েছে নতুন একটা তৈরি করার জন্যে। অবশ্য তাতে কোনো অসুবিধা নেই, উঠোনেই আপনি আপনার পাহারাদারির কাজ চালাতে পারবেন। সকালে আমি আপনাকে নাইট করে দেবো।'

সরাইওয়ালা ঘুমাতে চলে গেল। ডন কুইক্সোট তাঁর বর্ম, অস্ত্রশস্ত্র উঠানে নিয়ে এসে শুরু করলেন পাহারাদারি। ঘোড়ার পানি খাওয়ার জন্যে চৌকোনা একটা জলাধার আছে উঠানের এক ধারে। তার পাশে বর্ম, তলোয়ার আর বর্শা রেখে পায়চারি করতে লাগলেন তিনি।

তারাজ্বলা আকাশের নিচে সারারাত পায়চারি করলেন ডন কুইক্সোট। অবশেষে একে একে নিবে গেল তারার দল। ভোরের ধূসর আলো ফুটে উঠতে লাগলো। এই সময় সরাইখানায় আশ্রয় নেয়া এক গাড়োয়ান তার গাধার জন্য পানি নিতে এলো। কোনো দিকে না তাকিয়ে জলাধারের দিকে এগোলো সে।

কিছুদূর গিয়ে খেয়াল করলো অদ্ভুত কিছু জিনিস পড়ে আছে তার পথ জুড়ে। হাতের বালতিটা নামিয়ে রেখে জিনিসগুলো সরাতে লাগলো গাড়োয়ান।

এতক্ষণ একটা শব্দ করেননি ডন কুইক্সোট। কিন্তু তাঁর বর্মে গাড়োয়ানের হাত পড়তেই ভয়ঙ্কর স্বরে গর্জে উঠলেন :

'এই! তুমি যে-ই হও, সাবধান! বিশ্বের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ নাইটের বর্ম, অস্ত্র স্পর্শ করার স্পর্ধা দেখিও না, যদি প্রাণের মায়া থাকে!'

গাড়োয়ান এর মধ্যেই জেনে গেছে, উদ্ভট এক পাগল এসেছে সরাইখানায় যে নিজেকে নাইট বলে মনে করে। তাই সে খুব একটা গ্রাহ্য করলো না ডন কুইক্সোটের কথা। যেমন সরাচ্ছিলো তেমনি সরাতে লাগলো অস্ত্রশস্ত্রগুলো।

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন ডন কুইক্সোট। তীর বেগে ছুটে এসে বর্শাটা তুলে নিয়ে সর্বশক্তিতে বসিয়ে দিলেন গাড়োয়ানের মাথায়। নিঃশব্দে জ্ঞান হারালো বেচারা।

'হুঁহ্, আমার কথা অমান্য করার দুঃসাহস দেখায়!' মনে মনে বলে আবার পায়চারি শুরু করলেন নাইট।

একটু পরেই আরেকজন গাড়োয়ান এলো পানি নিতে। এবার আর সতর্ক করার ধার ধারলেন না তিনি। সোজা বর্শা দিয়ে আঘাত করলেন লোকটার মাথায়। কপাল খারাপ ডন কুইক্সোটের। এবারের আঘাতটা আগেরটার মতো যুতসই হলো না। লোকটা জ্ঞান তো হারালোই না বরং চিৎকার শুরু ক'রে দিলো তারস্বরে। ব্যাপার কী দেখার জন্যে সরাইখানার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে

www.BanglaBook.org

লাগলো লোকজন। তাদের বেশির ভাগই দুই গাড়োয়ানের বন্ধু। ডন কুইক্সোটকে বর্শা হাতে আর এক বন্ধুকে অচেতন, অন্যজনকে মাথায় হাত দিয়ে চিৎকার করতে দেখেই ওরা বুঝে নিলো যা বোঝার। খেপে গেল সব ক'জন। কিন্তু কাছে এগোতে সাহস পেলো না। উন্মাদ লোকটার হাতে বর্শা আছে। আর কোনো উপায় না দেখে তারা দূর থেকে ঢিল ছুঁড়তে শুরু করলো তাঁকে লক্ষ্য করে। এতগুলো লোককে আক্রমণকারীর ভূমিকায় দেখে এক বিন্দু ঘাবড়ালেন না আমাদের নাইট। দ্রুত হাতে ঢাল তুলে নিয়ে আত্মরক্ষা করতে করতে তিনি হৃদয়েশ্বরী ডালসিনিয়া দেল টোবোসোর উদ্দেশ্যে বললেন :

'আমাকে শক্তি দাও, প্রাণেশ্বরী! এই আমার প্রথম লড়াই, আমাকে ব্যর্থ কোরো না, ও ডালসিনিয়া! আমার ডালসিনিয়া!'

সত্যি সত্যিই কথাগুলো উচ্চারণ করার পর শক্তি যেন কয়েক গুণ বেড়ে গেল ডন কুইক্সোটের। উঠোনময় প্রায় নাচতে নাচতে ঢাল একবার মুখের সামনে, একবার কানের পাশে, একবার চোখের ওপর ধরে ঢিলের হাত থেকে বাঁচতে লাগলেন তিনি। সেই সাথে চিৎকার :

'আয়! সাহস থাকে তো কাছে আয়! দূর থেকে ঢিল ছুঁড়ছিস কেন? তলোয়ার নয় তো বর্শা নিয়ে আয়, কেমন পারিস দেখি!'

হৈ চৈ শুনে সরাইওয়ালা বেরিয়ে এলো হন্তদন্ত হয়ে। শুধুমাত্র রাতের পোশাক তার পরনে। গাড়োয়ান ক'জনকে থামালো সে ধমক ধামক দিয়ে।

গাড়োয়ানরা গজ গজ করতে লাগলো : 'এত বড় সাহস আমাদের দোস্তের গায়ে হাত তোলে !'

সরাইওয়ালা ওদের এক পাশে ডেকে নিয়ে ফিস ফিস করে বললো, 'তোমাদের তো বলেইছি লোকটা পাগল। কেন ওর সাথে লাগতে গেছ ? জানো, ও যদি তোমাদের সবাইকে খুনও করে পাগল বলে বিচারে ওর কিছুই হবে না ? বুদ্ধিমানের কাজ পাগলকে না ঘাঁটানো। যাও, যার যার কাজে যাও !'

এদিকে ডন কুইক্সোট চিৎকার করছেন এখনো।

'এমন শিক্ষাই দেবো তোদের ! এখনো নাইট হইনি তো কী হয়েছে ? আমার বাহুতে শক্তি কম আছে মনে করিস ? শুনে রাখ, তোদের মতো চুনোপুটিকে আমি এক হাতেই শায়েস্তা করতে পারি। যে বেয়াদবি তোরা করেছিস তার ফল শিগগিরই ভোগ করবি। আমার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবি না একজনও !'

গাড়োয়ান ক'জন ভেতরে চলে যেতেই একটু শান্ত হলেন তিনি। সরাইওয়ালা এগিয়ে এলো। এর মধ্যেই যথেষ্ট আক্কেল হয়েছে তার। এখন যত তাড়াতাড়ি পাগলটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল, ভাবছে সে।

'মাননীয় গভর্নর, নাইট,' সরাইওয়ালা কাছে আসতেই চিৎকার করলেন ডন কুইক্সোট, 'দেখেছেন কাণ্ডখানা ? আমার মতো বীরকে নাইট হওয়া থেকে বঞ্চিত রাখতে চায় ! কী ধৃষ্টতা দৈত্যগুলোর ! এমন শিক্ষা দিয়েছি, সহজে আর এদিকে আসবে বলে মনে হয় না।'

'ওরা না এলেও ওদের সাঙ্গপাঙ্গরা আসতে পারে,' গম্ভীর মুখে বললো সরাইওয়ালা। 'তাই আমাদের আর দেরি না করাই

www.BanglaBook.org

ভালো। পাহারাদারির কাজটা বেশ যোগ্যতার সাথেই করেছেন আপনি। আমার ধারণা যে বীরত্ব একটু আগে দেখিয়েছেন তাতে আপনা আপনিই আপনি নাইট হয়ে গেছেন। তবু কিছু নিয়ম যখন আছে, পালন করতে হবে। আপনি তৈরি ?'

'অবশ্যই। আমি সব সময় তৈরি।'

'তাহলে হাঁটুগেড়ে বসুন।'

'বর্ম পরে নেবো না ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি করুন। আমি আসছি,' বলে দ্রুত পায়ে সরাইখানার ভেতর ঢুকলো সরাইওয়ালা।

ইতিমধ্যে সেই দুই তরুণী উঠানে এসে গেছে মজা দেখার জন্যে। তাদের সাহায্যে বর্ম পরে নিলেন ডন কুইক্সোট।

সরাইওয়ালা ফিরলো একটু পরেই। রাতের পোশাক পাল্টে মোটাসোটা একটা বই নিয়ে এসেছে সে। ডন কুইক্সোট ভাবলেন, নিশ্চয়ই ওটা পবিত্র বাইবেল।

'এবার আসুন, স্যার,' সরাইওয়ালা বললো, 'হাঁটু গেড়ে বসুন আমার সামনে।'

বসলেন ডন কুইক্সোট। সরাইওয়ালা মোটা বইটা খুলে বিড় বিড় করে কিছু কথা উচ্চারণ করলো। বইটা আসলে বাইবেল নয়, সরাইওয়ালার হিশাবের খাতা। আর সরাইওয়ালা বিড় বিড় করে যা বললো তা মোটেই বাইবেলের স্তোত্র নয়, তার মনে যা এলো তা-ই। কিন্তু ডন কুইক্সোট ভাবলেন, মহান ঈশ্বরের পবিত্র বাণী কি মধুর শুনতে !

'স্তোত্র' পাঠ করে সরাইওয়ালা হাতের তালু দিয়ে দসাসই

একটা চাপড় মারলো ডন কুইক্সোটের পিঠে। তারপর তলোয়ারের চওড়া দিকটা ছোঁয়ালো তাঁর কাঁধে। গাঢ় উদাত্ত স্বরে বললো :

'হে বীর, এই মাত্র আপনি নাইট পদে অভিষিক্ত হলেন। এখন থেকে আপনি পুরোদস্তুর নাইট। কামনা করি আপনার শৌর্য, বীর্য, বীরত্বের খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক।' তলোয়ারটা দুই তরুণীর একজনের হাতে দিয়ে আবার বললো, 'পরিয়ে দাও ওঁর কোমরে।'

নির্দেশ পালন করলো মেয়েটা। অন্য তরুণী এবার ঢাল ধরিয়ে দিলো নাইটের হাতে। দু'জনকে ধন্যবাদ জানালেন ডন কুইক্সোট। সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। খুব খুশি লাগছে তাঁর। অবশেষে নাইট হতে পেরেছেন! সত্যিকারের নাইট। কোনো জাল জুয়াচুরি নেই এর ভেতরে!

এখনো সূর্য ওঠেনি। কিন্তু নাইট হওয়ার আনন্দে এমন উতলা হয়ে উঠেছেন ডন কুইক্সোট যে আর এক মুহূর্ত তাঁর চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে করলো না। ঝটপট রোজিন্যান্ট-এর পিঠে জিন চাপিয়ে সরাইওয়ালার কাছে বিদায় চাইলেন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো সরাইওয়ালা। পয়সা চাওয়ার কথা ভুলেও ভাবলো না। মনে মনে প্রার্থনা করলো যেন আর কোনো দিন দেখতে না হয় ঐ মুখ।

একটু পরেই দেখা গেল হাড্ডিসার ঘোড়ার পিঠে চেপে মাঠের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন কঙ্কালসার নাইট ডন কুইক্সোট অভ লা মানচা।

www.BanglaBook.org

তিন

হাওয়ায় ভর ক'রে উড়ছে যেন ডন কুইক্সোটের মন। এখন তিনি পুরোদস্তুর নাইট। সত্যিকারের নাইট। পৃথিবীর যত নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষ সবার দুঃখ দুর্দশা লাঘবের মহান এবং গুরু দায়িত্ব এখন তাঁর কাঁধে। নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি পালন করবেন এ দায়িত্ব। তার জন্যে যদি প্রাণ বাজি রাখতে হয় তা-ও রাখবেন। কিন্তু তার আগে বাড়ি ফিরতে হবে তাঁকে। দুর্গের মাননীয় গভর্নর (সরাই-ওয়ালা) ঠিকই বলেছেন। কিছু টাকা, কয়েকটা পরিষ্কার জামা আর এক বাক্স মলম তাঁর সঙ্গে থাকা উচিত। এখন থেকে বিপদ আপদ তাঁর নিত্য সঙ্গী হবে। কখন কোনটার প্রয়োজন পড়বে কে বলতে পারে। আর একজন পার্শ্বচরও চেষ্টা করবেন যোগাড় করতে। পাওয়া গেলে ভালো, না পেলে একাই রওনা হবেন আবার।

ঘোড়া ঘুরিয়ে বাড়ির পথে চললেন তিনি।

কিছু দূর আসার পর হঠাৎ অস্পষ্ট একটা আর্তনাদ ভেসে এলো ডন কুইক্সোটের কানে। শব্দ লক্ষ্য করে তাকালেন তিনি। কান খাড়া করলেন। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। আর্তস্বরে চিৎকার করছে

কেউ।

'ধন্যবাদ ঈশ্বরকে,' মনে মনে বললেন ডন কুইক্সোট, 'এত তাড়াতাড়ি আমাকে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেয়ার জন্যে। নিশ্চয়ই কোনো বিপদাপন্ন মানুষের চিৎকার ওটা। নারীরও হতে পারে। নাহ্, আর দেরি করা ঠিক হচ্ছে না। আমার সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে ওর।'

ভাবতে ভাবতে নাইট আওয়াজ লক্ষ্য করে ছোটালেন রোজিন্যান্টকে। সামান্য দূরে এক ঝোপের কাছে গিয়ে দেখলেন, একটা ওক গাছের গুড়ির সাথে বাঁধা রয়েছে একটা মাদী ঘোড়া, আরেকটার সাথে বছর পনর বয়েসের একটা ছেলে। কোমরের ওপরে কোনো কাপড় নেই তার। চিৎকার করছিলো সে-ই। অবশ্য অকারণে নয়। হিংস্র চেহারার এক চাষী সমানে চাবকে চলেছে তাকে। সেই সাথে গর্জন :

'চুপ কর হতচ্ছাড়া! আর কখনো হবে এমন?'

ছেলেটা জবাব দিচ্ছে, 'না, হুজুর! ঈশ্বরের কসম, আর কোনো দিন এমন হবে না! আমি চোখ খোলা রাখবো! এবারের মতো মাফ করে দিন আমাকে!'

দেখে শুনে রক্ত গরম হয়ে উঠলো ডন কুইক্সোটের।

'ওরে বদমাশ নাইট!' সরোষে চিৎকার করলেন তিনি, 'লজ্জা করে না তোর অসহায় মানুষের গায়ে হাত তুলতে? এক্ষুণি চাবুক ফেলে দিয়ে ঘোড়ায় চাপ! বর্শা নিয়ে আমার মোকাবেলা কর (সত্যি সত্যিই একটা বর্শা হেলান দেয়া ছিলো ঘোড়া বাঁধা ওক গাছটার সঙ্গে)। তুই কেমন কাপুরুষ এক্ষুনি তা টের পাবি।'

চাষীটা ভীষণ ঘাবড়ে গেল। যতটা না ডন কুইক্সোটের হুঙ্কার শুনে তার চেয়ে বেশি তাঁর চেহারা এবং পোশাক আশাক দেখে। মিন মিন করে বললো :

'স্যার নাইট, এই ছোকরা আমার চাকর। আমার ভেড়ার পাল চরানোর দায়িত্ব ওর ওপর। কিন্তু ও এমন বেখেয়াল, প্রতিদিনই একটা না একটা ভেড়া হারাবে। যখনই আমি ওকে কিছু বলি, ও বলে সব নাকি আমার বানানো কথা। ওর বেতন না দেয়ার ফন্দি হিশেবেই নাকি আমি এমন বলি। আমি আমার জীবন, আমার আত্মার কসম কেটে বলছি, ও মিথ্যে বলে, স্যার নাইট।'

'চুপ, বদমাশ! আমার মুখের ওপর মিথ্যে কথা,' চিৎকার করলেন ডন কুইক্সোট। 'এক্ষুনি ওর বাঁধন খুলে দে, নইলে এই বর্শা দিয়ে তোর বুক আমি এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবো!'

প্রতিবাদ করার সাহস হলো না চাষীর। মাথা নিচু করে খুলে দিলো ছেলেটার বাঁধন। ডন কুইক্সোট এবার ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন :

'কত পাবে তুমি মনিবের কাছে?'

'মাসে সাত রিয়াল হিশেবে নয় মাসের বেতন।'

মনে মনে হিশেব করলেন ডন কুইক্সোট। তার মানে তেষট্টি রিয়াল।

'এক্ষুনি ওর মজুরী ওকে দিয়ে দাও,' চাষীকে আদেশ করলেন তিনি।

'স্যার নাইট, স্যার নাইট,' ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো চাষী, 'ও মিথ্যে কথা বলছে! কখনোই ও অত টাকা পাবে না। তিন

www.BanglaBook.org

জোড়া জুতো দিয়েছি ওকে। তাছাড়া—তাছাড়া দু'বার অসুখের সময় ওর রক্ত মোক্ষণ করিয়েছি—'

'ভালো করেছো,' জবাব দিলেন ডন কুইক্সোট। 'আজ বিনা কারণে ওকে যে চাবকেছো তাতে কাটাকাটি হয়ে গেছে জুতো আর রক্ত মোক্ষণের দাম। এখন ওকে ওর পাওনা দিয়ে দাও।'

'কিন্তু—কিন্তু, স্যার, আমার কাছে তো অত টাকা নেই এখন। অ্যাণ্ডরু আমার সাথে বাড়ি চলুক। আমি হাতে হাতে ওর পাওনা মিটিয়ে দেবো।'

'আমি যাবো ওর সাথে!' ছেলেটা বললো। 'প্রাণ থাকতে নয়, স্যার। যেই আমাকে একা পাবে অমনি আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে চাবুক নিয়ে।'

'না, না, তা করবে না। আমার আদেশ অমান্য করার সাহস ওর হবে না। তাছাড়া ও-ও তো নাইট। নাইটরা কথার বরখেলাপ কখনো করে না।'

'নাইট! কী বলছেন, স্যার, ও মোটেই নাইট নয়। ও জুয়ান হালডুডো, কুইটানার-এর সবচেয়ে ধনী চাষী।'

'তাতে কিছু এসে যায় না,' বললেন কুইক্সোট। 'হালডুডো হলেই যে নাইট হতে পারবে না এমন কোনো কথা নেই। মানুষের পরিচয় তার কাজে, বৃক্ষের যেমন ফলে।'

'আপনার কথা ঠিক, স্যার নাইট,' অ্যাণ্ডরু জবাব দিলো। 'তাহলে বলুন, আমার মনিবের কাজ তার কী পরিচয় প্রকাশ করছে? আমার রক্ত পানি করা মজুরী দিতে চাইছে না—'

'না, না, তাই অ্যাণ্ডরু,' সুযোগ পেয়ে বলে উঠলো চাষী,

www.BanglaBook.org

'তোমার মজুরী দেবো না, কখনো বলেছি? চলো আমার সাথে। দুনিয়ার সব নাইটের নামে কসম খেয়ে বলছি, তোমার প্রতিটা রিয়াল আমি দিয়ে দেবো।'

শুনে খুব খুশি হলেন ডন কুইক্সোট। চাষীকে বললেন:

'হ্যাঁ, ওর ন্যায্য পাওনা ওকে দিয়ে দাও, তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু যদি না দাও, যদি শপথ ভাঙো, তোমার মতোই দুনিয়ার সব নাইটের নামে শপথ করে বলছি, অসদাচরণের শাস্তি তোমাকে দেবো। দুনিয়ার যেখানেই পালাও না কেন, আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না তুমি।' অ্যাণ্ডরুর দিকে ফিরে যোগ করলেন, 'যাও, কোনো ভয় নেই তোমার।'

পা দিয়ে রোজিনান্ট-এর পেটে খোঁচা দিলেন ডন কুইক্সোট। চলতে শুরু করলো ঘোড়াটা। যতক্ষণ না দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেল ততক্ষণ অদ্ভুত ঘোড়সওয়ারটির দিকে তাকিয়ে রইলো চাষী। তারপর ফিরলো চাকর অ্যাণ্ডরুর দিকে।

'আয়,' সে বললো, 'ঐ পরোপকারীর নির্দেশ মতো এক্ষুনি তোর পাওনা মিটিয়ে দেবো।'

'সত্যিই দেবেন!' সবিস্ময়ে বললো অ্যাণ্ডরু। 'ওহ্ ঈশ্বর, হাজার বছর পরমায়ু দাও ঐ বীর নাইটকে।'

'দেবো মানে? এতদিন যে আটকে রেখেছি তার সুদ সহ দেবো।' বলতে বলতে খপ করে ছেলেটার হাত ধরলো চাষী। টেনে নিয়ে গিয়ে বেঁধে ফেললো আগের সেই গাছটার সঙ্গে। তারপর আবার শুরু হলো চাবকানো।

একটানা বেশ কিছুক্ষণ চাবুক পেটা করার পর চাষী যখন

দেখলো, অ্যাণ্ডরু আর চিৎকারও করে না নড়েও না, থামলো সে। বাঁধন খুলে দিয়ে বললো, 'যা এবার। তোর পরোপকারীর কাছে গিয়ে নালিশ করগে পারিস তো।'

এই হলো আমাদের বীর নাইট ডন কুইক্সোট অভ লা মানচার অন্যায় প্রতিকারের ধরন।

এ মুহূর্তে মনের আনন্দে পথ চলছেন তিনি। নিজের কাজে পুরোপুরি সন্তুষ্ট। অন্তত একটা অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে পেরেছেন, এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে সদ্য নাইট খেতাব পাওয়া একজন মানুষের জন্যে?

এমনি ভাবতে ভাবতে মাইল দুয়েক এগিয়েছেন ডন কুইক্সোট। হঠাৎ দূরে দেখতে পেলেন একদল লোক আসছে।

টলেডোর রেশম ব্যবসায়ী তারা। ছ'জন। খচ্চরের পিঠে তাদের মালপত্র চাপানো। সঙ্গে সাতজন ভৃত্য। চারজন ঘোড়ায় চেপে আর তিনজন পায়ে হেঁটে। ওদের দেখেই হাসি ফুটে উঠলো নাইটের মুখে।

'ভাগ্য আমার সহায় দেখতে পাচ্ছি!' মনে মনে বললেন তিনি। 'আরেকটা রোমাঞ্চকর ঘটনা! এত তাড়াতাড়ি!'

বইয়ে পড়া ঘটনার অনুকরণে সোজা হয়ে বসলেন ডন কুইক্সোট। দু'পা শক্ত করে বাধিয়ে রাখলেন রেকাবের সঙ্গে। বর্শাটা ধরলেন খাড়া করে। অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে কাছে এসে গেল রেশম ব্যবসায়ীরা। ঝট করে বর্শা নামিয়ে ওদের দিকে তাক করলেন নাইট। তারপর চিৎকার:

'থামো! যতক্ষণ না স্বীকার করছো, লা মানচার সম্রাজ্ঞী

www.BanglaBook.org

অপরূপা ডালসিনিয়া দেল টোবোসো বিশ্বের সেরা সুন্দরী ততক্ষণ আর এক পা-ও এগোতে পারবে না তোমরা!'

লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়লো লোকগুলো। প্রত্যেকেরই চোখে মুখে বিস্ময়। সামনে ওটা কী? কোনো অশরীরী আত্মা? আর যা বললো?—কোনো সুস্থ মানুষ এমন কথা বলতে পারে? পাগল না তো?

'আপনার কথা হয়তো ঠিক,' অবশেষে বললো দলটার নেতা। 'কিন্তু আমরা তো কেউ দেখিনি আপনার সেই অপরূপাকে, নামও শুনিনি। তাহলে কী করে আপনার সাথে একমত হবো?'

'আমার কথা অবিশ্বাস করছো তারমানে?' ভয়ঙ্কর কণ্ঠে গর্জে উঠলেন ডন কুইক্সোট।

'না, স্যার নাইট, অবিশ্বাস না, আমি বিশ্বাস করতে চাইছি। একটা ছবিও যদি দেখাতে পারতেন ভদ্রমহিলার—'

'হতভাগা বদমাশের দল! আমাকে অবিশ্বাস! তাহলে ভোগ কর পরিণাম!'

বলতে বলতে সবেগে রোজিন্যান্টের পেটে খোঁচা দিলেন তিনি। বাগিয়ে ধরলেন বর্শা। লাফ দিয়ে ছুটলো রোজিন্যান্ট ব্যবসায়ীদের দিকে।

ভাগ্য ভালো, দু'কদম গিয়েই পা হড়কে উল্টে পড়ে গেল রোজিন্যান্ট। তার মনিবও চিৎপটাং হয়ে গড়াতে গড়াতে চলে গেলেন বেশ খানিকটা দূরে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন। পারলেন না। বর্ম, ঢাল, বর্শা, তরবারি সবকিছুর সঙ্গে এমন জড়িয়ে পেঁচিয়ে গেছেন যে নড়তেই পারলেন না তিনি। নড়তে না

পারলেও মুখ তাঁর বন্ধ হলো না। সমানে চেঁচাতে লাগলেন :

'পালাচ্ছো কেন, কাপুরুষের দল! দাঁড়াও! ভেবো না নিজের দোষে পড়ে গেছি, ঘোড়াটা হোঁচট না খেলে দেখতাম আমার ডালসিনিয়া দেল টোবোসোকে দুনিয়ার সেরা সুন্দরী হিশেবে স্বীকৃতি না দেয়ার মজা!'

ব্যবসায়ীরা হেসে উঠলো হো-হো করে।

'মজা তো ব্যাটা তুই-ই বুঝতে পারছিস,' বলতে বলতে এগিয়ে এলো এক গোঁয়ার গোবিন্দ ধরনের ভৃত্য। বর্শাটা তুলে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে দিলো বিভিন্ন দিকে। একটা টুকরো রাখলো হাতে। সেটা দিয়ে কষে ঘা কয়েক লাগিয়ে দিলো আমাদের ভূপাতিত নাইটের পিঠে। লোকটার মনিব চিৎকার করে বারণ করলো পাগলাটাকে অত না পেটাতে। কিন্তু সে শুনতে রাজি হলো না। ওর তখন রোখ চেপে গেছে। হাতের টুকরোটা ফেলে দিয়ে আরেকটা টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে আবার শুরু করলো পেটাতে।

পুরু বর্ম থাকা সত্ত্বেও আঘাতগুলোর প্রচণ্ডতা থেকে রেহাই পেলেন না ডন কুইক্সোট। তাই বলে তাঁর মুখ বন্ধ হয়নি। আগের মতোই সালঙ্কার ভাষায় তিরস্কার করে চলেছেন শত্রু পক্ষকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর রাগ কমলো ভৃত্যটার। বর্শার ভাঙা টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে এগিয়ে গেল সঙ্গীদের দিকে। একটু পরে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল রেশম ব্যবসায়ীরা।

ডন কুইক্সোট পড়ে রইলেন পথের মাঝে।

www.BanglaBook.org

চার

পথের ওপর পড়ে আছেন ডন কুইক্সোট।

রেশম ব্যবসায়ীরা চলে যাওয়ার পর আরো কয়েকবার চেষ্টা করেছেন তিনি উঠে বসার। পারেননি। ভাগ্যক্রমে ঐ পথ দিয়ে তখন যাচ্ছিলো তাঁরই গ্রামের এক গম পেষাইকারী। ডন কুইক্সোটকে দেখেই সে চিনলো। তাড়াতাড়ি গাধার পিঠ থেকে নেমে এগিয়ে গেল ভূতলশায়ী নাইটের দিকে।

'সিনর কুইক্সাডা, কী হয়েছে আপনার?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলো লোকটা।

'কে? ডন রডরিগো দ্য নারভেস না মারকুইস অভ মানটুয়া (বইয়ে পড়া দুটি চরিত্র)?'

'সিনর কুইক্সাডা, আমাকে ডন, মারকুইস বলছেন কেন? আমি আপনার পড়শী পেদ্রো আলনসো, আমাকে চিনতে পারছেন না?'

এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে ডন কুইক্সোট তাঁর হৃদয়েশ্বরীকে ডাকতে লাগলেন উদাত্ত স্বরে। সিনর কুইক্সাডার ক্ষ্যাপাটে স্বভাব সম্পর্কে জানতো পেদ্রো আলনসো। তার ধারণা হলো

ক্ষ্যাপামিটা বেড়েছে সিনরের। তাই আর কোনো উচ্চবাচ্য না করে সে নড়তে চড়তে অক্ষম নাইটের শরীর থেকে বর্ম অস্ত্র সব খুলে নিয়ে তুলে ফেললো নিজের গাধায়। বর্ম, তলোয়ার এবং বর্শার ভাঙা টুকরোগুলো রোজিন্যান্ট-এর পিঠে চাপিয়ে রওনা হলো বাড়ির দিকে।

সন্ধ্যা নাগাদ গ্রামের সীমানায় পৌছুলেন ওরা। পাছে ডন কুইক্সোটের দুর্দশা দেখে হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয় গ্রামবাসীরা তাই রাত না নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো আলনসো। অন্ধকারের আশ্রয়ে চুপি চুপি পৌছুলো ডন কুইক্সোটের বাড়িতে। সেখানে তখন মহা শোরগোল চলছে। কান্নাকাটি করছে কুইক্সোটের ভাস্তি। কুইক্সোটের ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধু গ্রামের পুরোহিত আর নাপিত উপস্থিত সেখানে। বাড়ির আর সবার সাথে পরামর্শ করছেন কোথায় বন্ধুর খোঁজ খবর করবেন তা নিয়ে। এই সময় আলনসোর গাধায় চেপে সেখানে পৌছুলেন ডন কুইক্সোট। ভারি একটা পাথর যেন নেমে গেল সবার বুক থেকে। অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের নাইটের দুরবস্থা দেখে নতুন করে দুশ্চিন্তায় পেয়ে বসলো তাঁদের। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলেন তাঁরা। জবাবে একটা কথাই বললেন ডন কুইক্সোট :

'ভয়ঙ্করদর্শন দশটা দানবের সাথে লড়ার সময় ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। কপাল খারাপ আমার, নইলে এমন শিক্ষা দিতাম যে—। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, আমাকে একটু শুইয়ে দেবে তোমরা? আর পারো যদি ডাইনী উরগাণ্ডাকে (বইয়ে পড়া এক চরিত্র) ডেকে আনো, আমার ক্ষতগুলো ভালো করে দেবে।'

বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিতেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন ডন কুইক্সোট।

পাদ্রী এবার ভাস্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে থেকে ওর এই দুরবস্থা? কী ক'রে হলো?'

'কবে থেকে ঠিক বলতে পারবো না,' জবাব দিলো ভাস্তি। 'তবে ঐ বইগুলো পড়ার পর থেকে যে তাতে সন্দেহ নেই।'

'বই? কী বই?'

'নাইটদের রোমাঞ্চকর অভিযান নিয়ে লেখা গল্পের বই। ও-গুলো পড়ে পড়ে চাচার ধারণা হয়েছে উনিও একজন মস্ত নাইট, ঘরে বসে থেকে নিজের শক্তি ও সময়ের অপচয় করছেন। শেষে মাসখানেক আগে তলকুঠুরী থেকে বের করলেন পুরনো আমলের বর্মটা। ক'দিন ধরে তেল পানি দিয়ে ঘষে ঘষে চকচকে করেছেন, তারপর কালভোরে দেখি উধাও। ঐ বইগুলোই যত নষ্টের গোড়া।'

'দেখাও তো আমাকে বইগুলো।'

পাদ্রীকে ডন কুইক্সোটের পাঠকক্ষে নিয়ে গেল ভাস্তি। আলমারি বোঝাই বই। ইয়া মোটা মোটা একেকটা। সব মিলিয়ে কয়েক শো তো হবেই। একটা বই তুলে নিলেন পাদ্রী। মাঝ থেকে মাঝ থেকে কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আরেকটা তুলে নিলেন। তারপর আরেকটা। সব কটার স্থান হলো জানালার বাইরে।

'যত্ত সব জঞ্জাল,' অবশেষে গরগরিয়ে উঠলেন পাদ্রী। 'এক্ষুনি এগুলো পুড়িয়ে ফেল। ঠিকই বলেছো, এই সব ছাই পাঁশ পড়েই মাথাটা গেছে ওর।'

www.BanglaBook.org

ভাস্তি এবং কাজের মহিলা দু'জনে মনের সাধ মিটিয়ে পোড়ালো বইগুলো। সে রাতে এর বেশি আর কিছু করা হলো না। পরদিন পাদ্রীর পরামর্শে মিস্ত্রী ডেকে পাঠকক্ষের দরজা ভেঙে সেখানে দেয়াল তুলে আস্তর করে দেয়া হলো। অমন একটা ঘর যে এ বাড়িতে ছিলো বা আছে তা আর বোঝার উপায় রইলো না।

এত সব ঘটে গেল, কিন্তু ডন কুইক্সোট কিছুই জানতে পারলেন না। নিজের বিছানায় শুয়ে চিকিৎসকের দেয়া পাচন খেলেন আর কাৎরালেন তিনি। পনর দিন লাগলো বিছানা থেকে নামার মতো সুস্থ হতে।

পনর দিন পর বিছানা থেকে নেমেই ডন কুইক্সোট ছুটলেন পাঠকক্ষের দিকে। ঘরটার সামনে পৌঁছে তো অবাক। কী কাণ্ড! গেল কোথায় ঘরটা? জলজ্যান্ত একটা ঘর বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যেতে পারে? আহা হা, তাঁর এত সাধের বইগুলো! মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন তিনি। অনেক অনেকক্ষণ পর সম্বিত ফিরলে কাজের মহিলাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঘরটা কোথায় গেছে।

কী জবাব দিতে হবে ঠিক করাই ছিলো। মহিলা বললো, 'শয়তান নিজে এসে বইপত্র শুদ্ধ ঘরটা নিয়ে চলে গেছে।'

'না, না, শয়তান না,' বললো ভাস্তি, 'এক জাদুকর নিয়ে গেছে ঘরটা। আপনি চলে যাওয়ার পরপরই এক রাতে মেঘের ওপর চেপে সে এসেছিলো। আমাদের ছাদে নেমে সোজা আপনার পড়ার ঘরে ঢোকে। ওখানে সে কী করেছে না করেছে কিছুই আমরা জানি না। একটু পরেই ও চলে যায়। যাওয়ার আগে পুরো বাড়িটাকে ডুবিয়ে দিয়ে যায় ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতর। ব্যাপার কী দেখবার জন্যে যখন আমরা আপনার পড়ার ঘরের দিকে যাচ্ছি সে তখন সেখান থেকে বেরোচ্ছে। আমাদের দেখেই বিকট হেসে বললো, ঐ ঘর আর বইগুলোর মালিকের সঙ্গে তার গোপন শত্রুতা আছে, তাই সে দুটোই ধ্বংস করে দিয়ে যাচ্ছে। যাওয়ার আগে নিজের পরিচয় দিয়ে গেছে সে। জাদুকর মুনাটন তার নাম।'

'মুনাটন না, আসলে ও বলতে চেয়েছিলো ফ্রেসটন,' জবাব দিলেন ডন কুইক্সোট।

'আমি জানি না,' বললো কাজের মহিলা, 'ফ্রেসটন না ফ্রিটন। এটুকু জানি, ওর নামের শেষে টন আছে।'

'হুঁ, খুব বুদ্ধিমান জাদুকর ও,' বললেন কুইক্সোট। 'আমার পয়লা নম্বর শত্রুদের একজন। আমার সামনে দাঁড়ানোর সাহস নেই বলে আমি যখন বাড়িতে নেই তখন এসেছিলো। ব্যাটা কাপুরুষ! ঠিক আছে, আমার বই, ঘর নিয়ে গেছ, আমিও দেখে নেবো!'

'কী দরকার, চাচা, খামোকা এসব দেখে নেয়া নিই ক'রে,' ভাস্তি বললো, 'তারচেয়ে শান্তিতে ঘরে বসে থাকা ভালো না?'

'দূর দূর,' জবাব দিলেন কুইক্সোট, 'নাইটরা কি ঘরে বসে থাকে, না তাদের জন্ম ঘরে বসে থাকার জন্যে? যেখানে রহস্য, যেখানে রোমাঞ্চ, যেখানে দুর্বৃত্ত, অনাচারী সেখানেই তো ছুটে যেতে হবে আমাকে।'

নির্বাক হয়ে গেল দুই মহিলা। ওরা ভাবছিলো ভূতটা নেমেছে পাগলের কাঁধ থেকে। এখন দেখছে, নামে তো নিই, বরং আরো চেপে বসেছে। তাঁকে আর উস্কানো নিরাপদ মনে করলো না ওরা।

www.BanglaBook.org

* * *

সুস্থ হওয়ার পর কয়েকদিন-এর বেশি বাড়িতে রইলেন না ডন কুইক্সোট। এই ক'দিনে সরাইওয়ালার পরামর্শ মতো একজন পার্শ্বচর যোগাড় করলেন তিনি। প্রথমে অবশ্য বেশ ভাবনায় পড়েছিলেন, কাকে পার্শ্বচর করা যায় এই নিয়ে। সবচেয়ে বড় যেটা, তিনি বললেই যে একজন পার্শ্বচর হতে রাজি হবে এমন নিশ্চয়তা কোথায়? নাইটদের সঙ্গে চলাফেরায় ঝামেলা অনেক, বিপদ অনেক। কে সাধ করে এই বিপদ মাথায় নিতে চায়?

যা হোক অনেকক্ষণ ভাবনা চিন্তার পর বাড়ির কাছের এক ভূমিহীন কৃষকের কথা মনে পড়লো ডন কুইক্সোটের। নিজের জমি নেই, অন্যের জমিতে কাজ করে সংসার চালায় সে। নাম সাংকো পানযা। দেখতে মোটাসোটা, একটু ভুঁড়িওয়ালা হলেও মনটা ভালো সাংকোর। ফুর্তিবাজ স্বভাব। এই সাংকো পানযাকে ডেকে ডন কুইক্সোট বোঝালেন একজন বীর নাইটের পার্শ্বচরের ভূমিকা কী; কী তাকে করতে হয়, কেমন ভাবে চলতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষে যোগ করলেন:

'আমার মনে হয় এসব কাজ তুমি পারবে, সাংকো।'

'পারবো মানে? নিশ্চয়ই পারবো,' জবাব দিলো সাংকো। 'না পারার কী আছে?'

'তাহলে তুমি যাবে আমার সাথে?'

'যেতে পারি, সিনর কুইক্সাডা। কিন্তু—'

'উঁহু, কুইক্সাডা নই। আমি নাইট ডন কুইক্সোট। ডন কুইক্সোট অভ লা মানচা। কথাটা মনে রাখবে। এরপর আর কখনো আমাকে

কুইক্সাডা বলবে না। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, সিনোর।'

'এখন বলো, হবে তুমি আমার পার্শ্বচর?'

'হতে পারি। কিন্তু বিনিময়ে কী পাবো? বেতন কেমন দেবেন?'—

'বেতন!' সবিস্ময়ে বললেন ডন কুইক্সোট। নাইটরা পার্শ্বচরদের বেতন দেয় এমন কথা তো কোনো বইয়ে পড়িনি।'

'তাহলে কী করে যাবো? বেতন না পেলে খাবো কী?'

'আরে খাওয়ার চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। নাইটরা কখনো না খেয়ে থাকে না, তাদের পার্শ্বচররাও না।'

'আমার খাওয়া নাহয় হলো, আমার বউ বাচ্চা আছে না? তাদের খাওয়াবে কে?'

ভাবনায় পড়লেন আমাদের নাইট। একটু চিন্তা করে বললেন:

'শোনো, সাংকো, বেতন না পেলেও বউ বাচ্চার খাওয়া পরা তোমার ঠিকই চলবে। আপাতত কিছুদিন হয়তো একটু কষ্ট হবে, কিন্তু যখন তুমি ফিরে আসবে তখন তোমার কাছে থাকবে অনেক টাকা—নাইটরা লড়াইয়ে জিতলে প্রচুর উপঢৌকন পায়, তাছাড়া পরাজিত শত্রুর ধন সম্পদও সে পায়; এই সব ধন দৌলতের একটা ভাগ পায় পার্শ্বচর। কে জানে, কপাল ভালো হলে আমরা একটা দ্বীপ হয়তো দখল করে ফেলবো একদিন। তোমাকে তখন রাজা করবো আমি।'

এবার একটু আগ্রহ বোধ করলো সাংকো। বেতন হিশেবে হোক আর যে হিশেবেই হোক, টাকা পাওয়া দিয়ে কথা। আর সত্যি সত্যি যদি দ্বীপ দখল করা যায় আর রাজা হওয়া যায়, মন্দ

www.BanglaBook.org

হবে না ব্যাপারটা।

'আমি রাজি, সিনর নাইট ডন কুইক্সোট অভ লা মানচা,' বললো সাংকো পানযা।

'এত লম্বা সম্বোধনের কোনো প্রয়োজন নেই, বন্ধু সাংকো। তুমি আমাকে স্যার নাইট বা শুধু স্যার বোলো, তাহলেই হবে।'

'জি, আমি রাজি, স্যার, আপনার পার্শ্বচর হতে।'

'তাহলে তৈরি থেকো, কবে আমরা রওনা হবো সময় মতো তোমাকে জানাবো। আর শোনো, এসব কথা কারো কাছে বোলো না। তোমার স্ত্রীকেও না, বিপদের ভেতর যাচ্ছো শুনে হয়তো কান্নাকাটি শুরু করে দেবে।'

'জি, স্যার নাইট।'

পার্শ্বচর যোগাড় হয়ে যেতেই নতুন করে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন ডন কুইক্সোট। বর্মটা ঘষে মেজে চকচকে করলেন আবার ; শিরোস্ত্রাণটা মেরামত করলেন, নতুন একটা মুখাবরণ লাগালেন তাতে, নতুন একটা বর্শা বানালেন। নিজের প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পর সাংকোকে ডেকে জানিয়ে দিলেন রওনা হওয়ার দিন ক্ষণ। সেই সাথে বললেন কী কী জিনিস তাকে সঙ্গে নিতে হবে। একটা থলেয় কিছু কাপড় এক বাক্স মলম, আর কিছু টাকা শুধু বইতে হবে শুনে খুব খুশি হলো সাংকো। এই সামান্য কাজের জন্যে রাজা হওয়া—সত্যিই দিলটা বড় দরাজ স্যারের। সাংকো জানালো সময় মতো সব কিছু নিয়ে সে তৈরি থাকবে। শেষে বললো :

'আমার গাধাটাকে নিয়ে নেবো সঙ্গে—'

'গাধা!' ভুরু কুঁচকে উঠলো ডন কুইক্সোটের। 'গাধা! গাধার পিঠে নাইটের পার্শ্বচর এমন কথা তো কোনো বইয়ে পড়িনি।'

'তাহলে কী করবো? আমার তো ঘোড়া নেই। আর একটানা বেশিদূর হাঁটতেও পারি না। কোথায় কোথায় যাবেন আপনি কোনো ঠিক আছে?'

'তাই বলে গাধার পিঠে আমার পার্শ্বচর?'

'অসুবিধা কী? পায়ে হেঁটে যাওয়ার চেয়ে গাধায় চেপে যাওয়া ভালো না? তাছাড়া, স্যার, বললাম যে, বেশি হাঁটার অভ্যেস নেই আমার। হেঁটে যেতে হলে আমার বোধহয় যাওয়াই হবে না শেষ পর্যন্ত।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, নিও তুমি গাধা,' তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন ডন কুইক্সোট। মনে মনে বললেন, 'প্রথম সুযোগেই ওর জন্যে ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

সাংকো সবকিছু গোছগাছ করে নিলো। তারপর নির্ধারিত দিনে, নির্ধারিত সময়ে (সময়টা অবশ্যই শেষ রাত, যখন বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে) পার্শ্বচরকে সাথে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন ডন কুইক্সোট।

কয়েক ঘন্টা নিঃশব্দে পথ চললেন তাঁরা। দু'জনই নিজের নিজের চিন্তায় মগ্ন। অবশেষে যখন ভোরের আলো ফুটে উঠতে শুরু করলো ; সাংকো বললো :

'স্যার নাইট, আমাকে রাজা করবেন বলেছেন, ভুলে যাবেন না তো?'

www.BanglaBook.org

'কী বলছো তুমি, ভুলে যাবো!' জবাব দিলেন নাইট। 'শোনো, সাংকো, আগের দিনের নাইটরা দেশ বা দ্বীপ জয় করে তার শাসন-কর্তা নিয়োগ করতো পার্শ্বচরদের। সেই প্রথা আমি এ যুগেও রক্ষা করতে চাই—না, আমি তাদের ছাড়িয়ে যেতে চাই। আগের দিনের নাইটরা পার্শ্বচরদের কাউন্ট, খুব বেশি হলে মারকুইস খেতাব দিয়ে গদিতে বসাতো। আমি করবো রাজা। হ্যাঁ, পুরো-দস্তুর রাজা।'

'তাহলে, স্যার নাইট, আমি যদি রাজা হই আমার চাকজুয়ানা গুটিয়েরেষ নিশ্চয়ই রানী হবে, আর আমার ছেলে মেয়েরা রাজপুত্র রাজকন্যা?'

'তাতে কারো সন্দেহ আছে নাকি?'

'আমার আছে, স্যার। রাজা হিশেবে আমি ভালোই কাজ চালাতে পারবো। কিন্তু আমার এই গুটিয়েরেষ—মাথায় যদি একটু ঘিলু থাকতো, রানী হওয়ার দু'পয়সারও যোগ্যতা নেই ওর। খুব বেশি হলে কাউন্টেস হতে পারে।'

'এটা তুমি জোর করে বলতে পারো না। সব ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঈশ্বর কখন কাকে কি করবেন, কার মনে কী শক্তি দেবেন কেউ বলতে পারে? নিজেকে ছোট ভাবার কোনো দরকার নেই তোমার। লর্ড-লেফটেন্যান্ট-এর নিচে কোনো খেতাব তুমি পাবে না, এটা মনে রেখো। যাক, এখন আর এ নিয়ে কথা বলে কাজ নেই। খেতাব পাওয়ার বা দেয়ার সময় হলে দেখা যাবে।'

www.BanglaBook.org

পাঁচ

পুব আকাশে যখন সূর্য উঠছে ঠিক তখন দূরে সমতল ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ত্রিশ-চল্লিশটা উইণ্ডমিল নজরে পড়লো ডন কুই-ক্সোটের। উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। পার্শ্বচরের দিকে তাকিয়ে বললেন:

'যতটা আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক অনেক দ্রুত ভাগ্য আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে সাফল্যের পথে। বন্ধু সাংকো পানযা, দেখেছো ঐ যে?—কি বিরাট বিরাট দৈত্য? কমসে কম ত্রিশটা। ওদের সাথে লড়বো আমি। সব ক'টাকে শেষ করে ওদের ধন সম্পদ নিয়ে নেবো। এতে কোনো দোষ নেই, ওরা পৃথি-বীর শত্রু। ওদের ধ্বংস করতে পারলে ঈশ্বরের করুণা লাভ করবো আমরা।'

'কী বলছেন আপনি!' বিস্মিত কণ্ঠে বললো সাংকো। 'দৈত্য কোথায় দেখলেন?'

'ঐ যে, ওদিকে তাকাও। দেখছো কী রকম লম্বা লম্বা হাত? বইয়ে পড়েছি কোনো কোনোটার হাত নাকি দু'লীগের চেয়েও বড় হয়।'

'কি বলছেন আপনি, স্যার নাইট!' আবার বললো সাংকো। 'দৈত্য কোথায় দেখছেন? ওগুলো তো উইণ্ডমিল। যেগুলোকে আপনি হাত ভাবছেন সেগুলো পাখা। বাতাস লাগলে ঘোরে পাখাগুলো।'

'বন্ধু সাংকো,' ডন কুইক্সোট বললেন, 'বুঝতে পারছি রোমাঞ্চকর ঘটনা, অভিযান এসব সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা নেই তোমার। শোনো, ওগুলো দৈত্যই। তোমার যদি ভয় করে অন্য দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করো, আমি বদমাশগুলোকে শায়েস্তা করে আসছি।'

বলে এক মুহূর্তও দেরি করলেন না নাইট। ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন উইণ্ডমিলগুলোর দিকে।

'স্যার, স্যার নাইট, যাবেন না,' আকুল কণ্ঠে চিৎকার করলো সাংকো, 'আমি বলছি ওগুলো দৈত্য নয়, উইণ্ডমিল! ফিরে আসুন, স্যার!'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ডন কুইক্সোট আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ছুটছেন তো ছুটছেন। সেই সাথে চেঁচাচ্ছেন:

'দাঁড়া, বদমাশ, কাপুরুষের দল, একজন মাত্র নাইটের ভয়ে পালাস না!'

ঠিক এই সময় হালকা এক দমক বাতাস বয়ে গেল মাঠের ওপর দিয়ে। উইণ্ডমিলের বিরাট পাখাগুলো ঘুরতে শুরু করলো। দেখে আবার চিৎকার করে উঠলেন ডন কুইক্সোট:

'যতই হাত পা নেড়ে আস্ফালন করিস না কেন, বদমাশের দল, ডন কুইক্সোট অভ লা মানচাকে তোরা ভয় দেখাতে পারবি

না! মরতে তোদের হবেই!'

বলে মনে মনে হৃদয়েশ্বরী ডালসিনিয়ার নাম জপতে জপতে তিনি আক্রমণ করলেন সবচেয়ে কাছের উইণ্ডমিলটাকে। ঢাল দিয়ে বুক এবং মুখ আড়াল ক'রে সবেগে বর্শা হানলেন বিশাল পাখাগুলোর একটায়। অমনি ঘটে গেল যা ঘটার।

পাখাটা তখন ওপর দিকে উঠছে। বর্শাটা গেঁথে গেল তাতে। পাখার সঙ্গে বর্শাটাও উঠে যেতে লাগলো ওপর দিকে। সেই সাথে বর্শা ধরে থাকা নাইট। বর্শার প্রান্ত ধরে ঝুলে রইলেন তিনি অসহায়ভাবে। বেচারা রোজিন্যান্ট উল্টে পড়লো পরের পাখাটার আঘাতে। বর্শা বেঁধা পাখাটা পুরো পাক শেষ করে যখন আবার নিচে নামছে তখন ঝুপ করে মাটিতে পড়ে গেলেন ডন কুইক্সোট।

সাংকো পানযা ছুটে গেল প্রভুকে সাহায্য করতে।

'ওহ, স্যার, স্যার,' সাংকো বললো, 'তখনই বলেছিলাম, ওগুলো দৈত্য নয় উইণ্ডমিল। মাথার ভেতর উইণ্ডমিল পোরা না থাকলে কেউ উইণ্ডমিলকে দৈত্য বলে ভুল করে?'

'চুপ করো, সাংকো,' জবাব দিলেন নাইট, 'যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বোলো না। যুদ্ধের সময় প্রতি মুহূর্তেই ঘটনারাশি বিভিন্ন দিকে মোড় নেয়, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, আমি বুঝতে পেরেছি। জাদুকর ফ্রেস্টনই দৈত্যগুলোকে উইণ্ডমিল বানিয়ে দিয়েছে যাতে আমি বিজয়ীর মর্যাদা লাভ করতে না পারি। আমার পুরনো শত্রু বদমাশ জাদুকরটা। কিন্তু আমিও বলছি, সাংকো, দেখে নিও, আমি ওকে শেষ পর্যন্ত পরাজিত করবোই। আমার সাথে শত্রুতা করে টিঁকতে পারবে না ও।'

www.BanglaBook.org

'প্রার্থনা করি, ঈশ্বর আপনার মনের আশা পূরণ করুন,' প্রভুকে রোজিন্যান্ট-এর পিঠে চড়তে সাহায্য ক'রে সাংকো বললো।

আবার রওনা হলেন ওঁরা। নিরব ডন কুইক্সোট। বর্শা হারিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন। বর্শাহীন নাইট তো হাতহীন মানুষের মতো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আরেকটা বর্শা যোগাড় করতে হবে। কিন্তু কী করে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না। একাগ্রমনে বইয়ে পড়া কাহিনীগুলো স্মরণ করছেন। কিন্তু কোথাও এধরনের সমস্যার সমাধান দেখেছেন বলে মনে পড়ছে না। এক সময় তিনি বিশ্বস্ত পার্শ্বচরকে বললেন :

'এক বইয়ে পড়েছিলাম, স্প্যানিশ নাইট ডিয়েগো পেরেয দ্য ভারগাস একবার লড়াইয়ের সময় তাঁর তলোয়ার ভেঙে ফেলে-ছিলেন—আজ আমার বর্শাটা যেরকম ভাঙলো অনেকটা সেরকম। তখন তিনি কী করেছিলেন জানো?—পথের পাশের বিশাল এক ওক গাছ থেকে মোটা একটা ডাল ভেঙে নিয়ে তলোয়ারের অভাব পূরণ করেছিলেন। সেই ওকের ডাল দিয়ে যা সব দুঃসাহসিক কাজ করছিলেন তিনি, যদি জানতে! ভাবছি আমিও সামনে প্রথম যে ওক গাছটা দেখবো তা থেকে একটা ডাল ভেঙে নেবো। দেখো, আমিও কেমন দুঃসাহসিক কাজ করি ওটা দিয়ে।'

'ঈশ্বর চাইলে নিশ্চয়ই পারবেন,' বললো সাংকো। 'কিন্তু, স্যার, আপনি আর একটু সোজা হয়ে বসুন না। একদিকে কেমন বিশ্রী ভাবে বেঁকে আছেন। খুব ব্যথা করছে কোমরে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এ নিয়ে কোনো রকম উচ্চবাচ্য করা আমাদের—মানে নাইটদের নীতি বিরুদ্ধ। যত ব্যথাই পাক না কেন নাইটরা

কখনো আর্তনাদ বা উহ্ আহ্ করে না। আমারও করা চলবে না।'

'পার্শ্বচরদেরও এ নিয়ম মানতে হয় নাকি?'

'না, না, ওদের বেলায় তেমন বাধাধরা কোনো নিয়ম নেই।'

'যাক বাঁচলাম। আমি, স্যার, ব্যথা পেলেই—সে যত সামান্য হোক না কেন—চিৎকার না করে পারি না। একেবারে ছোটবেলা থেকে এই স্বভাব আমার। আপনিও যদি মাঝে মাঝে দু'একবার উহ্ আহ্ করেন আমার খারাপ লাগবে না শুনতে।'

পার্শ্বচরের সরলতা দেখে না হেসে পারলেন না ডন কুইক্সোট। বললেন : 'তোমার যখন ইচ্ছা চিৎকার, উহ্ আহ্ কোরো, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে বোলো না। বীরত্বের যে ব্রত আমি নিয়েছি তার পরিপন্থী হয়ে যাবে ব্যাপারটা।'

সারা দিনে আর কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনার মুখোমুখি হলেন না ডন কুইক্সোট। সূর্যাস্তের পরে যখন আঁধার নামতে শুরু করেছে চরাচরে, পথের পাশে একগুচ্ছ গাছের নিচে ঘোড়া থামা-লেন তিনি। রাতটা এখানেই কাটাবেন ঠিক করেছেন। সাংকো পানযা বললো :

'এবার কিছু খেয়ে নেয়া উচিত না, স্যার?'

'হ্যাঁ। তুমি খাও।'

'আপনি?'

'আমি খাবো না, আমার খিদে লাগেনি।'

প্রভুর খিদে নিয়ে আর মাথা ঘামালো না সাংকো। ওর নিজের পেট তখন চোঁ চোঁ করছে। থলে থেকে খাবার বের করে

www.BanglaBook.org

খেতে লাগলো সে। ডন কুইক্সোট নতুন একটা বর্শা বানাতে বসলেন। না, বিশাল ওক গাছের বিরাট ডাল দিয়ে নয়, সাধারণ একটা মরা গাছের শীর্ণ ডাল দিয়ে। ওক গাছের ডাল যে শুধু হাতে ভাঙা সম্ভব নয় তা একবার চেষ্টা করেই বুঝতে পেরেছেন ডন কুইক্সোটের মতো মানুষও।

পুরনো বর্শার ফলা নতুনটায় লাগিয়ে একটা গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে বসলেন তিনি। রাতে খেলেন না ঘুমালেনও না। কারণ বইয়ে পড়েছেন, নাইটরা রাত জেগে হৃদয়েশ্বরীর চিন্তা করে। তিনিও গভীর ভাবে মনোনিবেশ করলেন মানসসুন্দরী ডালসিনিয়া দেল টোবোসোর চিন্তায়। আর সাংকো পানযা, দু'জনের খাবার একা খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে শুয়ে পড়লো। শুতে না শুতেই ঘুম। সারা রাতে মুহূর্তের জন্যেও ভাঙলো না তা।

পরদিন পাখ-পাখালির কলতানে বনভূমি মুখর হয়ে উঠতেই সাংকো পানাযাকে জাগিয়ে দিলেন ডন কুইক্সোট। উঠে নাস্তা করে নিলো সাংকো। নাইট কিছু খেলেন না। এখনও হৃদয়েশ্বরীর ধ্যানে মগ্ন তিনি। সাংকোর খাওয়া শেষ হওয়ার পর এক মুহূর্ত দেরি না করে ঘোড়ায় চাপলেন নাইট এবং বেরিয়ে পড়লেন নতুন রোমাঞ্চের সন্ধানে।

বিকেল তিনটের দিকে ল্যাপিস গিরিপথের কাছে পৌঁছুলেন ওঁরা। দূর থেকে গিরিপথটা দেখেই ডন কুইক্সোট বললেন:

'ভাই সাংকো পানযা, এবার কিন্তু সাবধান। সামনে ভয়ঙ্কর জায়গা। ওখানে পৌঁছার পর কখন যে কী ঘটবে আগে থাকতে

www.BanglaBook.org

কিছুই বলা সম্ভব নয়। তবে একটা কথা বলে দেই, কোনো নাইটের সঙ্গে যদি আমার লড়াই বাঁধে, ভুলেও কিন্তু তুমি সাহায্য করতে এগোবে না। অবশ্য যদি সাধারণ চোর বদমাশের সাথে বাঁধে এগোতে পারো, যদি চাও তুমি একাও শায়েস্তা করতে পারো তাকে।'

'স্যার, আমি অক্ষরে অক্ষরে আপনার নির্দেশ পালন করবো,' জবাব দিলো সাংকো, 'অন্তত এই একটা ব্যাপারে। আমি, স্যার, স্বভাবগত ভাবে একটু শান্তিপ্রিয়। খামোকা ঝগড়া বিবাদে যাই না। লড়াই টড়াই যা করার আপনিই করবেন। তবে হ্যাঁ, আমার গায়ে যদি কেউ হাত তোলে তাকে আমি ছেড়ে দেবো না—সে নাইটই হোক আর যে-ই হোক।'

'ঠিক আছে।'

এগিয়ে চললেন ওঁরা। নাইট সামনে, পেছনে সাংকো। গিরিপথের মুখে প্রায় পৌঁছে গেছেন এই সময় একটা বাঁকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো অদ্ভুত এক মিছিল। মিছিলের পুরোভাগে আপাদমস্তক কালো কাপড় পরা দু'জন পুরোহিত। বিরাট দুটো খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে আছেন। ধুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মুখে কালো মুখাবরণ তাঁদের। দুই পুরোহিতের পেছনে তাঁদের দুই ভৃত্য। তাদের পেছন পেছন আসছে চারজন রক্ষীর পাহারায় দুই ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি। বিসকেয়ান এক মহিলা সেভিলে স্বামীর কাছে যাচ্ছে গাড়িতে করে। দুই পুরোহিতের সঙ্গে তার বা তার রক্ষীদের কোনো সম্পর্ক নেই। নিছক দৈব ক্রমে দু'দলের সাক্ষাৎ হয়ে গেছে পথে। রক্ষী ক'জন এ মুহূর্তে একটু পিছিয়ে পড়েছে। সামনে পুরো-

হিত দু'জন আর তাঁদের ভৃত্যরা থাকায় ওরা নিশ্চিন্ত মনে গল্প করতে করতে আসছে।

মিছিলটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে মন নেচে উঠলো আমাদের নাইটের। পার্শ্বচরকে বললেন :

'আমার চোখে যদি ধোঁকা না লেগে থাকে, তাহলে বলছি, সাংকো, ঐ যে খচ্চরের পিঠে পেট মোটা দু'জনকে দেখছো, ওরা জাদুকর। আর ঐ যে গাড়িটা—ওতে করে নিশ্চয়ই কোনো রাজ-কন্যাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এ অন্যায়ের প্রতিকার আমাকে করতে হবে।'

'উইণ্ডমিলের চেয়ে দুরবস্থা হবে এবার,' সাংকো বললো। 'ভালো করে দেখুন, স্যার, খচ্চরের পিঠে দু'জন পুরোহিত আর গাড়িটা নিশ্চয়ই কোনো ভদ্রলোক পথিকের—সঙ্গে আবার রক্ষী রয়েছে। স্যার, ওদের সাথে লাগতে যাবেন না, খামোকা বিপদ হবে।'

'তোমাকে তো আগেই বলেছি, সাংকো, যা জানো না তা নিয়ে কথা বলবে না। আমার কথা সত্যি কিনা এক্ষুনি টের পাবে।'

বলে একটু এগিয়ে রাস্তা জুড়ে দাঁড়ালেন ডন কুইক্সোট। পথিক দলটা কাছাকাছি হতেই তিনি হেড়ে গলায় চিৎকার করে উঠলেন :

'দানবীয় শয়তানের চেলারা! রাজকন্যাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছো জোর করে! এক্ষুণি ছেড়ে দাও, নয়তো প্রস্তুত হও মৃত্যুর জন্যে!'

দুই পুরোহিত খচ্চর থামিয়ে ফেললেন। ডন কুইক্সোটের চেহারা এবং কথা দুই-ই তাঁদের হতবাক করে দিয়েছে।

'স্যার নাইট,' দু'জনের ভেতর যিনি সাহসী অবশেষে কথা

ফুটলো তাঁর মুখে, 'আমরা দানবীয় নই, শয়তান বা তার চেলাও নই। আমরা নিরীহ পুরোহিত, আমাদের মঠের দিকে যাচ্ছি। যে রাজকন্যার কথা বললেন তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না আমরা।'

'মিথ্যেবাদী! নরম কথায় ভোলাবে আমাকে ভেবেছো?'

বলতে বলতে ঘোড়ার পেটে পায়ের খোঁচা দিলেন ডন কুই-ক্সোট। বাগিয়েধরলেন বর্শা। লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল রোজিন্যান্ট। পর মুহূর্তে নাইটের বর্শা ভয়ঙ্কর বেগে আঘাত হানলো প্রথম পুরো-হিতের দেহে। খচ্চরের পিঠ থেকে উল্টে পড়ে গেলেন পুরোহিত। অন্য পুরোহিত সঙ্গীর দুর্দশা দেখে সবেগে খোঁচা দিলেন নিজের খচ্চরের পেটে। চোখের পলকে পথ থেকে মাঠে নেমে ছুটলো খচ্চর-টা। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল দূরে গাছ পালার আড়ালে।

ডন কুইক্সোট এবার এগিয়ে গেলেন বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে। বেশ একটা আত্মপ্রসাদের ভাব তাঁর মনে। জাদুকরগুলো-কে ভালো একটা শিক্ষা দেয়া গেছে এত দিনে।

নাইটকে গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে দেখেই সাংকো গাধা থেকে নেমে চলে এলো ভূপাতিত পুরোহিতের কাছে। পোশাকের ভেতর হাত চালিয়ে তাঁর টাকার থলেটা বের করে নিয়ে রওনা হলো আবার গাধার দিকে। কিন্তু কপাল মন্দ তার, বেশি দূর যাওয়ার সুযোগ পেলো না। পুরোহিতদের ভৃত্য দু'জন দাঁড়িয়ে ছিলো এতক্ষণ। নাইটকে গাড়ির কাছে যেতে দেখেই ছুটে এসে ধরলো সাংকোকে।

'কী, মিঞা, টাকার থলেটা নিয়ে যাচ্ছো কোথায়?' একজন জিজ্ঞেস করলো।

সাংকো ঢোক গিলে আমতা আমতা করতে লাগলো। বেশি-

www.BanglaBook.org

ক্ষণ আমতা আমতা করার সুযোগ ওকে দিলো না দুই ভৃত্য, টাকার থলেটা কেড়ে নিয়ে আচমকা শুরু করলো কিল, চড় ঘুসি। দেখতে দেখতে মাটিতে শুয়ে পড়লো সাংকো। ভৃত্য দু'জন তখন দ্রুত মাটিতে পড়ে থাকা পুরোহিতকে খচ্চরের পিঠে তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল অন্য পুরোহিত যেদিকে পালিয়েছেন সেদিকে।

এদিকে ডন কুইক্সোট গাড়ির পাশে এসে তার একমাত্র আরোহিণীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এই বলে :

'লাবণ্যময়ী নারী, আর কোনো ভয় নেই আপনার। যে দুর্বৃত্তরা আপনাকে অপহরণ করেছিলো তারা এখন ধূলিশয্যায়। আমার এই সতেজ বাহু তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। নিশ্চয়ই ভাবছেন কে আমি? আমি নাইট ডন কুইক্সোট অভ লা মানচা। অপরূপা ডালসিনিয়া দেল টোবোসোর দাস। আপনাকে যে উদ্ধার করেছি, বিনিময়ে কিছুই চাই না আমি। শুধু এল টোবোসোতে গিয়ে আমার নাম করে আমার হৃদয়েশ্বরীকে বলবেন আমি কী করেছি আপনাকে উদ্ধার করতে গিয়ে।'

মহিলাকে কখনোই অপহরণ করা হয়নি, সুতরাং তার মুক্তি পাওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। ডন কুইক্সোটের আড়ম্বরপূর্ণ প্রলাপ শুনে ভীষণ বিরক্ত হলো সে। কী বলবে ভেবে পেলো না। ইতিমধ্যে তার রক্ষীরা পৌঁছে গেছে গাড়ির কাছে। তারা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কী, গাড়ি দাঁড়িয়ে কেন? কোচোয়ান দু'এক কথায় জানিয়ে দিলো পুরো ঘটনা।

রক্ষীদের ভেতর একজন ছিলো বিসকেয়ান। খুব বদমেজাজী। যখন শুনলো গাড়ি আর এগোবে না, বরং ফিরে যেতে হবে এল

www.BanglaBook.org

টোবোসোয়, ভয়ানক রেগে গেল সে। ডন কুইক্সোটের সামনে এসে বললো :

'স্যার, নাইট, ঝামেলা না চাইলে কেটে পড়ুন এক্ষুণি। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের নামে বলছি, এই মুহূর্তে যদি গাড়ির কাছ থেকে সরে না আসেন, আমি যদি বিসকোয়ান হই, আমি আপনাকে খুন করবো।'

ডন কুইক্সোট ঘাবড়ালেন না একটুও। শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন :

'তুমি যদি নাইট হতে—নিদেনপক্ষে ভদ্রলোক, এই বেয়াদবীর শাস্তি তোমাকে দিতাম—'

'আমি ভদ্রলোক নই?' চিৎকার করলো বিসকোয়ান, 'দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি কে ভদ্রলোক। সাহস থাকে তো বর্শা ফেলে তলোয়ার বের করো, দেখ কত তাড়াতাড়ি তোমাকে দিয়ে বিড়ালের কাছে পানি পাঠাই *।'

'হ্যাঁ আমিও তা-ই বলছি, শিগগিরই দেখবে, বদমাশ আমাদিস অভ গল।'

চিৎকার করে উঠে বর্শা ফেলে দিয়ে ঢাল বাগিয়ে তলোয়ার বের করলেন ডন কুইক্সোট। তেড়ে গেলেন রক্ষীর দিকে। রক্ষী পড়লো বিপদে। সত্যি সত্যিই লোকটা আক্রমণ করে বসবে সে ভাবেনি। তাড়াতাড়ি সে মনিবানীর গাড়ি থেকে একটা গদি খুলে নিয়ে ঢালের মতো উঁচু করে ধরলো। হাতে চলে এসেছে তলোয়ার।

ডন কুইক্সোট ছুটে এসে সর্বশক্তিতে আঘাত করলেন রক্ষীটাকে। রক্ষী প্রস্তুত ছিলো। সামান্য সরে গেল সে ঘোড়া নিয়ে।

* বিড়ালের কাছে পানি পাঠানো : স্প্যানিশ প্রবাদ। যার অর্থ কঠিন কোনো কাজ সমাধা করা।

এবং পাল্টা আঘাত হানলো নাইটকে। রক্ষী সরে যাওয়ায় ফস্কে গেল ডন কুইক্সোটের আঘাত। কিন্তু রক্ষীরটা ফস্কালো না। ঢালের ওপর দিয়ে গিয়ে তার তলোয়ার ভয়ানক জোরে লাগলো শত্রুর কাঁধে। ব্যথায় চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো ডন কুইক্সোটের। তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন তিনি :

'ও ডালসিনিয়া, আমার আত্মার দেবী, হৃদয়ের ফুল! তোমার নাইটকে শক্তি দাও, সাহায্য করো! যেন এই বদমাশকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে সে!'

বলতে বলতে ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে তলোয়ার উঁচিয়ে ঢাল বাগিয়ে আবার ছুটলেন নাইট বিসকেয়ান রক্ষীর দিকে। ইচ্ছা এক আঘাতেই ফয়সালা করে ফেলবেন যুদ্ধের। কিন্তু অত সহজ হলো না ব্যাপারটা। ডন কুইক্সোটকে আসতে দেখে রক্ষীও তৈরি হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। অন্য রক্ষীরা এবং গাড়িতে বসা মহিলা রুদ্ধশ্বাসে দেখছে আর ভাবছে, ভালোয় ভালোয় এই মুসিবত থেকে মুক্তি পেলে বাঁচা যায়। তার দাসীরা বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে।

ডন কুইক্সোট তলোয়ার উঁচিয়ে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু প্রথম আঘাত হানলো বিসকেয়ানই। এমন প্রচণ্ড সে আঘাত যে তা গায়ে লাগলে নিঃসন্দেহে নাইট জীবনের ইতি হতো আমাদের অভিযাত্রীর। কপাল ভালো তাঁর, শেষ মুহূর্তে কি কারণে জানি না, হাতের ভেতর তরবারি ঘুরে গেল বিসকেয়ানের। যেখানে লাগাতে চেয়েছিলো সেখানে লাগলো না আঘাতটা। তা সত্ত্বেও নাইটের শিরোস্ত্রাণের একটা বড় অংশ আর একটা কানের প্রায় অর্ধেকটা কেটে বেরিয়ে গেল তার তলোয়ার। নিজে তাল সামলানোর জন্যে ঝুঁকে পড়লো

ঘোড়ার পিঠে।

এই সুযোগটা নিলেন ডন কুইক্সোট। শিরোস্ত্রাণ, কান কোনো কিছুর দিকে মনোযোগ না দিয়ে রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। শক্ত করে ধরলেন তলোয়ার। তারপর সর্বশক্তিতে নামিয়ে আনলেন বিসকেয়ান রক্ষীর গদি এবং মাথার ওপর। ভাগ্যিস নাইটের তলোয়ারে ধার ছিলো না আর আঘাতটা লাগলো গদির ওপর দিয়ে, তা না হলে প্রাণে বাঁচা শক্ত হয়ে দাঁড়াতো লোকটার জন্যে। প্রাণে না মরলেও নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো তার। ঘোড়া থেকে পড়ে গেল।

দ্রুত রোজিন্যান্ট-এর পিঠ থেকে নেমে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ডন কুইক্সোট। গাড়িতে বসা রমণীর দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে তলোয়ারটা ঠেকালেন রক্ষীর কপালে। গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'হার স্বীকার করছো?—নাকি ধড় থেকে নামিয়ে দেবো কল্লাটা?'

এমন হতভম্ব হয়ে গেছে বিসকেয়ান রক্ষী যে তার গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরোলো না। এদিকে ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে নাইটের। তলোয়ার উঁচু করে রক্ষীর গলায় কোপ দেয়ার ভঙ্গি করলেন তিনি। নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ এক চিৎকার শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। গাড়ির মহিলা ছুটতে ছুটতে আসছে তাঁর দিকে। কাছে এসে হাত জোড় করে মিনতি করলো সে :

'আমার বেয়াদব ভৃত্যটাকে এবারের মতো মাফ করে দিন, স্যার নাইট। ওর হয়ে আমি জানাচ্ছি, ও হার স্বীকার করেছে। আপনি যা বলবেন তা-ই ও শুনবে।'

www.BanglaBook.org

প্রকৃত নাইট কখনো নারীর—এমন কি নারীর কথারও অমর্যাদা করে না, জানেন ডন কুইক্সোট। তলোয়ার খাপে পুরে গম্ভীর কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন :

'ঠিক আছে, লাবণ্যময়ী, আপনার সম্মানে এবারের মতো ছেড়ে দিচ্ছি ওকে। তবে একটা শর্তে, ওকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, সুস্থ হয়েই এল টোবোসোতে গিয়ে অপরূপা ডালসিনিয়ার সাথে দেখা করে বলবে, ওকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে আমার হৃদয়েশ্বরী।'

কথা দিলো মহিলা; সে নিজে তার ভৃত্যকে পাঠাবে ডালসিনিয়া দেল টোবোসোর কাছে।

'ঠিক আছে, তাহলে আর ওকে আমি কিছু বলবো না।'

সাংকো এতক্ষণ নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখছিলো ডন কুইক্সোটের লড়াই। মনে মনে প্রার্থনা করছিলো, যেন ঈশ্বর জয়ী করেন তার প্রভুকে। শুধু এই লড়াই নয় সামনে যত লড়াই হবে সবগুলোয় যেন জয়ী করেন, যেন একটা দ্বীপ—অন্তত একটা দখল করতে পারেন প্রভু।

লড়াই শেষ দেখে এবার সে এগিয়ে এলো। ডন কুইক্সোটকে ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করলো। তারপর তাঁর হাতে গভীর আবেগে চুমু খেয়ে বললো :

'প্রভু ডন কুইক্সোট, এবার নিশ্চয়ই সেই দ্বীপটা আমাকে দেবেন।'

'বোকা!' জবাব দিলেন নাইট। 'এ তো পথের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে কি দ্বীপ দখল হয়? দ্বীপ যখন দখল করবো তখন বলতে হবে না,

আমি নিজেই তোমাকে দেবো।'

ধন্যবাদ জানিয়ে আরেকবার প্রভুর হাতে চুমু খেয়ে গাধায় চাপলো সাংকো। গাড়ি, তার আরোহিণী, ভূপাতিত রক্ষী—কারো দিকে না তাকিয়ে রোজিন্যান্ট-এর পেটে খোঁচা দিলেন ডন কুইক্সোট।

চলতে শুরু করলো ঘোড়া। অনুসরণ করলো সাংকো পানযা।

www.BanglaBook.org

পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত-১৮৯৭ খুলনা

ছয়

কিছুদূর যাওয়ার পর মৃদু একটা আর্তনাদের মতো আওয়াজ বেরোলো ডন কুইক্সোটের গলা দিয়ে।

'কী হলো, প্রভু, স্যার নাইট?' উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলো সাংকো।

'তেমন কিছু না, ভাই সাংকো,' জবাব দিলেন নাইট, 'কানে ব্যথা করছে সামান্য। এবার একটা দুর্গের খোঁজ করতে হয়। কানে লাগানোর মতো ওষুধ পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই ওখানে। তাছাড়া আশ্রয়, খাবার—'

'খাবার, স্যার, আমার কাছে আছে,' কথাটা লুফে নিয়ে বললো সাংকো। 'অবশ্য খুব শাদামাটা—কয়েকটা পেঁয়াজ, এক টুকরো পনির আর কয়েক টুকরো শুকনো রুটি। ভাবছি এতে কি আপনার মতো দুর্ধর্ষ নাইটের খাওয়া হবে?'

'বন্ধু সাংকো, আবার তুমি প্রমাণ করলে, নাইট এবং তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কত কম জানো তুমি! নাইটদের যত ইতিহাস আমি পড়েছি, কোথাও দেখিনি দুর্গে বা প্রাসাদে ভোজ ছাড়া অন্য কিছু তারা খাচ্ছে। তার মানে কী? ওরা সব সময় ভোজই

www.BanglaBook.org

খায়? না, মোটেই তা না। যখন বনে জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় তখন কে তাদের ভোজ খাওয়াবে? সে সময় ওরা নিশ্চয়ই সাধারণ ফল মূল, গাছ গাছড়া খেয়ে থাকে। সেই তুলনায় তুমি যে খাবারের কথা বললে সে তো প্রায় ভোজের সমানই।'

'স্যার, আমি অশিক্ষিত চাষী। কপালগুণে আপনার মতো বীর নাইটের পার্শ্বচর হতে পেরেছি। আমি কী করে জানবো নাইটদের নিয়মকানুন, এখন জেনে নিলাম। এর পর থেকে আমি থলেতে সব সময় গাছ গাছড়া, ফল মূল রাখবো আপনার জন্যে। কাঁচা না পাওয়া গেলে শুকনো গুলোই রাখবো। আর আমার জন্যে নেবো ডিম বা—'

'না, না, সাংকো,' তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন ডন কুইক্সোট, 'ফলমূল খায় বললাম বলে ভেবো না খালি ফল মূলই খায়। আমি যেটা তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছিলাম তা হলো, যখন যা পাওয়া যায় তা-ই খেতে পারে নাইটরা। না পাওয়া গেলে না খেয়েও থাকতে পারে।'

'তার মানে, স্যার, শুকনো রুটি আর পনিরে আপনার অসুবিধা হবে না?'

'কী যে বলো, সাংকো—উহ্, আমার কান!'

'খুব বেশি ব্যথা, স্যার?'

'হ্যাঁ, তা একটু—'

'তাহলে, স্যার ঐ গাছের নিচে বসে একটু জিরিয়ে নেই? জিরোতে জিরোতে খেয়ে নেয়া যাবে। আর আপনার কানে একটু মলম লাগিয়ে দিতে পারবো।'

রাজি হলেন নাইট।

দু'জন বসলেন গাছের নিচে। সাংকো তার থলে থেকে মলম বের করে লাগিয়ে দিলো প্রভুর কানে। তারপর ভাগাভাগি করে খেয়ে নিলো সামান্য খাবারটুকু।

খাওয়া শেষ করে চামড়ার থলে থেকে এক চুমুক করে মদ খেয়ে আবার পথে নামলেন দু'জন। সন্ধ্যা হতে খুব একটা বাকি নেই তখন। দু'জনই তৃষিত নয়নে চার দিকে তাকাচ্ছেন, কোনো গ্রাম (ডন কুইক্সোট ভাবছেন বড় শহর বা দুর্গ) যদি দেখা যায়। দেখা গেল, তবে তা কোনো গ্রাম নয়, দুর্গ বা শহর তো নয়ই—ছাগল চরানো রাখালদের কয়েকটা কুটির। হতাশ হলো সাংকো, গ্রামে পৌঁছাতে পারলে রাতে ঘুমানোর জন্যে আর কিছু না হোক খড়ের বিছানা অন্তত পাওয়া যেতো। ডন কুইক্সোটের অবশ্য তেমন কোনো অনুভূতি হলো না, তিনি বরং একটু খুশি হলেন। কষ্ট স্বীকারই তো নাইটের ধর্ম।

কুটিরগুলোর কাছাকাছি হতেই মাংস রান্নার দারুণ উপাদেয় গন্ধ এসে লাগলো দুই অভিযাত্রীর নাকে। খাবার ব্যাপারে এমন যে নিস্পৃহ ডন কুইক্সোট তাঁরও জিভে পানি এসে গেল। যেখানে রান্না হচ্ছে সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হলেন দু'জন। ডন কুইক্সোট কিছু বলার আগেই সাংকো বলে উঠলো :

'আমরা পথিক, রাতের মতো আশ্রয় চাই তোমাদের কুটিরে।'

আর কিছু বললো না সে। কারণ, জানে, আশ্রয় পাওয়া গেলে ঐ জিভে জল আনা খাবারের ভাগও পাওয়া যাবে।

ছাগল পালকরা খুশি মনেই রাজি হলো আশ্রয় দিতে।

কিছুক্ষণ পর যখন রান্না শেষ হলো দুই মুসাফিরকে খেতে

www.BanglaBook.org

ডাকলো ওরা। কোনো রকম ইতস্তত না করে বসে গেলেন নাইট। সাংকো রোজিন্যান্ট এবং ড্যাপ্‌ল(সাংকো পানযার গাধার নাম)কে মোটামুটি নিরাপদ একটা জায়গায় বেঁধে রেখে এসে বসলো।

তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন ওঁরা। সাংকোর তো বটেই ডন কুইক্সোটেরও মনে হলো, বহুদিন এমন ভালো রান্না খাননি। খাওয়ার পর ছোট ছোট শিঙের পেয়ালায় মদ পরিবেশন করা হলো। মদটাও খুব ভালো। প্রাণ ভরে পান করলো সাংকো। ডন কুইক্সোট অবশ্য পরিমাণ মতোই পান করলেন। মাতাল হওয়ার ইচ্ছে তাঁর নেই। আহার পান শেষ হওয়ার পর মিষ্টি গলায় গান ধরলো এক ছাগল-পালক। অদ্ভুত সুন্দর তার চেহারা, গলাটাও তেমনি। খুব ভালো লাগলো ওর গান ডন কুইক্সোটের। একটা শেষ হতেই আরেক-টা গাইতে অনুরোধ করলেন তিনি। ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগলো না সাংকোর। গান শোনার চেয়ে এখন ও ঘুমাতেই বেশি আগ্রহী। সারা দিন কম ধকল যায়নি

'স্যার,' ও বললো, 'বেচারাদের কথা একবার ভাবুন। সারা দিন হাড় ভাঙা খাটুনি খেটেছে, এখন যদি রাতটা গান শুনে কাটায়, কাল কাজ করবে কী করে?'

'ঠিকই বলেছো, সাংকো,' জবাব দিলেন নাইট। 'যাও তুমি শুয়ে পড়ো যেখানে খুশি। আমি ঘুমাবো না। আমার পেশার লোকরা ঘুমানোর চেয়ে জেগে থাকাটাই বেশি ভালো মনে করে। যাওয়ার আগে আমার এই কানটায় আরেকবার ওষুধ লাগিয়ে দেবে নাকি? ভীষণ জ্বালা করছে।'

ডন কুইক্সোটের কথা কানে যেতেই এক রাখাল এগিয়ে এলো।

'কই দেখি, কেমন ক্ষত,' বললো সে।

'তেমন কিছু না,' বিব্রত কণ্ঠে বললেন নাইট।

'তবু দেখি।'

অগত্যা কানটা এগিয়ে দিলেন ডন কুইক্সোট। এক পলক দেখেই রাখাল বললো :

'ও কিছু না। আমি একটা ওষুধ জানি, লাগালে শিগগিরই ভালো হয়ে যাবে। আপনি একটু বসুন, স্যার নাইট, আমি আসছি।'

চলে গেল লোকটা। কিছুক্ষণের ভেতর ফিরলো কয়েকটা রোজমেরির পাতা নিয়ে। পাতাগুলো বেটে তার সঙ্গে সামান্য লবণ মিশিয়ে সে লাগিয়ে দিলো ক্ষতস্থানে। এক টুকরো কাপড় দিয়ে বেঁধে দিতে দিতে বললো :

'ব্যস, আর কিছু লাগবে না। দু'দিনেই দেখবেন ভালো হয়ে গেছে।'

পর দিন সকালে রওনা হয়ে গেলেন ডন কুইক্সোট আর তাঁর পার্শ্বচর নতুন রোমাঞ্চের সন্ধানে।

একটু পরেই এক বনের ভেতর ঢুকলেন ওরা। ইতিমধ্যে সূর্য তার প্রচণ্ড তেজ নিয়ে মাথার ওপর উঠে আসতে শুরু করেছে। গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা পেট মোটা সাংকোর। রোজিন্যান্ট আর ড্যাপ্‌ল-এরও। একটানা এত দীর্ঘ পথ ভ্রমণের অভ্যাস নেই তিনজনের কারো। ডন কুইক্সোটেরও নেই। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না তাঁর। নাইট হওয়া মানেই অবর্ণনীয় দুর্ভোগ মাথা পেতে নেয়া, তিনি জানেন। এও জানেন যখন বিজয় মালা গলায় পরিয়ে দেয়া

www.BanglaBook.org

হবে, তখন কোনো দুর্ভোগই আর দুর্ভোগ মনে হবে না। তাই কোনো কষ্টকেই তিনি গ্রাহ্য করতে রাজি নন।

প্রায় দু'ঘণ্টা বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে একটা ফাঁকা সমতল জায়গায় পৌঁছুলেন ওঁরা। তরতাজা সবুজ ঘাসে ছাওয়া জায়গাটা। এক ধার দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট একটা ঝরনা, তার স্বচ্ছ শীতল ধারা হাতছানি দিয়ে ডাকলো যেন আমাদের অভিযাত্রীদের। ডন কুইক্সোটের মতো মানুষ পর্যন্ত সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলেন না। ঘোড়া থেকে নেমে বসলেন তিনি ঝরনার ধারে। সাংকোও নামলো গাধা থেকে। প্রভুর পাশে গিয়ে বসলো। থলে হাতড়ে সামান্য যা খাবার পেলো বের করে খানিকটা নাইটকে দিয়ে বাকিটা নিজে নিয়ে খেতে লাগলো। রোজিন্যান্ট আর ড্যাপ্‌ল চরে বেড়াতে লাগলো সবুজ ঘাসে ছাওয়া জমিতে।

দুর্ভাগ্যের সূচনা হলো এই সময়।

সাংকো এই ক'দিনেই বুঝে ফেলেছে রোজিন্যান্ট-এর মতো শান্ত আর নিরীহ ঘোড়া হয় না, আর নিজের ড্যাপ্‌লকে তো চেনেই, ওর মত ভদ্র প্রাণী পৃথিবীতে খুব কমই আছে। সুতরাং দুটোর একটাকেও বেঁধে রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি সে। এখানেই মারাত্মক ভুলটা করেছে সাংকো। পরিণতি কি ভয়ঙ্কর হবে জানলে নিশ্চয় এমন ভুল সে করতো না।

প্রভু ভৃত্যের খাওয়া যখন মাঝ পর্যায়ে তখন একদল লোক—সংখ্যায় কমপক্ষে বিশজন—একপাল ঘোড়া চরাতে নিয়ে এলো সেই জায়গায়। বনের ভেতর ছোট্ট এই জায়গাটায় নিয়মিত ঘোড়া চরায় ওরা, ঝরনা থেকে পানি খাওয়ায়। আজ অপরিচিত একটা

ঘোড়া আর গাধা দেখে ভুরু কুঁচকে উঠলো ওদের। অনধিকার প্রবেশ মনে করলো—যদিও তেমন ভাবার কোনো কারণ নেই, জমিটার মালিক ওরা নয়। আর বোধহয় সে কারণেই ভুরু কুঁচকালেও তক্ষুণি কিছু বললো না ওরা। রোজকার মতো ঘাস খাওয়াতে লাগলো ঘোড়াদের।

এদিকে এক সঙ্গে এতগুলো জাত ভাইকে দেখে আর স্থির থাকতে পারলো না রোজিন্যান্ট। মনের আনন্দে লাফিয়ে উঠে ছুটে গেল তাদের দিকে। রোজিন্যান্ট-এর খুশি বিন্দুমাত্রও সংক্রামিত হলো না অন্য ঘোড়াগুলোর মনে। তারা এই অদ্ভুত দর্শন স্বগোত্রিয়ের সাথে বন্ধুত্ব করার চেয়ে পেট পুজা করতেই বেশি আগ্রহী। তাই রোজিন্যান্টকে তারা অভ্যর্থনা জানালো খুর ছুঁড়ে, দাঁত খিঁচিয়ে। ওদের এই অশোভন আচরণে মর্মাহত হয়ে রোজিন্যান্ট করুণ স্বরে ডাক ছেড়ে এমন এক বিকট লাফ দিলো যে ভয়ে প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড় হলো সব ক'টা ঘোড়ার। বিশৃঙ্খল হয়ে ছুটাছুটি শুরু করলো তারা।

এবার আর সহ্য করতে পারলো না সহিস ক'জন। একে অনধিকার প্রবেশ তায় আবার এমন আচরণ। একজোট হয়ে সবাই মিলে আক্রমণ করলো রোজিন্যান্টকে। কয়েক জন লাগাম, জিনের ফিতে, লেজ ইত্যাদি ধরে রইলো শক্ত করে, বাকিরা এলোপাথাড়ি পেটাতে লাগলো। কয়েক মিনিটের ভেতর মাটিতে শুইয়ে ফেললো তারা রোজিন্যান্টকে।

রোজিন্যান্ট-এর করুণ আর্তনাদ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিলেন ডন কুইক্সোট এবং সাংকো। পেটানো শুরু হতেই উঠে

www.BanglaBook.org

দাঁড়ালেন।

'আমার রোজিন্যান্ট-এর গায়ে হাতে দিয়েছে!' রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন নাইট। 'সাংকো, দেখতে পাচ্ছি ওরা নাইট নয়, নাইট হলে এমন ঘৃণ্য আচরণ করতে পারতো না। চলো, প্রতিশোধ নিতে হবে আমাদের। তুমি সাহায্য করবে আমাকে।'

'প্রতিশোধ তো নেবো,' আমতা আমতা করে বললো সাংকো, 'কিন্তু কী প্রতিশোধ? ওরা বিশ জন, আমরা মাত্র দু'জন।'

'বিশ জন দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সাংকো, আমি একাই ওদের একশো জনের সমান!'

বলতে বলতে ডন কুইক্সোট তলোয়ার বের করে ছুটলেন প্রতিশোধ নিতে। প্রভুর মারমুখী ভঙ্গি দেখে উত্তেজিত হয়ে সাংকোও ছুটলো তাঁর পেছন পেছন।

ডন কুইক্সোটের ভয়ঙ্কর আঘাতে লুটিয়ে পড়লো শত্রুদের একজন। এতে ওরা ভয় তো পেলোই না বরং আরো খেপে গেল। মাত্র দু'জন ওদের এত জনের সাথে লাগতে এসেছে! সাহস তো কম না! রোজিন্যান্টকে ছেড়ে এক সঙ্গে চড়াও হলো সবাই নাইট ও তাঁর পার্শ্বচরের ওপর। এবং রোজিন্যান্টকে শোয়াতে যত সময় নিয়েছিলো তার চেয়ে অনেক অনেক কম সময়ে কাবু করে ফেললো দু'জনকে। সত্যি কথা বলতে কি দুটো করে ঘা-ই যথেষ্ট হলো দু'জনকে শুইয়ে ফেলতে। মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরও ওঁদের রেহাই দিলো না লোকগুলো, উল্টোপাল্টা কিল চড় লাথি চালিয়ে গেল।

হঠাৎ একজন খেয়াল করলো নড়ছে না দুই শত্রুর একজনও।

মরেই গেল কিনা কে জানে। তাড়াতাড়ি সে থামালো সঙ্গীদের। ফিস ফিস করে বললো :

'চল পালাই, কেউ দেখে ফেললে নির্ঘাৎ আমাদের নিয়ে ঝুলিয়ে দেবে!'

এর পর কয়েক সেকেণ্ড মাত্র লাগলো ওদের ঘোড়াগুলোকে এক জায়গায় ক'রে চম্পট দিতে। দুই আহত যোদ্ধা পড়ে রইলেন আহত রোজিন্যাণ্ট-এর পাশে।

বেশ কিছুক্ষণ নির্জীবের মতো পড়ে রইলেন দু'জন। অবশেষে সাংকো পানযার মনে হলো, চেষ্টা করলে কথা বলতে পারবে বোধ-হয় সে। চেষ্টা করলো সাংকো।

'ওহ্! স্যার! স্যার নাইট ডন কুইক্সোট,' অস্পষ্ট গোঙানির মতো আওয়াজ বেরোলো তার গলা দিয়ে।

'কী হয়েছে, ভাই সাংকো?' একই কণ্ঠে জবাব দিলেন নাইট।

'স্যার, ক'দিন লাগবে মনে করেন আমাদের নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর মতো সুস্থ হতে?'

'এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলতে পারছি না, সাংকো। তবে একটা কথা স্বীকার করছি, সব দোষ আমার। ওরা নাইট নয় জেনেও ওদের আক্রমণ করা উচিত হয়নি—অন্তত আমার। শুধু যদি তুমি করতে আমার মনে হয় না কোনো অসুবিধা হতো। যাকগে, ভুল করেছি, তার শাস্তিও পেয়েছি হাতে হাতে। এখন থেকে সাবধান থাকবো, আর কখনো যেন এমন ভুল না হয়। ভবিষ্যতে আবার যদি কখনো এ ধরনের নিচু শ্রেণীর লোকের মোকাবেলা করতে হয়, তুমি করবে। বুঝলে, সাংকো? মনের সাধ মিটিয়ে

ওদের শায়েস্তা করবে।'

সাংকো পানযা মোটেই পুলকিত হলো না প্রভুর পরামর্শে।

'আমি, স্যার, শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষ,' সে জবাব দিলো, 'আমি এসব শায়েস্তা করাকরির ভেতর নেই। একান্ত নিরুপায় না হলে আমি কারো সাথে ঝগড়া বিবাদ করি না। বুঝতেই পারছেন, স্যার, আমার বউ ছেলে মেয়েদের প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব পালন করার আগেই পৈতৃক প্রাণটা খোয়াতে চাই না। স্যার, একটা কথা বলে রাখছি, ভবিষ্যতে আর কখনো আমি কারো সাথে লাগতে যাবো না—সে চাষীই হোক, দুর্বৃত্তই হোক আর নাইটই হোক। আমাকে যে যত খুশি অপমান করুক, ঈশ্বরের নামে সব আমি ক্ষমা করে দেবো।'

'একটু যদি ভালোভাবে কথা বলতে পারতাম,' বললেন ডন কুইক্সোট, 'বুকের এখানে ব্যথাটা যদি না থাকতো তোমাকে—তো-মাকে বোঝানোর চেষ্টা করতাম, কী ভুলটা তুমি করছো। এখনই যদি এই দশা হয় তো দ্বীপ দখল করে যখন তোমাকে শাসনকর্তা করবো তখন কী করবে? সব তো তুমি মাটি করবে।'

একথা শুনেও সাংকোর হত হয়ে যাওয়া উদ্যম এক বিন্দু চাঙ্গা হলো না। বর্তমানের ব্যথাই মুখ্য, ভবিষ্যতে কী হবে না হবে তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাতে চায় না সে। তাই প্রসঙ্গ পাল্টে বললো :

'স্যার, একটু চেষ্টা করে দেখবেন, উঠতে পারেন কিনা? রোজি-ন্যাণ্টকে তাহলে হয়তো সাহায্য করতে পারতাম দু'জনে মিলে। যদিও তা আমাদের করা উচিত নয়। ঐ বদমাশটার জন্যেই সব-ক'জনের এই দুরবস্থা। কেন যে ওকে এমন শান্ত শিষ্ট ভেবে নিয়ে-

www.BanglaBook.org

ছিলাম !'

'ভাগ্য সব সময় সবার সমান থাকে না,' বললেন নাইট। 'এর পর যখন জয়ী হবো এই পরাজয়ের কালিমা আপনিই মুছে যাবে আমাদের মুখ থেকে।'

বলতে বলতে অনেক কষ্টে উঠে বসলেন তিনি। আবার বললেন:

'রোজিন্যান্ট বোধহয় এখন আর সওয়ার নিতে পারবে না। তোমার ড্যাপ্‌ল-এর পিঠেই চড়তে হবে আমাকে। পারবে তো ও আমাকে নিয়ে পথ চলতে?'

এখনও পড়ে আছে সাংকো। মাঝে মাঝে উহ্‌ আহ্‌ করছে, কাৎরাচ্ছে।

'তা বোধহয় পারবে, স্যার,' জবাব দিলো সে।

'তাহলে কষ্ট করে একটু উঠে বসো, সাংকো, দু'জনে মিলে চেষ্টা করে দেখি রোজিন্যান্টকে তোলা যায় কি না।'

চোখ মুখ কুঁচকে, দাঁত চেপে কাৎরাতে কাৎরাতে কোনো মতে উঠে বসলো সাংকো। কিছুক্ষণ একভাবে বসে থেকে আরেকবারের চেষ্টায় উঠে দাঁড়ালো। একই রকম কসরত করে উঠে দাঁড়ালেন ডন কুইক্সোটও। তারপর দু'জন এগিয়ে গেলেন রোজিন্যান্ট-এর কাছে। ঠেলা ঠেলি করে দাঁড় করালেন তাকেও।

'এবার আমাকে তোমার গাধার পিঠে উঠিয়ে দাও, সাংকো,' বললেন নাইট।

'বাবা রে, গেলাম রে' করতে করতে নির্দেশ পালন করলো সাংকো। ড্যাপ্‌ল-এর পিঠের ওপর উপুড় করে শুইয়ে দিলো ডন কুইক্সোটকে। তাঁর পা আর মাথা ঝুলে রইলো দু'পাশে, পেটটা

www.BanglaBook.org

রইলো গাধার পিঠে। রোজিন্যান্টকে বাঁধলো সাংকো ড্যাপ্‌ল-এর লেজের সাথে। তারপর তার লাগাম ধরে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এগিয়ে চললো উঁচু সড়ক যেদিকে হতে পারে মনে হলো সেদিকে।

ঘণ্টাখানেক লাগলো ওর উঁচু সড়কে পৌঁছুতে। তারপর সামান্য একটু যেতেই নজরে পড়লো একটা সরাইখানা। হাতে যেন চাঁদ পেলো সাংকো।

'স্যার ডন কুইক্সোট,' উৎফুল্ল কণ্ঠে চিৎকার করলো সে, 'ঐ যে একটা সরাইখানা!'

ওর ইশারা অনুসরণ করে তাকালেন নাইট। তীক্ষ্ণ চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন:

'সরাইখানা কোথায়?—ওটা তো দুর্গ! চলো, চলো, তাড়াতাড়ি চলো!'

'দুর্গ! কী বলছেন আপনি!' প্রতিবাদ করলো সাংকো। 'আমি দেখছি সরাই—'

এমনি তর্ক বিতর্ক চলতে লাগলো দু'জনের ভেতর। সরাইখানার ফটকের কাছে পৌঁছে থামলো তা (অবশ্যই কোনো মীমাংসা ছাড়া)। ড্যাপল-এর লাগাম ধরে ঢুকে পড়লো সাংকো সরাইখানার আঙিনায়।

BanglaBook.org

সাত

কথাবার্তার আওয়াজ শুনে নতুন কোনো খদ্দের এসেছে মনে করে বাইরে বেরিয়ে এলো সরাইওয়ালা। ডন কুইক্সোটকে অমন বেকায়দা ভাবে গাধার পিঠে ঝুলতে দেখে সাংকোকে জিজ্ঞেস করলো :

'কী ব্যাপার, এ অবস্থা হলো কী করে ?'

'পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েছিলেন,' অম্লান বদনে বললো সাংকো। 'ঘোড়া শুদ্ধ। ভীষণ ব্যথা পেয়েছেন, তাই এভাবে আনতে হয়েছে।'

ইতিমধ্যে সরাইওয়ালার স্ত্রীও বেরিয়ে এসেছে নতুন খদ্দেরদের স্বাগত জানাতে। মহিলার মন খুব নরম—সাধারণ সরাইওয়ালা বা তাদের স্ত্রীদের যেমন হয় তেমন নয়। সাংকোর কথা শুনে দয়া হলো তার। নিজের মেয়ে এবং এক চাকরানীকে ডেকে আহত ডন কুইক্সোটকে ধরা ধরি করে ভেতরে নিয়ে গেল সে। তাঁর বর্ম, শিরোস্ত্রাণ খুলে আঘাত পাওয়া জায়গাগুলোর শুশ্রূষায় লাগলো। নাইটের জামা খুলতেই বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো মহিলার।

www.BanglaBook.org

বললো :

'পড়ে গেলে এমন অবস্থা হয় মানুষের!' সাংকোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'পড়ে গেছিলো না, মারপিট খেয়েছে কারো কাছে ?'

'না, না, মারপিট খাবেন কেন,' তাড়াতাড়ি বললো সাংকো, 'যে পাহাড় থেকে উনি পড়ে গিয়েছিলেন তার গায়ে ধারালো সব পাথরের মাথা বেরিয়ে আছে। সেগুলোয় লেগেই অমন আঁচড়ে, ছড়ে গেছে।'

'ও তাই বলো।'

ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলো ধুয়ে মুছে মলম লাগিয়ে পট্টি বেঁধে দিলো সরাইওয়ালার স্ত্রী। তারপর তাঁকে সাবধানে শুইয়ে দিলো বিছানায়। এই সময় আবার কথা বললো সাংকো।

'একটা কথা বলি, আপনার মলম কি সব শেষ ? মানে, আমার এই জায়গাগুলোয়ও যদি একটু লাগিয়ে দিতেন খুব খুশি হতাম।'

'মানে!' সবিস্ময়ে বললো মহিলা, 'তুমিও পড়ে গিয়েছিলে নাকি ?'

'না, না, পড়ে যাইনি,' সাংকো জবাব দিলো, 'আমি আসলে ভয় পেয়েছিলাম। প্রভুকে পড়ে যেতে দেখে এমন চমকে উঠেছিলাম, আমার সমস্ত দেহ মন নাড়া খেয়ে গেছে তাতে। হাজারটা কিল ঘুসি খেলেও বোধহয় অতটা নাড়া খেতাম না।'

'হ্যাঁ, মা, এরকম হতে পারে,' বললো সরাইওয়ালার মেয়ে। 'আমার অনেকবারই হয়েছে। রাতে স্বপ্নের ঘোরে ভয় পেয়েছি,

পরে ঘুম ভেঙে দেখি সারা গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। স্বপ্নে ভয় পেয়ে যদি এমন হয় তো জেগে পেলে কেমন হতে পারে বুঝে দেখ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম,' বললো সাংকো। 'স্বপ্নে ভয় পেলেই ব্যথা হয়, তো জেগে পেলে হবে না? আমার প্রভু ডন কুইক্সোট পড়ে যে ব্যথা পেয়েছেন আমি না পড়েও তার চেয়ে কম পাইনি।'

'কী বললেন ভদ্রলোকের নাম?' কাজের মেয়েটা জিজ্ঞেস করলো।

'ডন কুইক্সোট অভ লা মানচা। উনি একজন বীর নাইট। দুনিয়ায় এ পর্যন্ত যত নাইটের জন্ম হয়েছে তাদের সেরা ক'জনের একজন উনি।'

'নাইট মানে কী?' জিজ্ঞেস করলো চাকরানী।

'নাইট মানে জানো না!' জবাব দিলো সাংকো। 'নতুন এসেছো নাকি দুনিয়ায়? নাইট হলো এমন একজন মানুষ যিনি সচরাচর মুগুর পেটা করেন, মাঝে মাঝে হন, একই সঙ্গে তিনি আবার সম্রাটের মতো ক্ষমতাবান। এখন দেখলে মনে হবে আমার প্রভুর চেয়ে হতভাগা মানুষ আর নেই, কিন্তু কালই হয়তো দেখবে, নিজের পার্শ্বচরকে উনি দু'তিনটে রাজ্য উপহার দিচ্ছেন।'

ঢোক গিললো সরাইওয়ালার স্ত্রী।

'মানে—মানে তুমি—মানে আপনি তাহলে নিশ্চয়ই জমিদার জাতীয়—'

'না, না,' জবাব দিলো সাংকো, 'এখনও হইনি, তবে যে কোনো দিন হয়ে যাবো।'

'হওনি! সম্রাটের মতো ক্ষমতাবান লোকের পার্শ্বচর, অথচ এখনও জমিদারীর মালিক হওনি!'

'না, এখনও সময় হয়নি। মাত্র একমাস হলো আমরা দুঃসাহসিক সব কাজ কর্ম করার জন্যে পথে নেমেছি। এখনও গর্ব করে বলার মতো তেমন কিছু করতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, করবো। প্রভু ডন কুইক্সোটকে এবারের মতো সুস্থ হয়ে উঠতে দিন, তারপর দেখবেন, কী করি আমরা! সারা দুনিয়া হতবাক হয়ে যাবে!'

এতক্ষণ চোখ বুঁজে পড়ে থাকলেও আসলে ঘুমাননি ডন কুইক্সোট। মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন সরাইওয়ালীর সাথে সাংকোর কথাবার্তা। এবার উঠে বসলেন অতিকষ্টে। সরাইওয়ালীর হাত নিজের হাতে নিয়ে বললেন:

'বিশ্বাস করুন আমার কথা, লাবণ্যময়ী নারী, এটা আপনাদের পরম সৌভাগ্য, আমাকে আপনাদের দুর্গে স্বাগত জানাতে পেরেছেন। আমি এমন একজন মানুষ—আপনারা সময় মতোই দেখতে পাবেন। নিজের কথা বড় গলা করে বলা উচিত নয়—তাই আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না। আমার পার্শ্বচরই বলবে, আমি কে। আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই,আমার হৃদয়ে আপনাদের নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে চিরদিন। যতদিন আমি জীবিত থাকবো, যে সেবা যে মমতা আপনারা আমাকে উপহার দিয়েছেন তার স্মৃতি আমি লালন করবো আমার মনের মণিকোঠায়।'

হতভম্বের মতো শুনলো সরাইওয়ালী, তার মেয়ে ও চকারানী। গ্রীক-এ বললে যতখানি বুঝতো তার চেয়ে এক বর্ণ বেশি বুঝতে পারলো না ওরা কথাগুলোর মর্ম। তবে এটুকু বুঝলো, ওদের প্রতি

www.BanglaBook.org

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো অদ্ভুত লোকটা। বেশ কিছুক্ষণ তাঁর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে কাজের মেয়েটার ওপর সাংকোর পরিচর্যার ভার দিয়ে মেয়েকে নিয়ে বিদায় নিলো সরাইওয়ালী।

একটু পরে সাংকোর গায়ে ওষুধ লাগানো শেষ করে সামান্য মালিশ করে দিয়ে চলে গেল কাজের মেয়েটাও। সাংকো আর তার প্রভু নিরবে শুয়ে রইলো যার যার বিছানা নামক খড়ের গাদায়।

রাতটা কেটে গেল কোনো রকমে।

সামান্য উন্নতি হয়েছে দু'জনের অবস্থার। উন্নতি হয়েছে তবে তা এমন কিছু নয় যে আনন্দে আটখানা হয়ে উঠবেন আমাদের নাইট। হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো এমনি পরিস্থিতিতে বইয়ে পড়া নাইটরা কী করতো। সাংকোকে ডাকলেন তিনি।

'জি, স্যার ডন কুইক্সোট,' জবাব দিলো সাংকো।

'উঠে যাও তো, দুর্গের গভর্নরের কাছ থেকে খানিকটা মদ, তেল, লবণ আর একটু রোজমেরি নিয়ে আসতে পারো কিনা।'

অবাক হলো সাংকো।

'এসব দিয়ে কী করবেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'পাঁচন বানাবো। একেবারে ধন্বন্তরি জিনিস। আগের দিনের নাইটরা আহত হলে বা অসুস্থ হলে এই পাঁচন খেয়ে নিতো একটু। ব্যস, দেখতে না দেখতেই আবার আগের মতো তরতাজা।'

'আপনি জানেন ঐ পাঁচন বানাতে?'

'না জানার কী আছে? নাইট মাত্রই জানে।'

'তাহলে, স্যার, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।'

www.BanglaBook.org

সারা গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। তবু কষ্টে সৃষ্টে বিছানা থেকে নামলো সাংকো। টলতে টলতে গিয়ে দাঁড়ালো সরাইওয়ালার দরজায়। লোকটা তখন ঘুম থেকে উঠেছে মাত্র। সাংকোর ডাক শুনে দরজা খুলে দিলো।

'আমাদের একটু উপকার করবেন, স্যার?' সাংকো বললো। 'একটু রোজমেরি, তেল, লবণ আর খানিকটা মদ দেবেন? আমার প্রভু স্যার নাইট ডন কুইক্সোট একটা ওষুধ বানাবেন।'

সরাইওয়ালা অবাক হলেও জিনিসগুলো দিলো সাংকোকে। পাঁচন জ্বাল দেয়ার জন্যে একটা পাত্রও দিলো যেচে পড়ে। সব নিয়ে নাইটের কাছে ফিরে এলো সাংকো।

এবার উঠে বসলেন ডন কুইক্সোট। সারা শরীরে ব্যথা তাঁরও, কিন্তু চেহারা দেখে তা বোঝার উপায় নেই। সাংকোর কাছ থেকে জিনিসগুলো নিয়ে পাত্রে রাখলেন তিনি। পরিমাণ মতো পানি মিশিয়ে জ্বাল দিতে লাগলেন। যখন মনে হলো যথেষ্ট জ্বাল দেয়া হয়েছে, পাত্রটা নামিয়ে রাখলেন আগুনের ওপর থেকে। পাঁচন তৈরি শেষ, এখন ঠাণ্ডা হলেই খাওয়া যায়।

সাংকো এবং ডন কুইক্সোট দু'জনেই অস্থির হয়ে উঠেছেন পাঁচনের গুণাগুণ পরীক্ষা করার জন্যে। তাই দু'জনেই ফুঁ দিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করে ফেললেন ওটা। যেহেতু ডন কুইক্সোট প্রভু এবং নাইট, আর পাঁচনটা তৈরি করেছেন তিনি—সুতরাং পাচনের ওপর তাঁর দাবিই আগে। কোনো রকম ঠাণ্ডা হতেই পাত্রটা মুখের কাছে তুললেন তিনি। ঢক ঢক করে খেয়ে নিলেন বেশ খানিকটা—অন্তত দেড় পাইন্ট—তরল পদার্থ।

জিনিসটা কোনোমতে তার পেট পর্যন্ত পৌঁছুলো, তারপরই বমি—ভয়ানক বমি। খাবারের শেষ কণাটুকু পর্যন্ত বেরিয়ে গেল নাইটের পেট থেকে। বমির সঙ্গে চললো ঘাম। ঘেমে প্রায় নেয়ে ফেললেন ডন কুইক্সোট। তারপর এক সময় ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো তাঁর শরীর। কেউ—এমন কি নিজে পর্যন্ত কিছু বুঝতে পারার আগেই ঘুমিয়ে গেলেন তিনি।

পাক্কা তিন ঘণ্টা পর যখন উঠলেন তখন পুরোপুরি সুস্থ না হলেও শরীর মন দুই-ই ঝরঝরে হয়ে গেছে তাঁর। পাঁচনের প্রভাবেই হোক বা বমির প্রভাবেই হোক, গায়ের ব্যথা কমে গেছে অনেক। বমি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো সাংকো। তাই তখন আর পাঁচন খায়নি। এখন প্রভুর প্রায় সুস্থ অবস্থা দেখে সাহস ফিরে এলো তার।

'আমি একটু খাই, স্যার?' জিজ্ঞেস করলো সে।

অনুমতি দিলেন ডন কুইক্সোট। অনুমতি পাওয়া মাত্র পাত্রটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলো সাংকো। এক চুমুকে শেষ করে ফেললো বাকি পাঁচনটুকু।

ফল ফলতে দেরি হলো না। সাংকোর মনে হলো ওর গলা, বুক, পেট যেন পুড়ে যাচ্ছে ভয়ানক আগুনে। কয়েক সেকেণ্ড যেতে না যেতেই শুরু হলো ঝাঁকুনি সারা শরীরে। তারপর পেট ব্যথা। এমন প্রচণ্ড ব্যথা জীবনে কখনো হয়নি সাংকোর পেটে। মনে হচ্ছে ভেতর থেকে কেউ যেন সবেগে লাথি হাঁকাচ্ছে তার পাকস্থলীর দেয়ালে। কোনো সন্দেহ রইলো না সাংকোর, মারা যাচ্ছে সে। ওর এই দুরবস্থা দেখে ডন কুইক্সোট বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন :

'সাংকো, আমার মনে হচ্ছে তুমি নাইট নও বলেই এই বিপত্তি। বইতে যতবার এই পাঁচন খাওয়ার কথা পড়েছি সব বার খেয়েছে নাইটরা। আগেই তোমাকে সাবধান করা দরকার ছিলো।'

'দরকার ছিলো তো করলেন না কেন!?' ভয়ঙ্কর আক্রোশে ফেটে পড়লো সাংকো। তারপরই আকাশ বাতাস কাঁপানো আর্তনাদ পেট চেপে ধরে।

সরাইখানায় যত লোক ছিলো সবাই ছুটে এলো ব্যাপার কী দেখবার জন্যে। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে শুরু হলো নিঃসরণ—নিঃসরণ না বলে উৎক্ষেপণ বলাই বোধহয় সংগত। উভয় দিক দিয়ে। দেখতে দেখতে সারা ঘর ভর্তি হয়ে গেল।

বিছানা বালিশ—শুধু সাংকোর নয়, ডন কুইক্সোটের এবং আরো একজন লোক থাকতো সে ঘরে তার—সব মাখামাখি হয়ে গেল। দুর্গন্ধে পালানোর পথ পেল না মজা দেখতে আসা লোকগুলো।

ঘণ্টা দুয়েকও হয়নি ডন কুইক্সোটের বমি পরিষ্কার করে রেখে গেছে কাজের মেয়েটা—বেচারা মাথায় হাত দিয়ে হায় হায় করে উঠলো।

বাড়া দু'ঘণ্টা চললো এই তাণ্ডব। অবশেষে ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়লো সাংকো।

এদিকে এই দু'ঘণ্টায় ডন কুইক্সোটের অবস্থার আরো উন্নতি হয়েছে। পুরোপুরি সুস্থ এখন তিনি। সত্যি সত্যি না হলেও তাঁর মনে হচ্ছে। সুতরাং অহেতুক আর সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে হলো না তাঁর। এখন দেরি করার অর্থ দুনিয়ার নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষকে

www.BanglaBook.org

তাঁর সেবা থেকে বঞ্চিত রাখা। আর যা-ই হোক এমন একটা গর্হিত কাজ ডন কুইক্সোটের মতো নাইট কিছুতেই করতে পারেন না। ধীরে ধীরে তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন রোজিন্যান্ট-এর পাশে। সে বেচারাও, চেহারা দেখে মনে হলো, একটু সুস্থ বোধ করছে এখন।

ঘোড়ায় জিন চাপালেন ডন কুইক্সোট। ড্যাপ্‌লকে প্রস্তুত করলেন যাত্রার জন্যে। তারপর নিজেই সাংকোকে যথাসম্ভব সাফ সুতরো করে উঠিয়ে দিলেন ড্যাপ্‌ল-এর পিঠে। নিঃশেষিত একজন মানুষের মতো গাধার পিঠে বসে হাঁপাতে লাগলো ক্লান্ত অবসন্ন সাংকো।

ঘোড়ায় চাপলেন নাইট। সরাইখানার ফটকের সামনে এসে সরাইওয়ালাকে ডাকলেন।

'আপনার দুর্গে যে অভ্যর্থনা, যে সেবা পেয়েছি তার কথা কোনো দিন ভুলবো না, স্যার গভর্নর,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন তিনি। 'আজীবন আমি কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার কাছে। কথা দিচ্ছি, আপনার এই উপকারের প্রতিদান সুযোগ পেলে আমি দেবো। যদি কখনো কোনো নিম্নরুচি দুর্বৃত্ত আপনাকে অপমান করে, সামান্যতম ক্ষতি করে আপনার, আমাকে একটু খবর দেবেন শুধু। আমার নাইটবৃত্তির দোহাই দিয়ে বলছি, এমন শিক্ষা দেবো সেই দুর্বৃত্তকে, আজীবন সে মনে রাখবে সে কথা।'

একই রকম গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলো সরাইওয়ালা :

'দেখুন, স্যার নাইট, আমার হয়ে কাউকে শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন আপনার পড়বে বলে আমি মনে করি না। আমাকে কেউ

অপমান করলে আমি নিজেই তাকে শায়েস্তা করতে পারবো। আমি আপনার কাছে এমুহূর্তে যা চাই তা হলো কাল সন্ধ্যা থেকে এ পর্যন্ত আপনি, আপনার ভৃত্য আর দুই জন্তু আমার এখানে যা খেয়েছেন আর যে সুযোগ, সুবিধা, সেবা ভোগ করেছেন তার দাম।'

'মানে!' সবিস্ময়ে বললেন ডন কুইক্সোট, 'এটা তাহলে সত্যিই সরাইখানা?'

'হ্যাঁ এবং যথেষ্ট নামডাকওয়ালা।'

'তার মানে এখানে ঢোকার পর থেকেই আমার সাথে প্রতারণা করা হয়েছে!'

'না, কোনো প্রতারণাই করা হয়নি, যথাসম্ভব সেবা করা হয়েছে আপনার। এখন তার দামটা যদি আপনি দয়া করে মিটিয়ে দেন, খুশি হই।'

'দাম! নাইটরা পয়সার বিনিময়ে আশ্রয়, খাদ্য, সেবা গ্রহণ করে বলে কোনোদিন শুনিনি। যা তাদের দেয়া হয় তা তাদের প্রাপ্য বলেই দেয়া হয়। অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে মানুষের উপকার করে তারা, প্রাণের ঝুঁকি নেয়, বিনিময়ে এটুকু পাবে না?'

'দেখুন, কে কোথায় কষ্ট স্বীকার করলো, না প্রাণের ঝুঁকি নিলো তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি বুঝি পয়সা। আমার ন্যায্য পাওনা। আপনার গালগল্প অন্য কোথাও শুনিয়েন। লাভ হলেও হতে পারে, আমার কাছে হবে না। আমি দানসত্র খুলে বসিনি, ব্যবসা করতে বসেছি।'

'তুমি একটা মাথামোটা গর্দভ!'

www.BanglaBook.org

বলে রোজিনান্ট-এর পেটে খোঁচা দিলেন ডন কুইক্সোট পায়ের গোড়ালি দিয়ে। বর্শাটা শক্ত করে ধরলেন। চলতে শুরু করলো রোজিনান্ট। কোনো রকম বাধার মুখোমুখি হতে হলো না, সরাই-খানা থেকে বেরিয়ে গেলেন নাইট। বেচারা পার্শ্বচর পেছন পেছন আসছে কিনা দেখার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

সরাইওয়ালা স্বপ্নেও ভাবেনি অমন হাড্ডিসার এক লোক তার মুখের ওপর পয়সা দেবো না বলে চলে যেতে পারে। ভয়ানক রেগে গেল সে। হাতের কাছে সাংকোকে পেয়ে ধরে বসলো।

'তোর মালিক দেয়নি, তুই দিয়ে যাবি পয়সা,' চিৎকার করলো সরাইওয়ালা।

সাংকো তখনও হাঁপাচ্ছে। কোনো রকমে জবাব দিলো :

'আমার মালিক যা দেননি আমি তা দিতে পারি না। মালিকের অপমান হবে তাতে।'

যেই না বলা অমনি সরাইওয়ালা টুঁটি চেপে ধরলো সাংকোর। ইতিমধ্যে সরাইখানার অন্যান্য খদ্দেররা বেরিয়ে এসেছে। সরাই-ওয়ালার সঙ্গে সঙ্গে তারাও চড়াও হলো সাংকোর ওপর। শুরু হলো কিল চড় লাথির বৃষ্টি। একজন ভেতর থেকে একটা কম্বল নিয়ে এলো। গাধার ওপর থেকে নামিয়ে সাংকোকে মুড়ে ফেলা হলো সেটা দিয়ে। তারপর শুরু হলো লোফালুফি। দু'তিন জনে কম্বল মোড়া সাংকোকে ছুঁড়ে দেয় ওপর দিকে, আরো দু'তিন জন এগিয়ে গিয়ে ধরে। সেই সাথে হি হি, হা-হা হাসি।

এদিকে কম্বল মোড়া অবস্থায় এমন ভয়ঙ্কর জোরে চেঁচাচ্ছে হত-ভাগ্য পার্শ্বচর যে বেশ দূরে চলে গেলেও তার প্রভুর কানে পৌঁছুলো

www.BanglaBook.org

সে আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থামালেন ডন কুইক্সোট। প্রথমেই তাঁর মনে হলো, নিশ্চয়ই নতুন কোনো রোমাঞ্চকর ঘটনা হাতের মুঠোয় এসে গেছে। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন, কোন দিক থেকে শব্দটা আসছে বোঝার জন্যে। তারপর, হঠাৎই যেন বুঝতে পারলেন চিৎকারটা সাংকোর, এবং আসছে সেই জঘন্য সরাইখানা থেকে।

রোজিনান্ট-এর মুখ ঘুরিয়ে ছুটলেন তিনি। সরাইখানার সামনে পৌঁছে দেখলেন, তখনও সাংকোকে কম্বলে মোড়া অবস্থায় লোফা-লুফি করছে লোকগুলো। ভেতরে ঢুকতে চাইলেন ডন কুইক্সোট। কিন্তু ব্যর্থ হতে হলো তাঁকে। ফটক বন্ধ। রোজিনান্টকে পাঁচিলের কাছে নিয়ে গিয়ে দেয়াল টপকাতে চাইলেন। এবারও ব্যর্থ হলেন তিনি। সারা শরীরে এমন ব্যথা যে নড়তেই পারলেন না ঘোড়ার পিঠ থেকে। তাঁর মনে হলো সরাইখানার আঙিনায় ঐ লোক-গুলো নিশ্চয়ই জাদুকর বা কোনো জাদুকরের চেলা। ওরা তাঁকে অথর্ব করে দিয়েছে, নইলে সুস্থ শরীরে এমন ব্যথা হবে কেন? অগত্যা নিরুপায় ডন কুইক্সোট ঘোড়ার উপর বসেই পাঁচিলের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গালিগালাজ, অভিশাপ বর্ষণ করতে লাগ-লেন লোকগুলোর উদ্দেশ্যে। তাতে তাদের আমোদ একটু বাড়লো কেবল।

আরো বেশ কিছুক্ষণ ওরকম ছোঁড়াছুঁড়ি করলো ওরা সাংকোকে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দিলো। সাংকো তখনও বেঁচে আছে এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার। লোকগুলো ওকে কোট পরিয়ে গাধার পিঠে চাপিয়ে দিলো। একজন গিয়ে ফটক খুলে দিলো।

অন্যরা হৈ-চৈ করে তাড়িয়ে বের করে দিলো ড্যাপ্‌লকে। তার আগে সাংকোর জিনের থলেটা রেখে দিতে ভুললো না সরাই-ওয়ালা।

অবশেষে প্রভুর সাথে মিলিত হতে পারলো সাংকো পানযা।

BanglaBook.org

আট

www.BanglaBook.org

সাংকো যখন ডন কুইক্সোটের কাছে পৌঁছুলো তখন তার যে অবস্থা তাকে শোচনীয় বললে কম বলা হয়। মুহ্যমানের মতো বসে আছে গাধার পিঠে, মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। ড্যাপ্‌লকে চালানোর শক্তিটুকুও অবশিষ্ট নেই। ওর এই অবস্থা দেখে ডন কুইক্সোট বললেন :

'বুঝলে, সাংকো, এখন আমার মনে হচ্ছে, ঐ দুর্গ বা সরাই-খানা যা-ই বল না কেন—ওতে ভূতের আছর আছে।'

সাংকো কোনো মতে মুখ উঁচু করে এক পলক দেখলো প্রভুকে, পরমুহূর্তে আবার নামিয়ে নিলো—ঠিক নিলো না, আপনা থেকেই নেমে গেল।

'কী করে বুঝলাম জানো?' আবার বললেন নাইট, 'তোমার করুণ চিৎকার শুনেই আমি ছুটে গিয়েছিলাম বদমাশ লোকগুলোকে উপযুক্ত সাজা দেয়ার জন্যে। ফটক বন্ধ দেখে পাঁচিল টপকানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু, কি অদ্ভুত কাণ্ড কী বলবো, আমি নড়তে পারলাম না রোজিন্যান্ট-এর পিঠ থেকে। প্রাণপণে চেষ্টা করলাম,

কিন্তু পারলাম না তো পারলামই না। তবে এটা ঠিক, সাংকো, একবার যদি পাঁচিল টপকাতে পারতাম, আমি এমন শিক্ষা দিতাম বদমাশগুলোকে—বাপ দাদার নাম ভুলিয়ে—'

এ পর্যন্ত শোনার পর আর স্থির থাকতে পারলো না সাংকো। ভয়ঙ্কর রোষে ফেটে পড়লো :

'স্যার, আপনি যা-ই বলুন না কেন, আমি জানি—হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি ওরা মানুষই, ভূত বা প্রেত জাতীয় কিছু নয়—জাদুকর তো নয়ই। এক জনের নাম, ওদের বলতে শুনছিলাম, পেদ্রো মার্টিনেজ, অন্য এক জনের টেনোরিও হারনানদেজ, আর সরাইওয়ালার নাম ড্যাবরা জুয়ান পালোসেক। আমি নিজের কানে শুনেছি নামগুলো। আপনি যে পাঁচিল টপকাতে পারেননি তার কারণ জাদুর প্রভাব নয়, অন্য কিছু। এসব দেখে শুনে আমার মনে হচ্ছে নাইটগিরি ছেড়ে দিয়ে আপনার এক্ষুণি গ্রামে ফিরে যাওয়া উচিত। স্যার, এখন ফসল কাটার সময়। চলুন আমরা ফিরে যাই, ঘর গৃহস্থালির কাজ কর্ম দেখাশোনা করিগে।'

'নাইটবৃত্তি সম্পর্কে কত সামান্য জানো তুমি, সাংকো!' পুরনো কথাটাই আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন ডন কুইক্সোট। 'ধৈর্য ধরে থাকো আর ক'টা দিন, তারপর দেখ কী হয়। নাইট হওয়া যে কী মর্যাদার, কী সম্মানের, নিজের চোখেই দেখবে। একটা মাত্র যুদ্ধ জেতার যে কী আনন্দ! দুনিয়ার সব আনন্দ তুচ্ছ তার কাছে।'

'এতদিন তো কম দেখলাম না। একটা যুদ্ধেও আপনি জিততে পারেননি, খালি পিটুনি খেয়েছেন। একটার পর একটা। ঐ বিসকেয়ান চাকরটার সাথে জিতেছেন, তবে বিনিময়ে খুইয়েছেন আপ-

www.BanglaBook.org

নার কান এবং শিরোস্ত্রাণের অর্ধেক।'

'কথাটা তুমি মিথ্যে বলোনি, সাংকো। তবে ভয় পেও না, খুব শিগগিরই আমি একটা অদ্ভুত ক্ষমতাধর তলোয়ার যোগাড় করবো—আমাদিস-এর যেমন ছিলো। ওটা থাকলে জাদুকর বা ভূত প্রেতরা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আমার।'

'আপনার পারবে না, তাতে আমার কী? আপনার পাঁচনের মতো তলোয়ারও খালি নাইটদেরই উপকার করবে। আমি সাংকো যেমন পিটুনি খাচ্ছিলাম তেমনই খেতে থাকবো।'

'না, না, সাংকো, এটা ঠিক নয়। আমার ভাগ্য ফিরলে তোমারও ফিরবে।'

এই সব আলাপ করতে করতে দু'জন ফাঁকা এক মাঠের ভেতর এসে পড়েছেন। হঠাৎ ডন কুইক্সোট খেয়াল করলেন, বিরাট এক ঘন ধুলোর মেঘ গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসছে তাঁদের দিকে।

'সুযোগ এসে গেছে, সাংকো!' উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন নাইট। 'আজই দেখতে পাবে আমার বাহুর জোর কতটুকু। আমি যে কেবল পিটুনি খাই না, মাঝে মাঝে দিয়েও থাকি তার প্রমাণ পাবে এক্ষুনি। ঐ দিকে দেখ! কী বুঝতে পারছো?'

'ধুলো উড়ছে।'

'হ্যাঁ, ধুলো উড়ছে, কিন্তু কেন উড়ছে? দুর্ধর্ষ এক দল সৈন্য এগিয়ে আসছে।'

'সৈন্য! তাহলে তো একদল নয়, দু'দল, স্যার,' সাংকো বললো। 'ঐ দেখুন, ওদিকেও ধুলোর মেঘ দেখা যাচ্ছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন ডন কুইক্সোট।

'ঠিক বলেছো, সাংকো,' বললেন নাইট, আগের চেয়ে উৎফুল্ল, একটু উত্তেজিত তাঁর কণ্ঠস্বর। 'এক সঙ্গে দুই দুটো সেনাদলের মোকাবেলা করতে হবে আমাদের। এমন ভাগ্য ক'জন নাইটের হয়?'

ডন কুইক্সোট আনন্দে উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে উঠলেও সাংকোর অবস্থা তার বিপরীত। সে বেচারা কাঁপতে শুরু করেছে ভয়ে। এক দু'জন মানুষের সাথে লড়তে গিয়ে প্রভুর যা দুরবস্থা হতে দেখেছে! এখন যদি সেনাদল—তা-ও একটা নয় দু-'দুটোর সাথে লড়তে যান ওঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে?

'ও স্যার!' ধুলোর মেঘ দুটো একটু কাছাকাছি হতেই চিৎকার করে উঠলো সে, 'আমরা কী করবো?'

'কী আবার?' জবাব দিলেন নাইট, 'যুদ্ধ।'

'যুদ্ধ! দু'দল সৈন্যের সাথে!' কাঁদো কাঁদো শোনালো সাংকোর গলা।

'না, না, দু'দলের সাথে লড়বো কেন,' বললেন ডন কুইক্সোট। 'যে দল দুর্বল আমরা তাদের পক্ষ নেবো। নাইটের ধর্মই তো তাই—দুর্বলের পক্ষে, সবলের বিপক্ষে দাঁড়ানো।'

'কিন্তু, স্যার, বুঝতে পারছি না এই দুটো বাহিনী যুদ্ধ করতে আসছে কেন?'

'কেন আবার?—এক দল আরেক দলকে পছন্দ করে না তাই। আমাদের সামনে যে বাহিনীটা ওটার নেতৃত্ব দিচ্ছে সম্রাট আলিফ্যানফারোন (বইয়ে পড়া এক চরিত্র)। লোকটা মুসলিম। আর আমাদের পেছন থেকে যে বাহিনীটা আসছে তার নেতৃত্বে আছে

www.BanglaBook.org

রাজপুত্র পেনটাপলিন। খ্রীষ্টান। আলিফ্যানফারোন পেনটাপলিনের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু পেনটাপলিনের গোঁ, খ্রীষ্টান ছাড়া আর কারো সাথে বিয়ে দেবে না মেয়ের। পরিণামে এই যুদ্ধ।'

'তাহলে আমরা নিশ্চয়ই পেনটাপলিন-এর পক্ষে। খ্রীষ্টান হিশেবে তাকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য।'

'হ্যাঁ, সাংকো, তুমি ঠিকই বলেছো। পেনটাপলিনের পক্ষ নেবো আমরা।'

'কিন্তু, স্যার, আমার এই গাধাটাকে কী করবো? গাধার পিঠে চেপে সৈন্যদের সঙ্গে লড়তে যাওয়া—কেমন দেখাবে?'

'তা বটে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন ডন কুইক্সোট। এক কাজ করো, ওকে ছেড়ে দাও। ইচ্ছে হলে থাকুক, নয় তো চলে যাক। যুদ্ধের পরে দেখবে প্রচুর ঘোড়া মালিক ছাড়া হয়ে গেছে। একটা পছন্দ করে নিয়ে নিও তুমি। এখন চলো, ঐ ছোট্ট পাহাড়টার ওপর গিয়ে দাঁড়াই। ওখান থেকে দু'পক্ষেরই সৈনিকদের ভালো মতো দেখতে পাবো আমরা।

পাহাড়টার ওপর উঠে দু'পক্ষের প্রধান প্রধান বীরদের নাম, পরিচয়, চেহারা, কে কোন অঞ্চল থেকে এসেছে ইত্যাদির বর্ণনা দিতে লাগলেন ডন কুইক্সোট। কিছুক্ষণ শুনেই সাংকো বললো:

'কিন্তু, স্যার, এদের কাউকেই তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

'পাবে, পাবে। একটু ধৈর্য ধরো। আরেকটু এগিয়ে আসুক তারপর ঠিকই দেখতে পাবে।'

ধৈর্য ধরে রইলো সাংকো। যুদ্ধ শেষে কী ধরনের ঘোড়া নিলে

ভালো হবে, ভাবতে লাগলো।

'শুনেছো!' একটু পরেই বলে উঠলেন ডন কুইক্সোট। 'ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শুনতে পাচ্ছো? ঐ শোনো শিঙার আওয়াজ, ঐশোনো ঢাকের।'

'কই?' সাংকো জবাব দিলো। 'ভেড়ার ম্যা ম্যা ছাড়া তো আর কিছু শুনতে পাচ্ছি না আমি!'

'তুমি ভয় পেয়েছো, সাংকো। সেজন্যেই উল্টো পাল্টা শুনছো। তুমি দাঁড়াও এখানে, আমি যাচ্ছি আলিফ্যানফারোনের সাথে লড়তে।'

ঘোড়া ছোটালেন ডন কুইক্সোট সামনের ধুলোর মেঘটার দিকে।

ঠিক এই সময় দমকা বাতাসে উড়ে গেল ধুলোর মেঘ দুটো। সাংকো দেখলো, সত্যি সত্যিই দুই পাল ভেড়া ম্যা ম্যা করতে করতে আসছে দু'দিক থেকে। দু'দিকেই কয়েকজন করে রাখাল তাড়িয়ে আনছে ওদের।

'কানে না হয় ভুল শুনেছি, চোখেও কি ভুল দেখছি?' মনে মনে বলে চিৎকার করলো সাংকো:

'স্যার! স্যার নাইট! থামুন! ওগুলো সৈন্য নয়, ভেড়া!'

কিন্তু কে শোনে কার কথা! ভয়ঙ্কর মূর্তিতে ছুটে গিয়ে তিনি আক্রমণ করলেন আলিফ্যানফারোন-এর বাহিনী অর্থাৎ সামনের ভেড়ার পালটিকে। বর্শা দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে চললেন ভেড়াগুলোকে। আতঙ্কিত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিলো নিরীহ মেষকুল।

আচমকা এই উপদ্রবে হতভম্ব হয়ে গেল মেষ পালকরা। চিৎকার

www.BanglaBook.org

করে তারা ডন কুইক্সোটকে সরে যেতে বললো। কিন্তু কারো কোনো কথা শোনার মেজাজে নেই এখন তিনি। মেষ পালকদের চিৎকারের জবাবে পাল্টা চিৎকার করলেন:

'কই? কই তুমি, আলিফ্যানফারোন? সাহস থাকে তো আমার সামনে এসো!'

আর ধৈর্য রক্ষা করা সম্ভব হলো না রাখালদের পক্ষে। ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে তারা ছোট ছোট পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারতে লাগলো মূর্তিমান উপদ্রবটার দিকে। এতে আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো নাইটের মেজাজ।

'দাঁড়াও, আলিফ্যানফারোন, তোমাকে দেখাচ্ছি!' বলে আগের চেয়ে মারমুখী হয়ে ভেড়াগুলোকে তাড়া করতে লাগলেন তিনি। মেষপালকরাও পাথর ছুঁড়তে লাগলো আগের চেয়ে মারমুখী ভঙ্গিতে।

হঠাৎ বড়সড় একটা নুড়ি এমন ভয়ানক গতিতে ছুটে এসে ডন কুইক্সোটের বুকে লাগলো যে তাঁর মনে হলো, নির্ঘাৎ পাঁজরের গোটা দুই হাড় চূর্ণ হয়ে গেছে। বুক চেপে ধরে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন তিনি। রাখালরা এবার হৈ হৈ করতে করতে এগিয়ে এলো। সংখ্যায় তারা চারজন। ভেড়া তাড়ানোর লাঠি দিয়ে ভালো মতো উত্তম মধ্যম দিলো দুর্বৃত্তটাকে (তাদের ভাষায়)। পাথরের আঘাতেই অর্ধমৃত অবস্থা হয়েছিলো ডন কুইক্সোটের, এবার হলো পূর্ণ মৃত—না ঠিক পূর্ণ মৃত নয়, প্রায় মৃত অবস্থা। কারণ মেষ পালকরা তাঁকে মেরে ফেলেছে ভেবে ভেড়াগুলোকে এক জায়গায় করে যখন পালিয়ে গেল তখনও বেঁচে আছেন তিনি এবং সজ্ঞানেই আছেন। তবে হ্যাঁ,

সজ্ঞান থাকলেও নড়ার ক্ষমতা নেই। ঘোড়া পালকদের হাতে মার খেয়ে যে অবস্থা হয়েছিলো তাঁর চেয়ে কোনো অংশে কম নয় দুরবস্থা—বরং বেশি। এবার তাঁর সামনের দিককার বেশ কয়েকটা দাঁত উধাও হয়ে গেছে। মুখভর্তি রক্ত।

সাংকো সেই ছোট্ট পাহাড়টার ওপরই দাঁড়িয়ে ছিলো এতক্ষণ। মেষ পালকেরা চলে যেতেই গুটি গুটি পায়ে এসে দাঁড়ালো প্রভুর পাশে।

'তখনই বললাম, ওগুলো সৈনিক নয়, ভেড়া ; আপনি শুনলেন না।' বললো সে।

'দূর, দূর, তুমি কিছু জানো না। ওরা সৈনিকই ছিলো, আমার সেই পুরনো শত্রু জাদুকর ফ্রেস্টন ওদের ভেড়া বানিয়ে দিয়েছিলো। আসলে তো ভেড়া বানায়নি, আমাদের উপর মায়াজাল বিস্তার করেছিলো বদমাশটা, যেন আমরা ভেড়াই দেখি খালি। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, ওদের পেছন পেছন গিয়ে দেখ। এতক্ষণে আবার ওরা মানুষ হয়ে গেছে—মানে মায়ার প্রভাব কেটে গেছে তোমার ওপর থেকে।'

সাংকোর বলতে ইচ্ছে হলো, 'তাহলে মেষপালকরা, যারা আপনাকে ডাণ্ডাপেটা করলো, তাদের কেন ভেড়ার মতো দেখা গেল না?'

বলতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু বললো না সাংকো। যত যা-ই হোক এমন ভয়ানক একটা পিটুনি খেয়ে উঠেছেন প্রভু, এখন শ্লেষ সহ্য করার মেজাজ নাও থাকতে পারে তাঁর। ড্যাপ্‌ল-এর দিকে এগোলো ও জিনের থলেতে প্রভুর শুশ্রূষা করার মতো কিছু আছে কিনা

www.BanglaBook.org

দেখার জন্যে। কিন্তু গাধাটার কাছে পৌঁছে ওর চোখ ছানা বড়া হয়ে গেল। জিনের থলেগুলোর একটাও নেই। পড়ে গেছে কি কেউ নিয়ে গেছে বুঝতেই পারলো না। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে ড্যাপ্‌লকে নিয়ে প্রভুর কাছে এসে দাঁড়ালো আবার।

বেশ কয়েকবার চেষ্টা করার পর অবশেষে উঠে বসতে পারলেন ডন কুইক্সোট। নিজে নিজেই। সাংকো সহায্য করতে এগোলো না। তিনিও ডাকলেন না তাকে।

'ভাই সাংকো,' কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে নাইট বললেন, 'আমার দুর্দশা দেখে তোমার দুঃখ পাওয়ার কোনো কারণ নেই।'

'না, আপনাকে নিয়ে আমি ভাবছি না,' গম্ভীর ভাবে জবাব দিলো সাংকো। 'আমি ভাবছি জিনের থলেগুলোর কথা।'

'জিনের থলে! কী হয়েছে ওগুলোর?'

'নেই।'

'নেই মানে?'

'জানি না। আমি শুধু জানি ওগুলো নেই। কোথায় গেল, কখন গেল, কিছুই আমি জানি না।'

'তার মানে আমাদের কাছে এখন খাবার বলতে কিছু নেই?'

'হ্যাঁ। আপনি যেসব গাছ গাছড়ার কথা বলছিলেন, নাইটরা খায়, সে সব এখানে পাওয়া যায় না?'

'যেতে পারে,' চিন্তিত কণ্ঠে বললেন ডন কুইক্সোট, 'কিন্তু ওসবের চেয়ে এখন এক টুকরো রুটি আর একটু নোনা মাছ পেলে অনেক বেশি খুশি হতাম আমি। যাক, নেই যখন আর কী, চলো এগোই। সামনে দুর্গটুর্গ কিছু একটা পেয়ে যাবো আশা করি। আর দুর্গ মানেই তো আশ্রয়, খাবার—'

নয়

রাত হয়ে গেল, কিন্তু কোনো আশ্রয়ের খোঁজ পেলেন না ওঁরা।

ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় রীতিমতো ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চলেছেন নাইট ও তাঁর পার্শ্বচর। অসাধারণ মনের জোরের কারণে ডন কুইক্সোট অনায়াসে কষ্টটাকে অগ্রাহ্য করতে পারছেন, সাংকো পারছে না। ও আকুল নয়নে চারদিকে তাকাচ্ছে, কোনো সরাইখানা, নিদেন পক্ষে কুটির যদি দেখা যায়। কিন্তু না, তেমন কিছু ওর চোখে পড়লো না। অবশেষে রাত যখন গভীর হলো হঠাৎ দূরে অনেকগুলো আলো দেখতে পেলো সে। স্থির নয় আলোগুলো, দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে।

চারদিকে নিশুতি রাত, তার ভেতর অমন আধিভৌতিক দোলায়মান আলো—সাংকোর গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল।

'স্যা-স্যার!' কম্পিত কণ্ঠে বললো সে,. 'দে-দেখুন!'

ডন কুইক্সোট দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে লাগাম টানলেন রোজিন্যান্ট-এর। দেখাদেখি সাংকোও থামালো ড্যাপ্‌লকে। দু'জনই তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছেন। বোঝবার চেষ্টা করছেন, আসলে কী

www.BanglaBook.org

ওগুলো। শাদামাটা আলো না অন্য কিছু।

একটু পরে আলোগুলো যখন বেশ একটু কাছে এসে গেল এবং তাদের বাহকদের অস্পষ্টভাবে দেখা যেতে লাগলো সাংকোর যেটুকু সাহস অবশিষ্ট ছিলো সেটুকুও বিলীন হয়ে গেল। কাঁপুনি রীতিমতো ভয়ানক হয়ে উঠলো ওর। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেয়ে ঠক ঠক আওয়াজ হচ্ছে। ডন কুইক্সোটের অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়। চুল তাঁর মাথায় কমই আছে, তবু যে ক'টা আছে সেক'টাই খাড়া হয়ে গেল সজারুর কাঁটার মতো। আলো বহন করে যারা আসছে তারা যে মানুষ নয় বুঝতে অসুবিধা হয়নি তাঁর। আপাদমস্তক ধবধবে শাদা আলখাল্লায় মোড়া তাদের শরীর। সবাই ঘোড়ার পিঠে। এগোনোর সময় অতিপ্রাকৃত ভঙ্গিতে দুলছে শরীরগুলো। নিশ্চয়ই প্রেত ওরা। রাতের অন্ধকারে নেমে এসেছে পৃথিবীর মাটিতে।

যা হোক, শত হলেও ডন কুইক্সোট নাইট। অল্প সময়ের মধ্যেই ভয় জয় করলেন তিনি। পার্শ্বচরের দিকে ফিরে বললেন :

'সাংকো, নিঃসন্দেহে বড়সড় একটা রোমাঞ্চকর ঘটনার মুখোমুখি এখন আমরা। সমস্ত শক্তি এবং কৌশল উজাড় ক'রে এবার লড়তে হবে আমাকে।'

'আমার কপাল খারাপ!' কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিলো সাংকো। 'আপনার কথা সত্যি হলে এবারও ভূতের মোকাবেলা করতে হবে আমাদের। শরীরের হাড় মাংস এক থাকলে হয়।'

'হলোই বা ভূত, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার পোশাকের একটা সুতোও এবার ওরা স্পর্শ করতে পারবে না। আগের বার যে পেরেছে আমি পাঁচিল টপকাতে পারিনি বলেই। এখন আমরা

ফাঁকা মাঠের ভেতর। ইচ্ছা মতো আমি তলোয়ার চালাতে পারবো।'

'যদি আগের বারের মতো এবারও আপনার নড়বার ক্ষমতা কেড়ে নেয় ওরা?' জিজ্ঞেস করলো সাংকো। 'ফাঁকা মাঠে থেকে লাভ কী তাহলে?'

'আমার মনে হয় না তা ওরা পারবে,' জবাব দিলেন নাইট। 'তুমি একটু সাহস রাখো বুকে, নিজের চোখেই দেখবে তোমার প্রভুর ক্ষমতা কতটুকু।'

'ঈশ্বর যদি তাতে খুশি হন, আমি তাই-ই রাখবো।'

ইতিমধ্যে আরো কাছে এসে গেছে অতিপ্রাকৃত মিছিলটা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন ওদের। প্রায় বিশ জন। ঘোড়া নয় খচ্চরের পিঠে বসে আছে। এতক্ষণ বোঝা যাচ্ছিলো না এখন যাচ্ছে, নিচু স্বরে সুর ক'রে কী যেন আওড়াচ্ছে তারা। হাতের আলোগুলো আসলে জ্বলন্ত মশাল। খচ্চরারোহীদের পেছনে কালো আচ্ছাদন লাগানো একটা পালকি। পালকি টানছে যে খচ্চরগুলো সেগুলোও কালো। কুচকুচে কালো (সম্ভবত রাত বলেই অমন দেখাচ্ছে)।

'ভূত হও আর যা-ই হও, এবার আমার হাত থেকে নিস্তার নেই তোমাদের,' বিড় বিড় করে বলে বর্শা বাগিয়ে ধরলেন ডন কুইক্সোট। সাংকোর উদ্দেশ্যে বললেন, 'তুমি এখানেই দাঁড়াও, আমি দেখছি ওদের দৌড় কতটুকু।'

তারপর আর দেরি না করে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। শাদা আলখাল্লার মিছিলটা আরেকটু এগিয়ে আসতেই হাঁক ছাড়লেন:

'থামো! যে-ই হও থামো! পরিচয় দাও! কোথা থেকে

www.BanglaBook.org

আসছো, কোথায় যাচ্ছো বলো, পেছনের ঐ পালকি গাড়িতে কী?'

'আমাদের একটু তাড়া আছে,' একেবারে সামনের শাদা আলখাল্লা জবাব দিলো। 'সরাইখানা এখনও অনেক দূর, দেরি করতে পারবো না আমরা।' বলে যেমন আসছিলো তেমনি খচ্চর চালিয়ে আসতে লাগলো সে।

খুবই রেগে গেলেন আমাদের নাইট। এগিয়ে খপ করে খচ্চরটার লাগাম ধরে বসলেন তিনি। সেই সাথে চিৎকার:

'থামো, বেয়াদব কোথাকার! আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কোথাও যেতে পারবে না তোমরা!' লাগামে ভীষণ জোরে ঝাঁকুনি দিলেন নাইট।

ডন কুইক্সোট লাগাম ধরে ফেলায় এমনিতেই ঘাবড়ে গিয়েছিলো খচ্চরটা। শেষের ঝাঁকুনিটা খেয়ে প্রাণ কাঁপানো স্বরে একটা চিৎকার করে লাফ দিলো সে। তার পিঠে বসা আলখাল্লাধারী ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। নাইটের হাত থেকে ছুটে গেল লাগাম। ব্যাপারটাকে বেয়াদবী হিশেবে নিলেন তিনি। ভয়ঙ্কর এক গর্জন করে ছুটে গেলেন পরবর্তী খচ্চরারোহীর দিকে। বর্শার এক আঘাতেই তাকে ভূতলশায়ী করলেন। তারপর ফিরলেন আরেকজনের দিকে। কিন্তু আরেকজন তখন আর এ তল্লাটে নেই—একজনও নেই। সব প্রাণের ভয়ে পালিয়েছে যে যেদিকে পেরেছে সেদিকে।

সাংকো এতক্ষণ দূর থেকে দেখছিলো প্রভুর দুঃসাহসিক কাজ-কর্ম। দুটো ভূতকে আহত এবং বাকিদের পালাতে দেখে সে এগিয়ে এলো। মনে মনে বলছে; 'আমার এই প্রভু নিশ্চয়ই যেমন বলেন তেমনই সাহসী আর শক্তিশালী। নইলে এটুকু সময়ের ভেতর দুই

দুটো ভূতকে কাবু করা, চাট্টিখানি কথা!'

এদিকে ডন কুইক্সোট প্রথম আলখাল্লাধারী, যাকে খচ্চর পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছিলো তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঘোড়া থেকে নেমে তার গলায় বর্শার ফলা ঠেকিয়ে বললেন:

'এবার আত্মসমর্পন করবে, না মৃত্যুবরণ করবে?'

'আর কী আত্মসমর্পণ করবো! আমার নড়ার ক্ষমতা নেই, একটা পা ভেঙে গেছে! স্যার, আপনার কাছে এটাই মিনতি আমার, যদি খ্রীষ্টান হন, আমাকে হত্যা করবেন না দয়া করে। আমি সামান্য একজন পাদ্রী।'

'পাদ্রী! যদি তা-ই হও, কোন অশুভ শক্তি তোমাকে এখানে টেনে এনেছে?'

'আমার দুর্ভাগ্য, আর কী?'

'হুঁ। এখন যা জিজ্ঞেস করবো, ঠিক ঠিক জবাব দেবে, না হলে—দুর্ভাগ্য কাকে বলে এখনো তো কিছুই টের পাওনি—এবার পাবে।'

'জি, দেবো, আপনি জিজ্ঞেস করুন,' জবাব দিলো পাদ্রী।

'কে তুমি?'

'আগেই তো বলেছি, সামান্য এক পাদ্রী। কলা বিষয়ের স্নাতক, নাম আলোনযো লোপেয।'

'কোথা থেকে আসছো, কোথায় যাচ্ছিলে?'

'আসছি বেইযা থেকে, যাচ্ছিলাম সেগোভিয়ায়। আরো এগারো জন পুরোহিত ছিলো আমার সাথে। আপনি নিজেই তো দেখেছেন তারা পালিয়েছে প্রাণ ভয়ে।'

'সেগোভিয়ায় যাচ্ছিলে। কেন?'

'এক ভদ্রলোকের দেহাবশেষ নিয়ে যাচ্ছিলাম। বেইযায় মারা গিয়েছিলেন উনি।'

'কে হত্যা করেছে তাকে?' উত্তেজনার আভাস নাইটের কণ্ঠে।

'ঈশ্বর,' জবাব দিলো স্নাতক।

'ও। তাহলে আর কী, উনি আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন ভদ্রলোকের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া থেকে।'

'আপনি—আপনি কেন ওর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবেন?'

'তাহলে আর কে নেবে? আজকের দুনিয়ায় যত অত্যাচার, অনাচার, অবিচার সবের প্রতিকারের ভার আমার ওপর। আমি নাইট ডন কুইক্সোট অভ লা মানচা। আমি ছাড়া আর কে নেবে নিরীহ ভদ্রলোকের মৃত্যুর প্রতিশোধ?'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না আপনার কথা,' পাদ্রী বললো, 'এক-জন নিরীহ মানুষের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আরেকজন নিরীহ মানুষকে আপনি মারতে বসেছেন। এ কেমন অন্যায়ের প্রতিকার?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু ভুলই হয়ে যাচ্ছিলো,' একটু যেন সলজ্জ শোনালো নাইটের গলা। 'অবশ্য এর জন্যে দায়ী তোমরা। এমন ভাবে এমন পোশাকে এই মাঝ রাত্তিরে তোমরা মশাল জ্বেলে মিহিসুরে গান গাইতে গাইতে আসছিলে, যে কেউ দেখলে ভাবতো তোমরা অন্য জগতের বাসিন্দা—মানে আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই?'

www.BanglaBook.org

'জি এবার দয়া করে আমাকে একটু তুলবেন? আমি তো আর সহ্য করতে পারছি না যন্ত্রণা!'

'আহ্, আগে বলবে তো সে কথা। এখনও যদি না বলতে আমি হয়তো কাল সকাল পর্যন্ত কথা বলে যেতাম!'

সাংকোকে ডাকলেন ডন কুইক্সোট। কিন্তু তাঁর ডাক ওর কানে গেল বলে মনে হলো না। পাদ্রীদের সঙ্গে মোটা তাজা একটা গাধার পিঠে বেশ কয়েকটা খাবার ভর্তি থলে ছিলো। ও তখন লুট করছে সেখান থেকে। গায়ের কোট খুলে থলের মতো বানিয়ে সেটা ভরে ফেলেছে খাবার দিয়ে। প্রভুর ডাক শুনে তক্ষুণি জবাব না দিয়ে থলেটা নিয়ে ও এগিয়ে গেল নিজের গাধার দিকে। ড্যাপ্‌ল-এর পিঠে ওটা বেঁধে রাখার পর সাড়া দিলো প্রভুর ডাকের।

নাইট ওকে বললেন স্নাতককে তার খচ্চরের পিঠে বসিয়ে দিতে। বিনা বাক্যব্যয়ে নাইটের নির্দেশ পালন করলো সাংকো। তারপর প্রভুকে উঠতে সাহায্য করলো তাঁর ঘোড়ায়।

এদিকে অন্য ভূপাতিত আলখাল্লাধারীও নিজের চেষ্টায় উঠে পড়েছে তার খচ্চরে। এবার সঙ্গীর কাছে এসে দাঁড়ালো সে। ডন কুইক্সোট তাদের উদ্দেশে বললেন:

'চলে যাও তোমরা, দেখ অন্য সঙ্গীদের খুঁজে বের করতে পারো কিনা।'

'ওরা যদি জিজ্ঞেস করে কে ওদের অমন মারমুখী ভঙ্গিতে আক্রমণ করেছিলো, বোলো তাঁর নাম ডন কুইক্সোট অভ লা মানচা, বা বিষণ্ণমুখ নাইট,' জুড়ে দিলো সাংকো।

ঘাড় কাত করে রওনা হয়ে গেল দুই পুরোহিত।

www.BanglaBook.org

সাংকোর দিকে ফিরলেন এবার নাইট।

'আচ্ছা "বিষণ্ণ মুখ নাইট" নামটা কোথায় পেলে তুমি?'

'পাবো কেন? আমি বানিয়েছি। ওদের এই মশালের আলোয় আপনার চেহারা যা দেখাচ্ছিলো—বিষণ্ণতার জীবন্ত ছবি যেন। কেন যে অমন লাগছিলো জানি না। হয়তো দাঁত হারিয়েছেন বলে, নয় তো যুদ্ধ ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে গেছেন বলে—ঠিক জানি না।'

'আসলে তা না,' জবাব দিলেন ডন কুইক্সোট। 'কোনো এক অদৃশ্য শক্তি তোমার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছে নামটা। কারণ কী জানো? প্রাচীনকালের সব নামকরা নাইটদেরই অমন একেকটা নাম থাকতো। উপাধি বলতে পারো। যেমন: জ্বলন্ত তলোয়ারের নাইট, ফিনিক্স-এর নাইট, সুন্দরীদের নাইট, মৃত্যুর নাইট, এরকম আরো অনেক। এসব উপাধি যাদের ছিলো তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নই আমি। সেজন্যেই ঐ মহাশক্তি তোমার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছেন আমার নতুন নাম—বিষণ্ণ-মুখ নাইট।'

'হতে পারে,' বললো সাংকো। 'তবে এটাও ঠিক, স্যার, সত্যি সত্যিই তখন আপনার চেহারাটা যা লাগছিলো না!'

'লাগতেই হবে! না হলে নামটা তোমার মনে আসবে কেন? যাক চলো, এখন দেখি ঐ পালকিতে কী আছে। সত্যি সত্যিই ওরা কোনো দেহাবশেষ নিয়ে যাচ্ছিলো না আমাকে ভাঁওতা দিলো একবার দেখা উচিত।'

'দরকার নেই, স্যার,' জবাব দিলো সাংকো। 'এই একটা মাত্র লড়াই দেখলাম যেটায় আপনি আহত হননি। এখন তাড়াতাড়ি এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া উচিত আমাদের। পালিয়ে যাওয়া পাদ্রী-

গুলো যদি সঙ্গী দু'জনের মুখে শোনে মাত্র একজন লোক তাদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে এবং এক জোট হয়ে আবার এসে পড়ে এখানে তাহলে মুশকিলে পড়তে হবে। তার চেয়ে মানে মানে কেটে পড়াই ভালো। কবির সেই কথা মনে নেই, "মৃতের জন্যে কবর আর যারা জীবিত তাদের জন্যে রুটি" ?'

'ঠিক আছে। তুমি যখন বলছো তাহলে চলো, আমরা চলেই যাই। সত্যি, রুটির খুব দরকার আমাদের।'

'রুটির কোনো অভাব আর নেই আমাদের, স্যার, শুধু একটা জায়গা দরকার খাওয়ার মতো।'

ড্যাপ্‌ল-এর জিনের সঙ্গে বাঁধা কোটের থলেটা দেখালো সাংকো। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো নাইটের মুখ। কোত্থেকে ওগুলো জোগাড় করলো সাংকো জিজ্ঞেস করলেন না।

'তাহলে চলো, আমরা এগোই,' বললেন তিনি।

কিছুক্ষণের মধ্যে দুই পাহাড়ের মাঝে নরম ঘাসে ছাওয়া প্রশস্ত এক উপত্যকায় পৌঁছে গেলেন ওরা। উপত্যকার এক ধারে একটা ঝরনা বেরিয়ে এসেছে পাহাড়ের বুক ফুঁড়ে। ঝরনার কাছাকাছি গিয়ে থামলেন দুই অভিযাত্রী। ঘোড়া থেকে নেমে নরম ঘাসের ওপর বসলেন ডন কুইক্সোট। সাংকো ড্যাপ্‌ল-এর পিঠ থেকে নিয়ে এলো খাবারের থলে। অহেতুক সময় নষ্ট না করে খাওয়া শুরু করলেন দু'জন।

পরদিন সকালে আবার যাত্রা করলেন ওঁরা। কিছু দূর যেতে না যেতেই বৃষ্টি নামলো মুষলধারে।

'স্যার, কী করবো এখন ?' সাংকো জিজ্ঞেস করলো। 'ভিজে

গেলাম যে একেবারে।'

'কী আর করবো ?' জবাব দিলেন ডন কুইক্সোট। 'এগিয়ে যাবো, বৃষ্টি কোনোদিন কোনো নাইটের গতি স্তব্ধ করতে পেরেছে বলে শুনিনি।'

'স্যার, কোথাও দাঁড়ালে হতো না ?'

'না, সাংকো, খামোকা সময় নষ্ট করা সাজে না নাইটদের। বৃষ্টি এমন কিছু জোরে পড়ছে না যে দাঁড়াতে হবে। চলো।'

'এটাও যদি জোরে না হয় তো কোনটা যে জোরে কে জানে !' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বললো সাংকো।

এগিয়ে চললেন নাইট। পেছন পেছন বিরস মুখে সাংকো। কিছুদূর গিয়ে ডান দিকে তাকাতেই ডন কুইক্সোট লক্ষ্য করলেন অন্য একটা পথ এসে মিশেছে ওঁরা যে পথে চলেছেন সেটার সঙ্গে। সোজা যাবেন না ডানের পথ ধরবেন ভাবছেন তিনি, এই সময় দেখলেন ডানের পথ ধরে ছুটে আসছে এক অশ্বারোহী।

দাঁড়িয়ে পড়লেন নাইট। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন :

'দেখেছো, সাংকো, নতুন এক রোমাঞ্চের মুখোমুখি আমরা ! তুমি তো বলছিলে দাঁড়াতে, দাঁড়ালে এই রোমাঞ্চ আমাদের হাত-ফস্কে যেতো না ?'

'রোমাঞ্চ কোথায়, স্যার !'

'কী বলছো তুমি, সাংকো, দেখছো না, ছাই রঙের ঘোড়ায় চেপে এক নাইট আসছে ? ওর মাথায় ওটা মামব্রিনোর শিরোস্ত্রাণ।'

'মামব্রিনো ! কে সে ? এ নামের কারো কথা তো শুনিনি জীবনে।'

'মামব্রিনোর নাম শোনোনি ! মামব্রিনো এক মুরিশ রাজা।

www.BanglaBook.org

খাঁটি সোনার তৈরি এক জাদুর শিরোস্ত্রাণ পরতো সে,' ব্যাখ্যা করলেন নাইট।

'জাদুর শিরোস্ত্রাণ! কী রকম জাদু, স্যার?'

'যে ঐ শিরোস্ত্রাণ পরে যুদ্ধ করবে সে কখনো আহত হবে না।'

'ও। কিন্তু, স্যার, আমার মনে হয় আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে।'

'ভুল হচ্ছে! আমার?' বললেন ডন কুইক্সোট, 'কেন, সাংকো, তুমি দেখতে পাচ্ছো না, ধূসর রঙের ঘোড়ায় চেপে এক নাইট ছুটে আসছে আমাদের দিকে, মাথায় রয়েছে সোনার শিরোস্ত্রাণ?'

'আমি যা দেখছি এবং বুঝতে পারছি,' জবাব দিলো সাংকো, 'একটা লোক আসছে, ঘোড়া নয় আমার ড্যাপ্‌ল-এর মতোই একটা গাধায় চেপে আর লোকটার মাথায় রয়েছে চকচকে কিছু একটা।'

'হ্যাঁ, ঐ চকচকে জিনিসটাই মামব্রিনোর শিরোস্ত্রাণ।'

'শিরোস্ত্রাণ কই! আমার তো মনে হচ্ছে গামলা (ইতিমধ্যে বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় এবং গর্দভারোহী কাছাকাছি এসে পড়ায় তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সাংকো)।'

'যা বোঝো না, তা-ই নিয়ে বার বার তর্ক করো তুমি। বুঝেছি, ভয় করছে তোমার। যাও এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি বদমাশটাকে শিক্ষা দিয়ে আসছি।'

বর্শা বাগিয়ে ধরে ছুটে গেলেন ডন কুইক্সোট।

আসল ব্যাপারটা হলো: কাছেই পাশাপাশি দুটো গ্রাম আছে। একটা ছোট, একটা বড়। বড় গ্রামটা সব দিক দিয়েই

www.BanglaBook.org

মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, ছোটটা নয়। ছোট গ্রামটায় না আছে দোকান না আছে নাপিত। কিন্তু বড়টায় আছে। বড় গ্রামের নাপিত লোকটা দুই গ্রামেরই মানুষদের ক্ষৌরকর্ম করে থাকে। আজ সকালে সে গাধায় চেপে ছোট গ্রামটায় যাচ্ছিলো এক লোকের দাড়ি আর এক লোকের কোঁড়া কাটার জন্যে। সঙ্গে ছিলো তার পিতলের চকচকে গামলাটা। পথে বৃষ্টি নেমে যাওয়ায় বেচারা নাপিত সম্ভবত তার নতুন কেনা হ্যাটটা পানি থেকে বাঁচাতে গামলাটা মাথায় দিয়েছিলো। এই সময়ই ডন কুইক্সোট তাকে দেখেন। এবং যথারীতি তাঁর কল্পনাবিলাসী মন যা ভাবার ভেবে নেয়। নাপিত বেচারা কাছাকাছি এসে যেতেই তিনি সাংকোকে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে ছুটে গেলেন বর্শা বাগিয়ে ধরে। চিৎকার করলেন:

'সাহস থাকে তো আমার মোকাবেলা করো, নীচ দুর্বৃত্ত; নয় তো ন্যায়তঃ যা আমার প্রাপ্য তা আমার হাতে তুলে দাও স্বেচ্ছায়।'

বেচারা নাপিত চমকে মুখ তুলে তাকালো। সামনে নাইটের তেড়ে আসা মূর্তি দেখে তার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার যোগাড়। একমুহূর্ত দেরি না করে গাধার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটলো সে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে। মাথা থেকে পড়ে যাওয়া পেতলের গামলাটার দিকে ফিরেও তাকালো না।

শত্রুকে এমন ভয় পেয়ে পালাতে দেখে যারপরনাই খুশি হলেন ডন কুইক্সোট। আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে তাকালেন মূঢ় সাংকোর দিকে। যেন বোঝাতে চাইলেন, 'কী, বলেছিলাম না?'

সাংকো এসে দাঁড়ালো প্রভুর পাশে। ডন কুইক্সোট তাকে

নির্দেশ দিলেন শিরোস্ত্রাণটা কুড়িয়ে তাঁর হাতে দেয়ায়। গাধার পিঠ থেকে নেমে এগিয়ে গেল সাংকো। গামলাটা হাতে নিয়েই চেঁচিয়ে উঠলো :

'স্যার, একেবারে পয়সার জিনিস। কি ওজন! কমসে কম আট রিয়াল হবে দাম।'

'দাও, দাও, আমার কাছে দাও,' বললেন নাইট।

হাতে নিয়ে প্রথমেই গামলাটা মাথায় চাপালেন ডন কুইক্সোট। এদিক ওদিক কয়েক বার ঘুরিয়ে শেষে হতাশ কণ্ঠে বললেন :

'রাজা মামব্রিনোর মাথাটা খুব বড় ছিলো মনে হচ্ছে। আর সবচেয়ে যেটা দুঃখজনক, শিরোস্ত্রাণটার মুখাবরণ নেই।'

সাধারণ একটা নাপিতের গামলাকে শিরোস্ত্রাণ বলতে শুনে এবং সেটা মাথায় পরতে দেখে হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে উঠলো সাংকোর পক্ষে। প্রভু রেগে যেতে পারেন ভেবে অবশ্য তক্ষুণি মুখে হাত চাপা দিলো।

'কী ব্যাপার, সাংকো?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন নাইট, 'হাসছো কেন?'

'আপনার ঐ শিরোস্ত্রাণটা, স্যার, আমার কাছে ঠিক নাপিতের গামলার মতো লাগছে,!'

'হুঁ। আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছিলো তোমাকে বলি, শোনো। এই বিখ্যাত শিরোস্ত্রাণ কোনো না কোনো ভাবে এমন কারো হাতে পড়েছিলো যে এটার মূল্য বা মর্যাদা সম্পর্কে কিছুই জানতো না। খাঁটি সোনার তৈরি দেখে সে এর অর্ধেকটা গলিয়ে কাজে লাগিয়েছে, বাকি অর্ধেক রেখে দিয়েছে এভাবে—যাকে তুমি

নাপিতের গামলা বলছো।'

'হতে পারে।'

'অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না,' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে চললেন নাইট, 'এটাই আমি পরবো। যত যা-ই হোক এটার অদ্ভুত এক জাদুকরী ক্ষমতা ছিলো—নিশ্চয়ই অর্ধেক হয়ে যাওয়ার পর এখনও কিছুটা আছে। আর কিছু না হোক, ছোটখাটো আঘাত থেকে অন্তত এটা আমাকে রক্ষা করবে।'

'আর এই ধুসর গা—আঁ···ঘোড়াটার কী হবে?' নিজের গাধার সঙ্গে নাপিতেরটা বদলে নেয়ার আশায় বললো সাংকো। 'এমন ভালো ঘোড়া কমই দেখেছি আমার জীবনে।' (সত্যিই নাপিতের গাধাটা অনেক ভালো এবং স্বাস্থ্যবান সাংকোর ড্যাপ্‌ল-এর চেয়ে।)

সাংকোর আশাটাকে খুব একটা আমল দিলেন না ডন কুইক্সোট।

'না, সাংকো,' বললেন তিনি, 'তোমার উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তা করা চলবে না। কোনো সত্যিকারের নাইট পরাজিত শত্রুর ঘোড়া লুণ্ঠন করে না। ওটা যেখানে আছে সেখানেই থাক, লোকটা যখন দেখবে আমরা চলে গেছি, এসে ঘোড়াটাকে নিয়ে যাবে।'

'ঘোড়াটা পেলে আমার খুব উপকার হতো,' হতাশ কণ্ঠে বললো সাংকো। 'তবে এ-ই যদি নাইটদের রীতি হয় তাহলে কিছু বলার নেই। কিন্তু, স্যার, ঘোড়া না হয় না-ই নেওয়া গেল এর সাজ-সজ্জাও কি নেয়া যাবে না?'

ভাবনায় পড়লেন ডন কুইক্সোট।

'আমি ঠিক জানি না,' বললেন তিনি। 'তবে যেহেতু জানি না

www.BanglaBook.org

সেহেতু যতক্ষণ না জানছি ততক্ষণ তোমাকে ওগুলো নেয়ার অনুমতি আমি দেবো। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, বিনিময়ে তোমারগুলো দিয়ে দিতে হবে ওকে। আর তোমার প্রয়োজনটাও খুব জরুরি হতে হবে।'

'স্যার, কি জরুরি প্রয়োজন যদি আপনাকে বোঝাতে পারতাম! এর চেয়ে জরুরি আর হয় না।'

'তাহলে নাও। ড্যাপ্‌ল-এর সাজলজ্জা আগে ওটার গায়ে পরিয়ে দেবে তারপর ওরগুলো নেবে।'

খুশি মনে কাজে লেগে গেল সাংকো।

কিছুক্ষণ পর আবার পথে নামলেন নাইট ও তাঁর অনুচর। নাইটের মনটা খুশি খুশি, একটু গর্বিত। বিখ্যাত বীর মামব্রিনোর শিরোস্ত্রাণ মাথায় দিয়ে চলেছেন তিনি, এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দশ

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবার ঘটনার (রোমাঞ্চকর কিনা তা ডন কুইক্সোট নিজেও বুঝতে পারলেন না) মুখোমুখি হলেন ওঁরা। জনা বারো লোককে এক সাথে লম্বা একটা শিকল দিয়ে বেঁধে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে চার জন সশস্ত্র রক্ষী। লোকগুলোর গলায় বাঁধা হয়েছে শিকল। শুধু তা-ই নয় হাতে হাত কড়া পরানো প্রত্যেকের। রক্ষী চার জনের দু'জন চলেছে ঘোড়ায় চেপে, তাদের হাতে রয়েছে বন্দুক, বাকি দু'জন যাচ্ছে হেঁটে, তলোয়ার আর বর্শায় সজ্জিত তারা।

'আহ্!' ওদের দেখেই চিৎকার করলো সাংকো, 'অপরাধীর দল! রাজার আদেশে গ্যালি(জাহাজ)তে নিয়ে যাচ্ছে দাঁড় টানানোর জন্যে।'

'মানে! জোর করে?' সবিস্ময়ে বললেন ডন কুইক্সোট। 'এ-ও কি সম্ভব, রাজা মানুষের ওপর জোর করছেন!'

'জোর কেন হবে?' বললো সাংকো। 'ওরা অপরাধ করেছে, তার শাস্তি এটা।'

'অপরাধ করুক, না করুক, ওরা নিজের ইচ্ছায় যাচ্ছে না এটা তো ঠিক ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো সাংকো।

'তাহলে আমার কর্তব্য আমাকে করতেই হবে,' বললেন নাইট। 'যারা নিপীড়িত, যারা নির্যাতিত তাদের পাশে দাঁড়ানো আমার কর্তব্য।'

'নিপীড়িত কোথায় দেখলেন, স্যার, ওরা সব অপরাধী সে-জন্যেই ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

'নিপীড়িত না! ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এটাই তো নিপীড়ন।'

'না, স্যার, এটা নিপীড়ন নয়, ওদের অপরাধের শাস্তি এটা। আর এ শাস্তি দিচ্ছেন রাজা নিজে!'

ইতিমধ্যে দলটা কাছে এসে গেছে। সাংকোর নিষেধে কান না দিয়ে ডন কুইক্সোটই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে রক্ষীদের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন :

'এভাবে লোকগুলোকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন ?'

'এরা সবাই অপরাধী,' জবাব দিলো এক অশ্বারোহী রক্ষী, 'বিচারের রায় অনুযায়ী এদের গ্যালিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দাস হিশেবে দাঁড় টানানোর জন্যে।'

'ওদের কার কী অপরাধ আমি জানতে চাই।'

'দেখুন, স্যার, এতগুলো লোকের অভিযোগ পড়ে শোনানোর মতো সময় আমাদের হাতে নেই। আপনি ইচ্ছে করলে কাছে এসে ওদেরকেই জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমরা বাধা দেবো না।'

ডন কুইক্সোট এগিয়ে প্রথম কয়েদীর কাছে জানতে চাইলেন,

www.BanglaBook.org

তার অপরাধ কী ?

লোকটা বললো, 'প্রেম।'

'প্রেম!' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন ডন কুইক্সোট। 'এটা কোনো অপরাধ হলো নাকি ? এই অপরাধে যদি মানুষকে গ্যালিতে যেতে হয় তাহলে তো আমার অনেক আগেই ওখানে যাওয়া উচিত ছিলো।'

কয়েদীটা এবার ব্যাখ্যা করলো : 'স্যার, এ প্রেম আপনি যা ভাবছেন সে প্রেম নয়। আমি প্রেমে পড়েছিলাম চমৎকার এক ঝুড়ি লিনেনের। হ্যাঁ, আমার নয়, অন্য মানুষের। সেজন্যে ওরা একশো ঘা চাবুক মেরেছে আমাকে, এখন পাঠাচ্ছে গ্যালিতে।'

দ্বিতীয় জনকেও এক প্রশ্ন করলেন ডন কুইক্সোট। কিন্তু সে বেচারা এমন ভেঙে পড়েছে যে কোনো জবাব দিতে পারলো না। প্রথম জনই জবাব দিলো তার হয়ে :

'ও, স্যার, ক্যানারি পাখি—মানে আমি বলতে চাচ্ছি গায়ক হতে চেয়েছিলো।'

'এ কি সম্ভব! গায়ক হতে চেয়েছিলো বলে গ্যালিতে পাঠানো হচ্ছে!'

'ঠিক গায়ক না, আসলে চাপের মুখে গুণ গুণ করে স্বীকার করে-ছিলো ও নিজের মনে করে একজনের গরু ঘরে নিয়ে তুলেছিলো।'

'নিজের মুখে দোষ স্বীকার করেছে তার পরও গ্যালিতে পাঠানো হচ্ছে! কী অন্যায় দেখ তো!'

তৃতীয় জনের কাছে গেলেন নাইট। একই প্রশ্ন করলেন।

'আমার, স্যার, দশটা ডুকাট-এর ভীষণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে-

ছিলো, তাই স্যার এক জনের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিলাম। মানে তার অনুমতি না নিয়েই।'

'যদি মুক্ত করতে পারি, তোমাকে আমি বিশ ডুকাট দেবো, ভাই,' সহানুভূতির সঙ্গে বললেন ডন কুইক্সোট। এগিয়ে গেলেন পরের জনের দিকে। তারপর আরেকজনের দিকে, তারপর আরেক জন। প্রত্যেকেই যা বললো তার শাদামাটা অর্থ, কিছু না কিছু চুরি করেছে তারা। অবশেষে নাইট এমন একজনের কাছে এলেন যার শুধু গলা নয় হাত পা-ও বাঁধা শিকল দিয়ে।

বছর ত্রিশেক বয়েস লোকটার। একটা চোখ ট্যারা। এ ছাড়া সুদর্শনই বলা যায় তাকে।

'একে আর সবার চেয়ে বেশি মজবুত করে বাঁধা হয়েছে কেন?' জিজ্ঞেস করলেন ডন কুইক্সোট।

'কারণ ওর অপরাধ বাকি সবারগুলো এক করলে যা হয় তার চেয়েও বেশি,' জবাব দিলো রক্ষী। 'তাছাড়া ওর মতো দুঃসাহসী, ফন্দিবাজ লোক কমই আছে। শুধু গলায় বাঁধলে কখন শিকল কেটে পালায়, তাই এই সাবধানতা। ওর নাম গিনেস ডি পাসামনট। শিকল কাটায় ওর চেয়ে পাকা কেউ নেই এ তল্লাটে।'

'শিকল কাটায় পাকা হলেই এমন শাস্তি পেতে হবে!' বললেন ডন কুইক্সোট। 'না, এ অন্যায়—খুবই অন্যায়।' কয়েদীদের দিকে তাকালেন তিনি। 'ভাই সব, তোমাদের সাথে আলাপ করে আমি বুঝতে পারলাম, তোমরা অপরাধী হলেও যে বিচার তোমাদের করা হয়েছে তাতে তোমরা সন্তুষ্ট নও। অর্থাৎ তোমরা যে গ্যালিতে যাচ্ছো, নিজের ইচ্ছায় যাচ্ছো না। আরেকটা কথা, তোমাদের অপরাধ

www.BanglaBook.org

আসলেই অপরাধ কিনা সে ব্যাপারেও আমার সন্দেহ আছে। নিজের লিনেন না থাকলে অন্যের লিনেনের প্রতি লোভ হতেই পারে, আর যার টাকার প্রয়োজন যদি নিজের কাছে না থাকে অন্যের কাছ থেকে নেবে না? সবচেয়ে যেটা আমাকে বেশি পীড়িত করেছে তা হলো চাপ দিয়ে দোষ স্বীকার করানো। তার পর, যখন স্বীকার করেছে তখন এত কঠিন শাস্তির কী প্রয়োজন ছিলো? আরেকটা কথা, তোমাদের বিচার যে নিরপেক্ষ হয়েছে, সে ব্যাপারেও আমার সন্দেহ আছে। রাজার ইচ্ছা তোমাদের গ্যালিতে পাঠাবেন, কারণ দাঁড় টানানোর জন্যে তাঁর লোক দরকার, এই অবস্থায় বিচারক কী করে তাঁর বিরুদ্ধে যাবেন? নির্দোষ মনে হলেও তো তাঁর পক্ষে কাউকে মুক্তি দেয়া সম্ভব নয়, রাজার কুনজরে পড়ার সম্ভাবনা আছে তাতে। সুতরাং—'নেতা গোছের রক্ষীটির দিকে তাকালেন নাইট, 'আমার ধারণা শিকল বাঁধা অবস্থায় হেঁটে হেঁটে যে এতদূর এসেছে, এতেই যথেষ্ট শাস্তি হয়ে গেছে ওদের। এখন আমি আশা করবো আপনারা এই নিরপরাধ বা প্রায় নিরপরাধ লোকগুলোকে এক্ষুণি ছেড়ে দেবেন। নইলে আমার এই বর্শা, এই তরবারি আর এই বাহুর ক্ষমতা আপনাদের বাধ্য করবে আমার নির্দেশ পালন করতে।'

'আপনি উন্মাদ না অন্য কিছু ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যার,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো রক্ষীটি। 'রাজার বন্দীদের ছেড়ে দিতে বলছেন! যান, যান, স্যার, খামোকা ঝামেলা না পাকিয়ে যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানে চলে যান। গামলাটা মাথার ওপর সোজা করে বসিয়ে নিন। আর একটা পরামর্শ, দয়া করে তিন পেয়ে বিড়াল খুঁজে বেড়াবেন না, লাভ হবে না'।

'তুমি—তুমি নিজেই একটা বিড়াল—একটা ইঁদুর—না, বদমাশ!' উত্তেজনায় এর চেয়ে কঠোর কোনো গালাগাল বেরোলো না নাইটের মুখ দিয়ে। একই সঙ্গে তিনি রক্ষীটিকে এমন অস্বাভাবিক দ্রুততায় আক্রমণ করে বসলেন যে সে বেচারা আত্মরক্ষার কোনো সুযোগই পেলো না। আহত হয়ে পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য রক্ষীরা তৈরি হলো ডন কুইক্সোটের ওপর চড়াও হওয়ার জন্যে। পা পা ক'রে ওরা এগোতে লাগলো নিঃসঙ্গ যোদ্ধার দিকে।

এত জনের সঙ্গে পেরে ওঠার প্রশ্নই ওঠে না নাইটের। কিন্তু ভাগ্য দেবী সব সময়ই তাঁর প্রতি সদয়। রক্ষীরা যখন তলোয়ার আর বন্দুক উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে ঠিক তখন হৈ হট্টগোল, হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল কয়েদীদের ভেতর। শিকল ভাঙায়, ভূপাতিত রক্ষীর কোমর থেকে চাবি ছিনিয়ে নিয়ে তালা খোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো তারা। সাংকোও এগিয়ে গেল তাদের সাহায্যে। কয়েক মুহূর্তের ভেতর তিন চার জন মুক্ত হয়ে গেল এবং হামলা চালালো অক্ষত রক্ষীদের ওপর। মিনিট খানেকেরও কম সময়ের ভেতর দেখা গেল সব ক'জন রক্ষী মাটিতে পড়ে ধুঁকছে, তাদের অস্ত্র শস্ত্র সব বন্দীদের দখলে।

গিনেস ডি পাসামনট এবার নেতৃত্ব গ্রহণ করলো মুক্তি পাওয়া কয়েদীদের। তার নির্দেশে তারা ঠেলে ঠুলে, তলোয়ার দিয়ে খোঁচা মেরে দাঁড় করিয়ে ফেললো রক্ষী ক'জনকে।

'মরতে না চাইলে পালাও এক্ষুণি!' বন্দুক উঁচিয়ে নির্দেশ দিলো পাসামনট।

দেখাদেখি অন্য রক্ষীরাও মারমুখী মূর্তি ধারণ করলো। সশস্ত্ররা

অস্ত্র তুললো, নিরস্ত্ররা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলো পাথর। ছুঁড়বার জন্যে তৈরি।

দেখে শুনে আর এক মুহূর্তও দেরি করা সমীচিন মনে করলো না রক্ষীরা। ঝেড়ে দৌড় লাগালো মাঠের ভেতর দিয়ে। যাদের অবস্থা একটু বেশি খারাপ তারা অন্যদের সাহায্য নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ছুটলো। কিছুক্ষণের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা।

ডন কুইক্সোট এবার মঞ্চ দখল করলেন। কয়েদীদেরকে তাঁর চারপাশে জড় হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ছোট্ট একটা ভাষণ দিলেন।

'ভাই সব,' শুরু করলেন তিনি, 'ভদ্রলোকের কর্তব্য যে উপকার করে তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। যে তা করে না, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তার মতো পাপী আর নেই। একথা কেন বলছি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো? এইমাত্র যে উপকারটা তোমাদের করলাম তার প্রতিদান চাই আমি। না তোমাদের ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই, বেশি কিছু চাইবো না।' আমি শুধু চাইবো, তোমরা একটু কষ্ট করে এল টোবোসোতে যাবে। ওখানে লেডি ডালসিনিয়া দেল টোবোসোর সামনে উপস্থিত হয়ে বলবে, বিষণ্ণ-মুখ নাইট তোমাদেরকে পাঠিয়েছে তার সেবায়। আর হ্যাঁ, আজ যেভাবে তোমাদের মুক্ত করলাম তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেবে তার কাছে। তারপর যেখানে খুশি চলে যেও তোমরা।'

সবার পক্ষে থেকে জবাব দিলো গিনেস ডি পাসামনট।

'স্যার, আপনি যা বলছেন তা করা অসম্ভব আমাদের পক্ষে। কারণ আমরা পালিয়েছি খবর পাওয়া মাত্র শত শত রক্ষী বের হবে আমাদের খোঁজে। এই অবস্থায় দল বেঁধে এল টোবোসোতে

www.BanglaBook.org

যাওয়ার চেষ্টা করা মানে আবার ধরা পড়া। এত বড় ঝুঁকি আমরা কিছুতেই নিতে পারি না।'

'সে ক্ষেত্রে,' ভয়ানক ক্রোধে গর্জে উঠলেন ডন কুইক্সোট, 'দু'পায়ের ফাঁকে লেজ গুঁজে তুমি একাই যাবে, স্যার বদমাশ ডন গিনেস ডি পাসামনট! আর ঐ লোহার শিকল পুরোটা পিঠে করে নিয়ে যাবে তুমি!'

পাসামনট লোকটা ভয়ানক হিংস্র স্বভাবের (ইতিমধ্যেই সে বুঝে ফেলেছে আমাদের নাইটের মাথায় কিছু গোলমাল আছে)। ডন কুইক্সোটের এই অপমানকর কথা শুনে সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো সে। অমনি শুরু হয়ে গেল পাথর বৃষ্টি। রক্ষীদের মারার জন্যে যেগুলো তুলে নিয়েছিলো কয়েদীরা সেগুলো ছুঁড়তে লাগলো নাইটের দিকে। আত্মরক্ষায় ঢাল খুব একটা কাজে আসলো না তাঁর। কারণ তিনি নিজেই তাঁকে ঘিরে দাঁড়াতে বলেছিলেন কয়েদীদের। কিছুক্ষণের মধ্যে ধরাশায়ী হলেন তিনি। বেচারা সাংকোও রেহাই পেলো না। ডন কুইক্সোট মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর কয়েদীরা তাঁর মাথা থেকে পিতলের গামলাটা খুলে নিয়ে সেটা দিয়ে পেটাতে লাগলো তাঁকে। যতক্ষণ না ওটা দুমড়ে বেঁকে বিদঘুটে হয়ে গেল ততক্ষণ চললো পিটুনি। একজন ক্লান্ত হয়ে গেলে অন্য জন তুলে নেয় গামলাটা, তারপর আরেক জন। অবশেষে সবার পালা যখন শেষ হলো পাসামনট চিৎকার করলো:

'হয়েছে। চলো এবার যাওয়া যাক!'

চলে গেল কয়েদীরা নাইট, তাঁর পার্শ্বচর, রোজিন্যান্ট আর ড্যাপ্‌লকে পেছনে ফেলে। যাওয়ার আগে সাংকো এবং ডন

কুইক্সোটের কোট (যেটা তিনি বর্মের ওপরে পরতেন) খুলে নিয়ে গেল ওরা।

অনেক অনেকক্ষণ পর যখন সন্ধ্যা নামছে প্রকৃতিতে ডন কুইক্সোটের মনে হলো, চেষ্টা করলে বোধহয় কথা বলতে পারবেন।

'সাংকো,' কাতর স্বরে ডাকলেন তিনি, 'শুনেছিলাম বটে গুণ্ডা বদমাশদের দয়া দেখানো আর সাগরে পানি ঢালা এক কথা। কোনোদিন বিশ্বাস করিনি। আজ করলাম। তোমার পরামর্শ শুনলে এত সব ঝামেলা পোহাতে হতো না। যাক যা হবার হয়ে গেছে, এর পর থেকে সাবধান হতে হবে আমাদের।'

'সাবধান হবেন আপনি। যেদিন হবেন সেদিন থেকে আমাকে তুর্কী বলে ডাকবেন। মাত্র তো বললেন আমার পরামর্শ শুনলে এমন হতো না, এখন আরেকটা পরামর্শ দিচ্ছি, ভেবে দেখুন শুনবেন কি না।'

'বলো।'

'ঐ যে গিনেস পাসামনট না কী নাম, কী বলছিলো শুনেছেন? ওদের খোঁজে রাজার রক্ষীরা বেরোবে।'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'ঐ সব রক্ষীদের দু'এক জনকে দু'একবার আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তাতে যা বুঝেছি, নাইট ফাইটদের ওরা দু'ফাদিংয়েরও দাম দেয় না। তাই বলছি কি, আগামী কিছুদিন আমাদের কোনো লড়াই টড়াই না করে চুপচাপ থাকাই ভালো।'

'তুমি সাংকো, সত্যিই কাপুরুষ,' জবাব দিলেন নাইট। 'ঠিক

www.BanglaBook.org

আছে, তবু, যাতে কোনো দিন বলতে না পারো তোমার পরামর্শ শুনিনি, এবার আমি কিছুদিন চুপচাপই থাকবো। তবে একটা শর্তে, তুমি কখনো কাউকে বলতে পারবে না, আমি ভয় পেয়ে অমন করেছি, করেছি শুধুমাত্র তোমার অনুরোধ রাখার জন্যে।'

'স্যার,' জবাব দিলো সাংকো, 'যুদ্ধের সময় হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার অর্থই ভয় পাওয়া এটা কিন্তু ঠিক নয়। অনেক সময় কৌশল হিশেবেও চুপ করে থাকতে হয়। আগামী কালের বড় লড়াইয়ে জিতবার জন্যে আজকের ছোট লড়াই থেকে পিছিয়ে যাওয়া সত্যিকারের বীরেরই কাজ।'

'সত্যি বলছো তুমি?'

'হ্যাঁ, স্যার। মিথ্যে বলে আমার লাভ?'

'ঠিক আছে, তাহলে তোমার কথাই থাক এবারের মতো। এখন থেকে কিছুদিন আমরা অজ্ঞাতবাস করবো।'

'ঘোড়ায় চড়তে পারবেন তো, স্যার?'

'দেখি চেষ্টা করে।'

অনেক কষ্টে, প্রচুর উহ্-আহ্ করে উঠে বসলেন নাইট। একই ভাবে দাঁড়ালেন। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে উঠে বসলেন রোজিন্যান্টের পিঠে। সাংকোও চড়লো তার গাধায়। আগে আগে থেকে পথ দেখিয়ে চললো সে। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেল সিয়েরা মোরেনার পার্বত্য অঞ্চলে। সাংকোর ইচ্ছা এখানকার কোনো পাহাড়ী গুহায় কিছু দিন—যত দিন না ওদের খাবার দাবার শেষ হয় অন্তত ততদিন—লুকিয়ে থাকবে, তারপর যা হয় করা যাবে।

মাঝ রাতের কিছু আগে নাইটকে নিয়ে সিয়েরা মোরেনার কেন্দ্রস্থলে ছোট দুটো পাহাড়ের মাঝখানে একগুচ্ছ কর্ক গাছের কাছে পৌঁছুলো সাংকো।

'স্যার, আজকের রাতটা এখানে থাকলে কেমন হয়?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'কাল সকালে আরো ভালো কোনো জায়গা খুঁজে দেখবো।'

সম্মতি দিলেন ডন কুইক্সোট।

www.BanglaBook.org
BanglaBook.org

এগারো

এদিকে দুর্বৃত্ত গিনেস পাসামনটও আগামী কিছু দিন সিয়েরা মোরেনার পার্বত্য অঞ্চলে লুকিয়ে থাকবে বলে ঠিক করেছে।

নিয়তির এমন অমোঘ বিধান, ডন কুইক্সোট এবং তাঁর পার্শ্বচর যে ছোট্ট উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছেন গভীর রাতে সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হলো সে আশ্রয় নেয়ার জন্যে। দুই অভিযাত্রী তখন ঘুমিয়ে। দূর থেকে তাঁদের দেখেই চিনতে পারলো পাসামনট। দু'জনকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে একটা ফন্দি খেলে গেল তার মাথায়। এই বিস্তীর্ণ পাহাড়ী এলাকায় একা বাস করার চেয়ে সঙ্গে একটা গাধা থাকলে মন্দ হয় না। হ্যাঁ, গাধার কথাই ভাবলো পাসামনট, ঘোড়ার নয়। ঘোড়া মানে তো রোজিন্যান্ট, ওকে বিক্রির যোগ্য তো নয়ই চড়ার যোগ্যও মনে হয়নি তার কাছে। তার চেয়ে ড্যাপ্‌ল অনেক ভালো। যে ক'দিন কাজে লাগানো যায় লাগাবে, তারপর বেচে দিয়ে দু'পয়সা কামাই করতে পারবে।

পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল গিনেস পাসামনট। তারপর ড্যাপ্‌লকে নিয়ে চম্পট। ভোর হওয়ার আগেই এমন এক জায়গায়

www.BanglaBook.org

চলে গেল যেখান থেকে তাকে খুঁজে বের করা এক কথায় অসম্ভব আমাদের নাইটের পক্ষে।

সোনালি সকাল এলো সারা পৃথিবীর জন্যে আনন্দের—কেবল সাংকো পানযার জন্যে দুঃখের বার্তা নিয়ে। ঘুম থেকে উঠেই সে হাউ মাউ করে উঠলো ড্যাপ্‌লকে না দেখে। তারপর এমন করুণ সুরে বিলাপ জুড়ে দিলো যে ধড়মড় করে উঠে বসলেন ডন কুই-ক্সোট। সাংকো তখন সুর ক'রে বলছে :

'ও আমার বাপ, আমার বাচ্চাদের খেলার সাথী, বউয়ের মনের শান্তি, পড়শীদের ঈর্ষা, আমার বোঝার বাহক, কোথায় গেলি তুই? রোজ তুই ছাব্বিশ ফার্দিং আয় করতি, তা দিয়ে আমার দিনের খরচের অর্ধেক চলে যেত, এখন আমি কোথায় পাবো ঐ পয়সা? আমার ড্যাপ্‌ল, ড্যাপ্‌ল রে!'

বিলাপ শুনেই তার কারণ বুঝতে পারলেন ডন কুইক্সোট। সাধ্য-মতো তিনি তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলেন, ধৈর্য ধরতে বল-লেন। কিছুতেই কিছু হলো না। চলতেই লাগলো সাংকোর নাকি কান্না। শেষে নিরুপায় নাইট তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন বাড়ি ফিরেই তাঁর পাঁচটা গাধার তিনটা ওকে দিয়ে দেবেন। এবার একটু শান্ত হলো সাংকো। চোখের পানি মুছতে মুছতে প্রভুকে ধন্যবাদ জানালো সে।

এর পর পূর্ব পরিকল্পনা মতো আবার এগোনো আরো ভালো আশ্রয়ের সন্ধানে। সামনে পেছনে ডানে বাঁয়ে কেবল পাহাড় আর পাহাড়। খুব খুশি ডন কুইক্সোট। দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের জন্যে এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হয় না। দুর্বৃত্ত দুরাচারের সন্ধানে

তাঁর চোখ অস্থির ভাবে ঘুরতে লাগলো চারদিকে। কিন্তু সাংকো বেচারার মনে খুশির লেশ মাত্র নেই। ড্যাপ্‌লকে হারানোর শোক তো আছেই, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে পায়ে হেঁটে এক গাধার বোঝা পিঠে নিয়ে চলার কষ্ট। এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়াই ওর এখনকার একমাত্র চিন্তা। এই চিন্তা করতে করতে মুখ নিচু করে হাঁটছে সে।

কিছু দূর যাওয়ার পর হঠাৎ চোখ তুলতেই সে দেখতে পেলো ঘোড়া থামিয়ে বর্শার আগা দিয়ে কী যেন মাটি থেকে তুলতে চেষ্টা করছেন ডন কুইক্সোট। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সাংকো প্রভুকে সাহায্য করার জন্যে। দেখলো মাটিতে পড়ে আছে চ্যাপ্টা একটা চামড়ার বাক্স। বাঁধা রয়েছে একটা জিনের গদির সঙ্গে। দুটোরই আধপচা অবস্থা। কতদিন এই পথের ওপর পড়ে আছে কে জানে? সাংকো ঝুঁকে তুলে নিলো বাক্সটা। বেশ ভারি।

'দেখ তো ভেতরে কী আছে,' বললেন ডন কুইক্সোট।

বাক্সটায় তালা মারা থাকলেও খুলতে অসুবিধা হলো না সাংকোর। পচা একটা পাশ ধরে টান দিতেই খসে এলো। ভেতরে রয়েছে চারটে খুব দামী হল্যাণ্ডে তৈরি জামা, কিছু লিনেনের কাপড় চোপড়। সবগুলোই অক্ষত অবস্থায়। বাক্সের একেবারে নিচে পাওয়া গেল রুমালে বাঁধা বেশ কতগুলো সোনার ক্রাউন। ওগুলো দেখেই সাংকো চিৎকার করে উঠলো:

'ঈশ্বরের দয়া! অন্তত একটা অভিযানে মূল্যবান কিছু পাওয়া গেল!'

আরেকটু খুঁজতেই বাক্সের ভেতর থেকে বেরোলো ছোট্ট একটা

www.BanglaBook.org

চামড়া বাঁধানো খাতা।

'খাতাটা আমাকে দাও,' বললেন ডন কুইক্সোট, 'টাকাগুলো আপাতত তুমি রাখতে পারো ইচ্ছে করলে।'

শুনে খুব খুশি হলো সাংকো। প্রভুর হাতে খাতাটা দিয়ে আন্তরিকভাবে তাঁকে ধন্যবাদ জানালো। কাঁধের থলেতে ভরে রাখলো সোনার ক্রাউনগুলো। বাক্সের অন্যান্য জিনিস—মানে কাপড়চোপড়গুলোও ভরতে ভুললো না। প্রায় নতুন জিনিসগুলো। কেন ফেলে যাবে? ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ডন কুইক্সোট বললেন:

'বুঝলে, সাংকো, আমার মনে হয়, কোনো পথিক পথ হারিয়েছিলো এই পাহাড়ী এলাকায়। পরে ডাকাতদের হাতে পড়ে। ডাকাতরা তাকে খুন করে আশেপাশেই কোথাও পুঁতে রেখেছে।'

'অসম্ভব, স্যার,' জবাব দিলো সাংকো। 'ডাকাতের হাতেই যদি পড়বে টাকাগুলো রয়ে গেল কী করে?'

'আঁ···তা অবশ্য ঠিক। তাহলে? বুঝতে পারছি না ঠিক কী ঘটেছিলো। দাঁড়াও, দেখি এই খাতায় কিছু লেখা আছে কি না।'

কিন্তু না, খাতা থেকে তার মালিকের পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানা গেল না। কিছু কবিতা, বিলাপ, লেখক কী পছন্দ করে কী অপছন্দ করে এই সব লেখা রয়েছে তাতে। দেখে নাইট সিদ্ধান্ত টানলেন, খাতা এবং অবশ্যই বাক্সেরও মালিক কোনো প্রেমিক। যে প্রেমিকার কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আসল ব্যাপারটা কী জানার কৌতূহল হলেও এই বিজন পাহাড়ে তা মেটানোর কোনো উপায় না দেখে আবার রওনা হলেন তিনি।

কিছু দূর যাওয়ার পরই একটা পাহাড়ের মাথায় এক লোককে

দেখতে পেলেন। অর্ধ উলঙ্গ। ঊর্ধাঙ্গে কিছুই নেই। নিম্নাঙ্গে একটা মাত্র ব্রিচেস, শতচ্ছিন্ন। খালি পা। মাথার চুল উস্কোখুস্কো। গাল ভর্তি কালো দাড়ি। অদ্ভুত দ্রুততায় পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে ছুটে যাচ্ছে সে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র দেখতে পেলেন ডন কুইক্সোট, তারপরই লোকটা হারিয়ে গেল বড় একটা পাথরের আড়ালে।

তাকিয়ে রইলেন নাইট পাহাড় চূড়াটার দিকে। কিন্তু লোকটার দেখা আর পেলেন না। কেন যেন তাঁর ধারণা হলো, ঐ লোকই মালিক জিনের গদি আর চামড়ার বাক্সটার।

'সাংকো, লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে,' বললেন তিনি। 'তুমি এদিক দিয়ে কোণাকুনি চলে যাও, আমি ঐ পাশ দিয়ে ঘুরে আসছি।'

'পারবো না, স্যার,' সাংকো জবাব দিলো। 'আপনার কাছ থেকে আলাদা হওয়া মাত্রই আমার দাঁত কপাটি লেগে যাবে। আপনাকে ছেড়ে এক আঙুলও আমি নড়বো না।'

'ঠিক আছে,' শান্ত কণ্ঠে বললেন ডন কুইক্সোট। 'আমার ওপর তুমি এতখানি নির্ভর করো জেনে খুশি হলাম। তাহলে চলো, এক সাথেই যাবো আমরা।'

'কিন্তু কেন, স্যার?'

'আমার ধারণা বাক্সটা ঐ লোকের। ওর জিনিস ওকে—'

'তাহলে তো ওর খোঁজ না করাই ভালো,' বাধা দিয়ে বললো সাংকো, 'যদি ওকে খুঁজে পাই, টাকাগুলো দিয়ে দিতে হবে না? তার চেয়ে আমরা যেমন আছি তেমন থাকি, ওর যদি কখনো মনে হয় টাকা হারিয়েছে, ও-ই খুঁজে বের করবে আমাদের।'

www.BanglaBook.org

'না, সাংকো, আমরা যখন সন্দেহ করছি টাকাগুলো ওর তখন ওর জিনিস ওকে ফিরিয়ে দেয়া আমাদের কর্তব্য। নাইট হিশেবে এ কর্তব্যে আমি গাফিলতি করতে পারি না।'

সাংকোকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রোজিন্যান্ট-এর পেটে খোঁচা দিলেন নাইট। নিরুপায় সাংকো অনুসরণ করলো তাঁকে।

পাহাড়টার ধার ঘেঁষে কিছু দূর যাওয়ার পর ওঁরা দেখলেন একটা ঝরনার পাশে মরে পড়ে আছে একটা খচ্চর। কত দিন আগে মরেছে কে জানে? পচা গন্ধে পেটের নাড়ী উল্টে আসতে চায়। শেয়াল কুকুর শকুনে খুবলে খেয়ে নিয়েছে তার অর্ধেকটা।

'এ নিশ্চয়ই ঐ বাক্সের মালিকের খচ্চর,' ডন কুইক্সোট ভাবলেন। সাংকোকে বলতে যাবেন কথাটা, এই সময় তাঁর কানে এলো তীক্ষ্ণ এক শিসের শব্দ। ঘাড় ফেরালেন নাইট। বিরাট এক পাল ছাগল কখন যেন উপস্থিত হয়েছে তাঁদের বাঁ পাশে। ছাগলগুলোকে তাড়িয়ে আনছে এক রাখাল। ডন কুইক্সোট চিৎকার করে তাকে কাছে আসতে বললেন। লোকটা পাল্টা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো, যেখানে মাঝে মাঝে ছাগলের পাল ছাড়া অন্য কিছুর পা পড়ে না সেখানে তাঁরা কী করছেন।

'কাছে এসো, তোমাকে সব বলবো,' জবাব দিলো সাংকো।

এলো লোকটা। বললো:

'বাজি ধরে বলতে পারি, ঐ খচ্চরের মড়াটা দেখছিলেন আপনারা। ওর মালিকের খোঁজ পেলেন?'

'না,' জবাব দিলেন ডন কুইক্সোট। 'তবে একটা জিনের গদি

আর একটা চামড়ার বাক্স পেয়েছি পথে।'

'আমিও ওটা দেখেছি অনেকবার,' বললো রাখাল। 'কিন্তু নেয়া দূরে থাক, কখনো ছুঁয়েও দেখিনি। কাছেও যাইনি।'

'কেন?' সাংকো প্রশ্নটা না করে পারলো না।

'অমঙ্গলের ভয়ে।'

'আচ্ছা ভাই, বলতে পারো ওগুলোর মালিক কে?' জিজ্ঞেস করলেন ডন কুইক্সোট।

'আমি যা জানি তা হলো: মাস ছয়েক আগে সুদর্শন এক যুবক খচ্চরের পিঠে চেপে হাজির হয় এখানে—ঠিক এখানে না, ঐ দিকে, এখান থেকে মাইল নয়েক দূরে। ঐ যে ওটা সেই খচ্চর। লোকটা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলো, এখানকার সবচেয়ে নির্জন জায়গা কোনটা। আমরা দেখিয়ে দিতেই সেদিকে চলে গিয়েছিলো। ক'দিন পর দেখি খচ্চরটা মরে পড়ে আছে এখানে, চামড়ার একটা বাক্স আর জিনের গদি পড়ে আছে ঐ দিকে।'

'আর লোকটা?' প্রশ্ন করলেন নাইট।

'লোকটাকে মাঝে মাঝে দেখি—আজ এ পাহাড়ে, কাল ও পাহাড়ে। চিৎকার করে আবোল তাবোল বকে। এখন ইয়া লম্বা লম্বা হয়ে গেছে চুল দাড়ি। কাপড় চোপড় সব ছিঁড়ে প্রায় উলঙ্গ হওয়ার দশা।'

'পাগল নাকি?'

'আগে ছিলো না, এখন হয়েছে। প্রথম যেদিন কথা বলেছিলো আমাদের সাথে, একদম সুস্থ লাগছিলো। তারপর অনেকদিন কোনো খোঁজ ছিলো না তার। পরের বার যখন দেখলাম তখন

www.BanglaBook.org

পাগলই মনে হলো। কোনো কথা না বলে এক পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে এক রাখালের খাবার দাবার কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলো। তারপরেও তাকে দেখেছি, তখন আর কেড়ে নেয়নি, কাকুতি মিনতি ক'রে বলছিলো, তাকে যেন কিছু খেতে দেই। দেখে আমার এমন কষ্ট হয়েছিলো যে না দিয়ে পারিনি। তার পর থেকে অনেক বারই ওকে খাবার দিয়েছি।'

ডন কুইক্সোট আশ্চর্য হয়ে গেলেন রাখালের কথা শুনে। একবার অন্তত দেখতে হবে লোকটাকে, ঠিক করলেন তিনি, আর কিছু না হোক ওর দুঃখের কারণটা জানতে হবে। প্রয়োজন হলে এখানকার প্রতিটা পাহাড় তিনি তন্ন তন্ন করে খুঁজবেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁকে আশাতিরিক্ত প্রসন্নতা দেখালো। রাখালকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলেন সামনের এক গিরিখাতের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে সে। দুর্বোধ্য কী সব কথা যেন আওড়াচ্ছে নিজের মনে। একটু কাছাকাছি হওয়ার পর খেয়াল করলো নাইট, তাঁর পার্শ্বচর ও রাখালকে। গভীর সৌজন্যের সাথে সে অভিবাদন জানালো ওঁদের। একই রকম সৌজন্যের সাথে অভিবাদনের জবাব দিলেন নাইট। ঘোড়া থেকে নেমে একটু এগিয়ে আলিঙ্গন করলেন তাকে। কথা বলার জন্যে মুখ খুললেন। কিন্তু তাঁকে সুযোগ দিলো না লোকটা।

'স্যার, আপনাকে আমি চিনি না,' বললো সে, 'তবু আমার প্রতি যে বিনয় ও সৌজন্য দেখালেন সেজন্যে অন্তরের অন্তস্তল থেকে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সুযোগ হলে এই সৌজন্যের প্রতিদান আমি দেবো।'

বিচলিত হলেন ডন কুইক্সোট। যে কথা তিনি বলবেন ভাবছিলেন তা-ই বলে ফেললো লোকটা।

'আপনার জন্যে আমি আমার সাধ্য মতো করতে চাই, স্যার,' লোকটার কথা যেন শুনতেই পাননি এমন ভঙ্গিতে বললেন তিনি। 'মানুষের দুঃখ দূর করাই আমার কাজ। বলুন আপনার কী দুঃখ, আমি তা দূর করার চেষ্টা করবো।'

'আপনার কাছে খাওয়ার মতো কিছু থাকলে দিন দয়া করে,' জবাব দিলো লোকটা। 'খাওয়ার পর আপনি যা বলবেন আমি করবো।'

সাংকো এবং ছাগল পালক দু'জনই যার যার থলে থেকে খাবার বের করে এগিয়ে দিলো লোকটার দিকে। বুভুক্ষের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সবটুকু খাবার শেষ করে নাইটকে ইশারায় যেতে বললো তার সাথে। রওনা হলেন নাইট। অনুসরণ করলো সাংকো। ছাগল পালকও কৌতূহলী হয়ে হাঁটতে লাগলো পেছন পেছন। কাছেই একটা পাহাড়ের পেছনে সবুজ এক মাঠের ভেতর তাঁদের নিয়ে গেল লোকটা। ঘাসের ওপর বসতে বসতে বললো:

'বলুন এবার কী জানতে চান।'

'আপনার কথা,' বললেন ডন কুইক্সোট। 'কে আপনি, দেখে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই কোনো দুঃখ আছে আপনার—কী তা?'

'ঠিক আছে বলছি। কিন্তু একটা শর্ত, আমাকে বাধা দেবেন না কথা বলার সময়। শুনতে শুনতে মনে নতুন কোনো প্রশ্ন জাগলে আমি শেষ করার পর জিজ্ঞেস করবেন।'

'আচ্ছা।'

'আমার নাম কার্ডেনিও,' শুরু করলো লোকটা। 'আন্দালুসিয়ার সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে সুন্দর শহরের সবচেয়ে অভিজাত পরিবারগুলোর একটায় আমার জন্ম। ঐ শহরের সেরা ধনীদের একজন ছিলেন আমার বাবা। কিন্তু নিয়তি আমাকে এমনই এক বিপর্যয়ের ভেতর ঠেলে দিলো যে তাঁর সম্পদ কোনো উপকার করতে পারলো না আমার। সেই শহরে অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে ছিলো। তার রূপের বর্ণনা দেয়া আমার সাধ্যের বাইরে—সুযোগ থাকলে দেখাতাম, বুঝতে পারতেন সত্যি বলছি কিনা। আমার মতোই ধনী এবং অভিজাত ঘরে তার জন্ম। নাম লুসিণ্ডা। এই লুসিণ্ডাকে আমি ভালোবেসেছিলাম, স্যার। আমাদের দুজনারই বাবা মা আত্মীয়স্বজন সবাই জানতো সে কথা। তাঁরা খুশি মনেই গ্রহণ করেছিলো ব্যাপারটা।

'আমাদের প্রেম যখন পূর্ণতা পাওয়ার পথে তখনই ঘটলো বিপর্যয়। একদিন আমি বিয়ের প্রস্তাব রাখলাম লুসিণ্ডার কাছে। রাজি হলো ও। আহ্, সেদিন যে কী আনন্দ হয়েছিলো আমার! খুশিতে লাফাতে লাফাতে গেলাম বাবার কাছে সুখবর জানাতে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই দেখি বাবা একটা চিঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্যাপার কী জিজ্ঞেস করলাম। বাবা বললেন, ডিউক রিকার্ডো—চেনেন—অন্তত নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই তাঁর? আন্দালুসিয়ার সবচেয়ে বড় আর উর্বর ডিউকডমের মালিক।'

মাথা ঝাঁকালেন ডন কুইক্সোট।

'বাবা বললেন, এই ডিউক রিকার্ডো আমার উপকার চেয়ে-

www.BanglaBook.org

ছেন। চিঠিটা ধরিয়ে দিলেন আমার হাতে। পড়ে দেখলাম, ডিউক লিখেছেন, আমি যদি তাঁর বড় ছেলের সাথী বা সহচর—ভৃত্য নয়—হই তিনি উপকৃত বোধ করবেন এবং ভবিষ্যতে আমার যেন দ্রুত উন্নতি হয় সে ব্যাপারে তিনি খেয়াল রাখবেন।

'চিঠিটা পড়ে আমি পাথর হয়ে গেলাম। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, বাবা বললেন, "কার্ডেনিও, আমি চাই দু'দিনের ভেতর তুমি রওনা হবে এবং ডিউকের ইচ্ছা মতো কাজ করবে। তোমার কপাল ভালো, এমন একটা সুযোগ না চাইতেই পেয়ে গেছ।"

'বাবার অবাধ্য আমি কোনোদিনই ছিলাম না, এবারও হলাম না। পরদিন রাতে লুসিণ্ডার সাথে দেখা করে বললাম এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা—হ্যাঁ, দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু আমি একে বলতে চাই না। লুসিণ্ডার বাবার সাথেও আমি দেখা করলাম। তাঁকে অনুরোধ করলাম যেন কয়েকটা মাস অপেক্ষা করেন এবং এর ভেতর মেয়ের বিয়ে না দেন। তিনি রাজি হলেন আমার কথায়। পরদিন আমি রওনা হয়ে গেলাম ডিউক রিকার্ডোর প্রাসাদের উদ্দেশ্যে।

'ডিউকের বড় ছেলের সহচর হলাম আমি। কিন্তু বন্ধু হলাম ছোট-ছেলে ডন ফার্নান্দোর। ও কখনোই ভৃত্যের মতো ব্যবহার করতো না আমার সাথে—বড় জনও অবশ্য করতো না। তবু আমি মনেমনে জানতাম, আসলে আমি ভৃত্য ছাড়া অন্য কিছু নই। সেজন্যে বন্ধুত্বের দাবিতে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করতাম না।

'যাহোক, ক'মাস পর ফার্নান্দোর ইচ্ছায় আমি ওকে নিয়ে বাড়ি এলাম বেড়াতে। ইতিমধ্যে আমার লুসিণ্ডার কথা জেনেছে ও। আমিই জানিয়েছি। ওরই পীড়াপীড়িতে লুসিণ্ডার সাথে পরিচয়

www.BanglaBook.org

করিয়ে দিলাম ওর। কোনো রকম বিপদের আশংকা করিনি। কারণ আমি জানতাম ফার্নান্দো বিবাহিত। ওদেরই এক ধনী প্রজার মেয়েকে ও গোপনে বিয়ে করেছিলো।

'যাহোক তারপরই শুরু হলো আমার দুর্ভাগ্য। লুসিণ্ডাকে দেখে মুগ্ধ হলো ফার্নান্দো। মাত্র কয়েক দিনের মাথায় সে ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিলো। লুসিণ্ডা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলো ফার্নান্দোকে। ফার্নান্দো এর পর লুসিণ্ডার বাবার কাছে গেল। বললো, তার সাথে লুসিণ্ডার বিয়ে না দিলে লুসিণ্ডার তো বটেই তার বাবারও সর্বনাশ করে ছাড়বে সে। ফার্নান্দো ডিউক রিকার্ডোর ছেলে। সে চাইলে সর্বনাশ করতে পারবে তা ভালোই জানতেন লুসিণ্ডার বাবা। তাই তিনি একান্ত নিরুপায় হয়ে মেয়ের এবং নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্যে রাজি হলেন ফার্নান্দোর সাথে লুসিণ্ডার বিয়ে দিতে।

'একদিন লুসিণ্ডার সাথে ফার্নান্দোর বিয়ে হয়ে গেল। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, দুঃখে বুক ফেটে যেতে চাইলো, কিন্তু কোনো প্রতিকার করতে পারলাম না। শেষে মনের জ্বালা জুড়াতে চলে এসেছি এখানে।'

বলা শেষ করে বেশ কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইলো কার্ডেনিও। ডন কুইক্সোট তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা সূচক কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুললেন। কিন্তু সুযোগ পেলেন না বলার। তার আগেই কার্ডেনিও 'ও লুসিণ্ডা! আমার লুসিণ্ডা!' বলে চিৎকার করে উঠে উদ্বাহু হয়ে ছুটলো মাঠের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের দিকে। অদৃশ্য হয়ে গেল একটু পরেই।

সান্ত্বনাবাণী শোনাতে না পেরে মনে মনে হতাশ হলেন নাইট। তা সত্ত্বেও ঠিক করে ফেললেন, কার্ডেনিওর দুঃখ তিনি ঘোচাবেন যে করেই হোক। লুসিণ্ডার সাথে ওর মিলন ঘটাবেন। সেজন্যে ওর সাথে আবার দেখা হওয়া দরকার। কিন্তু কী করে? ছাগল পালককে জিজ্ঞেস করলেন, কার্ডেনিওকে খুঁজে বের করা সম্ভব কিনা। সে প্রথমে যা বলেছিল তা-ই বললো আবার—লোকটাকে কোথায় পাওয়া যাবে সে জানে না, তবে এই এলাকায় ঘোরাঘুরি করলে কখনো না কখনো তার দেখা পাওয়া যাবে—তা সে উন্মাদ অবস্থায়ই হোক, আর সজ্ঞান অবস্থায়ই হোক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বারো

রাখালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় চাপলেন ডন কুইক্সোট। সাংকো পানযাকে নির্দেশ দিলেন পেছন পেছন আসতে। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও নির্দেশ পালন করলো সাংকো।

ধীর গতিতে এগিয়ে চললেন ওঁরা। অবশেষে পৌঁছুলেন সিয়েরা মোরেনার সবচেয়ে দুর্গম এবং রুক্ষ অঞ্চলে। এটা ঠিক, সাংকোই নাইটকে কিছু দিন লুকিয়ে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলো; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এমন বিরান ভূমিতে থাকতে হবে, শুধু থাকা নয় কোথাকার কোন উন্মাদের খোঁজে প্রাণপাত করতে হবে। তাই শেষ পর্যন্ত সে আর মুখ বুঁজে থাকতে পারলো না। বললো:

'স্যার, নাইটদের নিয়মকানুন আমি ভালো জানি না। আমার দোষ নেবেন না, একটা প্রশ্ন করতে চাই—'

'করো,' গম্ভীর জবাব ডন কুইক্সোটের।

'পাগলের পেছনে ঘুরে সময় নষ্ট করা কি নাইটদের—'

'থামো, সাংকো! কে তোমাকে বললো শুধু পাগলের পেছনে ঘোরার জন্যে আমি এ জায়গায় এসেছি? আমি এসেছি এমন এক

অভিযান পরিচালনা করতে যার পরিণামে আমার যশ ও খ্যাতি চিরদিনের জন্যে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।'

'স্যার, বিপদ আছে নাকি এই অভিযানে?' সভয়ে জিজ্ঞেস করলো সাংকো।

'না,' জবাব দিলেন বিষণ্ণ-মুখ নাইট। 'বিপদ নেই, তবে সাফল্য আসবে কিনা বলতে পারছি না। আমার এই অভিযানের সাফল্য বা ব্যর্থতা পুরোপুরি নির্ভর করছে তোমার ওপর।'

'আমার ওপর!'

'হ্যাঁ। তোমাকে এক জায়গায় পাঠাতে চাই। সেখান থেকে যত তাড়াতাড়ি তুমি ফিরবে তত তাড়াতাড়ি আমার এই অভিযান শেষ হবে। আর সেখানে গিয়ে যা করতে বলবো তা যদি ঠিক মতো করতে পারো তাহলেই আমি উঠবো খ্যাতির শিখরে।'

হতভম্ব অবস্থা সাংকোর। কী বলবে বা করবে কিছুই বুঝতে পারলো না সে।

'আমাদিস অভ গল-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চাই আমি,' বলে চললেন নাইট। 'আমাদিস কী করেছিলো জানো?—হৃদয়েশ্বরীকে কতটা ভালোবাসে প্রমাণ করার জন্যে এরকম এক বিজন জায়গায় গিয়ে পাগলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছিলো।'

'কেন? আমাদিস-এর প্রেমিকা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই আমাদিস মনের দুঃখে—'

'আমাদিসের মনে দুঃখ ছিলো,' বাধা দিয়ে বললো সাংকো, 'সেজন্যে তিনি উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু—কিন্তু

www.BanglaBook.org

আপনার মনে কিসের দুঃখ? আপনার লেডি ডালসিনিয়া দেল টোবোসো তো আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেননি।'

'সেখানেই তো মজা। আমাদিস পাগল হয়েছিলো কারণ ছিলো বলে, যেমন হয়েছে আমাদের এই কার্ডেনিও। কিন্তু আমি হবো অকারণে। কারণ থাকলে তো যে কেউ পাগল হতে পারে, কারণ ছাড়া পারে ক'জন তুমিই বলো?'

'কিন্তু এতে আমার করণীয় কী? আমাকে কোথায় যেতে হবে? কেন?'

'বলছি শোনো: এল টোবোসোতে গিয়ে লেডি ডালসিনিয়ার সাথে দেখা করতে হবে তোমাকে। আমি একটা চিঠি দেবো, সেটা পৌঁছে দেবে তাকে, আমার যত বীরত্বের কাহিনী শোনাবে, আর এখনকার পাগল প্রায় অবস্থার কথা বলবে। তারপর আমার চিঠির জবাব নিয়ে ফিরে আসবে এখানে। পারবে না, সাংকো?'

'না পারার কী আছে?—এই সুযোগে একটু বাড়ি থেকেও ঘুরে আসতে পারবো, আপনি যে গাধা তিনটে দেবেন বলেছিলেন সে-গুলোও আপনার ভাস্তির কাছ থেকে নিয়ে বাড়িতে রেখে আসতে পারবো।'

কথা বলতে বলতে বিরাট এক পাহাড়ের কাছে পৌঁছেছেন দু'জন। মাটি ফুঁড়ে বেরোনো বিশাল এক পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়টা। পাদদেশে সবুজ সমভূমি। নানা রকম জানা অজানা গাছ গাছালিতে পূর্ণ। একটা ঝরনা পাহাড় থেকে নেমে বয়ে গেছে সমভূমির ভেতর দিয়ে। ডন কুইক্সোট ঠিক করলেন এখানেই তিনি অবস্থান করবেন যতদিন না সাংকো ফিরে আসে।

'সাংকো, বন্ধু, এখানেই আমি থাকবো,' বললেন তিনি। 'আমার চোখের জল ঐ স্ফটিকস্বচ্ছ ঝরনার জলের সঙ্গে মিশে উর্বরতা দান করবে এই সবুজ ক্ষেত্রকে। ও ডালসিনিয়া দেল টোবোসো, আমার রাতের দিন, আমার সৌভাগ্যের তারা, দেখে যাও, তোমার বিরহে কী দুঃখ, কী কষ্ট আমি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিচ্ছি।'

বলতে বলতে রোজিন্যান্টের পিঠ থেকে নেমে পড়লেন তিনি। তার পিঠে চাপড় দিয়ে আবার বললেন :

'যা, তোকে ছেড়ে দিচ্ছি, ইচ্ছে মতো চরে বেড়া। এতগুলো দুঃসাহসিক অভিযানে তুই আমার সাথে ছিলি, কিন্তু তাতে লাভ কী হয়েছে? আমার মতোই হতভাগা তুই।'

'স্যার, রোজিন্যান্টকে যখন ছেড়েই দিচ্ছেন,' সুযোগ পেয়ে বললো সাংকো, 'তখন আমিই ওকে নিয়ে যাই না কেন? তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবো, কষ্টও কম হবে।'

'সেটা তোমার ইচ্ছা,' বললেন নাইট, 'তবে তিনদিনের আগে তুমি যাবে না এখান থেকে। এই তিন দিন আমি কী করি, কেমন করে সময় কাটাই, আমার হৃদয়েশ্বরীর জন্যে কেমন বিলাপ করি তুমি দেখবে, তারপর গিয়ে জানাবে তাকে।'

'এর ভেতর যা দেখেছি তার চেয়ে বেশি আর কী দেখবো, স্যার?'

'না না, কিছুই দেখনি তুমি, সাংকো। কাপড় চোপড় ছিঁড়ে কুটি কুটি করতে দেখেছো? আমার বর্ম অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলতে দেখেছো? পাথরে মাথা ঠুকে রক্ত বের করে ফেলতে দেখেছো?'

www.BanglaBook.org

'এসব আপনি করবেন, স্যার!?'

'হ্যাঁ, সাংকো, করবো। না হলে প্রমাণ হবে কী করে আমি কতখানি ভালোবাসি আমার ডালসিনিয়াকে?'

'স্যার—স্যার, একটা কথা বলি, আর যা-ই করুন, পাথরে মাথা ঠুকবেন না। আপনার পুরো পরিকল্পনাটাই হয়তো পণ্ড হবে তাহলে।'

'কেন?'

'যদি মাথা ফাটিয়ে ফেলেন আপনাকে ছেড়ে যাবো কী করে আমি?'

'তা বটে। ঠিক আছে, ওটা তাহলে করবো না, কিন্তু বাকিগুলো আমাকে করতেই হবে।'

'না করলেও চলবে, আমি এমনিতেই গিয়ে বলবো আপনি এখানে বসে বসে ওসব করছেন।'

'তা তো তুমি বলতেই পারো, সাংকো। কিন্তু আমি কোনো প্রতারণা করতে চাই না আমার মানস সুন্দরীর সাথে। তুমি বানিয়ে বানিয়ে বললে আর আমি এখানে দিব্বি বসে রইলাম,—না, এতটা নিচে আমি নামতে পারবো না।'

'ঠিক আছে, আপনি তাহলে কাপড় ছেঁড়েন, বর্ম অস্ত্র ছোঁড়াছুঁড়ি করেন, করুণ সুরে বিলাপ করেন, চোখের জল ঝরান, আমি চলে যাই। আমি গিয়ে বলবো আপনি ওসব করছেন এখানে বসে।'

'তুমি নিজে থেকে দেখে যাবে না?'

'কী দরকার? তার চেয়ে যে চিঠি দেবেন বলছিলেন লিখে দিন, আমি চলে যাই। আপনার পাগলামি দেখার জন্যে তিন দিন বসে

থাকবো কেন থামোকা?'

'বেশ, তাহলে দেই চিঠি লিখে। কিন্তু লিখবো কিসে?'

'স্যার, ঐ গাধা তিনটের ব্যাপারেও—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব হবে, তুমি ঘাবড়িও না।' এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন ডন কুইক্সোট। তারপর বললেন, 'আমাদের কাছে কোনো কাগজ যেহেতু নেই, প্রাচীন কালের ওদের মতো গাছের পাতায় বা বাকলে লিখবো।'

'কেন, স্যার, কার্ডেনিওর সেই খাতাটা আছে না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওটারই একটা পাতায় লিখে দেবো। আমার হাতের লেখা খুব একটা ভালো না। যাওয়ার পথে প্রথম যে গ্রাম পড়বে সেখানে কোনো শিক্ষক বা হাতের লেখা ভালো এমন কাউকে দিয়ে ওটা নকল করিয়ে নেবে।'

'তারপর আবার আসবো আপনার দস্তখতের জন্যে?'

'না দস্তখত লাগবে না। আমাদিস কোনো চিঠিতেই দস্তখত করতো না।'

'কিন্তু, স্যার, আপনার ভাস্তির কাছে যেটা লিখবেন সেটাতে?'

'ওটা তো আর নকল করতে হবে না, ওটায় দস্তখত করে দেবো। আর অন্যটায় দস্তখত করাও যা না করাও তা, যদ্দূর মনে পড়ছে, আলডোনযা লরেনযো—মানে আমার ডালসিনিয়া লিখতে পড়তে জানে না।'

'আলডোনযা লরেনযো!—মানে এল টোবোসোর লরেনযো কয়চুয়েলোর মেয়ে! ও-ই কি লেডি ডালসিনিয়া দেল টোবোসো?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন ডন কুইক্সোট। 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রানী হওয়া

ওরই সাজে।'

'আমি তো ওকে ভালো করেই চিনি। যা একখানা মেয়ে মানুষ, বাবা! ওর গ্রামের সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষটাও ওর কাছে শিশু। যেরকম লম্বা সে রকম পেশীবহুল শরীর। হাতগুলো কি মোটা মোটা!—একবার দেখেছিলাম। আর গলা!—মনে আছে, একবার গির্জার ঘন্টি ঘরে উঠে ওর বাবার এক কৃষাণকে ডাকছিলো। লোকটা প্রায় দেড় মাইল দূরে কাজ করছিলো। অত দূর থেকেও সে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলো তার ডাক। স্যার, আমার কোনো সন্দেহ নেই, আপনার মতো বীরের যোগ্য সহধর্মিনী হওয়ার সব গুণ ওর আছে। স্যার, এবার তাহলে তাড়াতাড়ি চিঠিগুলো লিখে দিন, আমি রওনা হয়ে যাই।'

কার্ডেনিওর পকেট খাতাটা বের করে এক পাশে সরে গেলেন ডন কুইক্সোট। একটু ভাবলেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে লিখলেন। তারপর পড়ে শোনালেন সাংকোকে।

ডালসিনিয়া দেল টোবোসোকে লেখা ডন কুইক্সোটের চিঠি:

প্রিয় নারী-শ্রেষ্ঠা,

ও অপরূপা ডালনিসিয়া দেল টোবোসো, তোমার বিরহে ক্ষতবিক্ষত একজন তার হৃদয় মন দেহ—সর্বস্ব উজাড় করে দিচ্ছে তোমার পদতলে। যদি তোমার সৌন্দর্য সুধা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো, আমার দুঃসহ যাতনাভোগ তাতে বাড়বেই কেবল। আমার প্রিয় পার্শ্বচর তোমাকে জানাবে, হে অকৃতজ্ঞা, মোহনীয়া, সুপ্রিয়া শত্রু, তোমার জন্যে—শুধু তোমার জন্যে কী

www.BanglaBook.org

অসহনীয় দুর্ভোগ আমি ভোগ করছি। একমাত্র তুমিই পারো এই কষ্ট, এই দুঃখ থেকে আমাকে মুক্তি দিতে। যদি দাও আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো তোমার কাছে। যদি না দাও, আমার কিছু বলার নেই। তোমার নিষ্ঠুরতা আর আমার বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হবে আমাকে।

মৃত্যু পর্যন্ত তোমার,
বিষণ্ণ-মুখ নাইট।

'ও স্যার,' চিৎকার করে উঠলো সাংকো, 'এত সুন্দর সুন্দর কথা জীবনে আমি শুনিনি! এবার, স্যার, আপনার ভাস্তির কাছে চিঠিটা লিখে দিন।'

লিখলেন নাইট :

প্রিয় ভাস্তি,

পত্রবাহক আমার পার্শ্বচর সাংকো পানযা। এচিঠি পাওয়া মাত্র আমি বাড়িতে যে পাঁচটা গাধা রেখে এসেছি তার তিনটে নির্দ্বিধায় দিয়ে দেবে ওকে। বর্তমান বছরের ২২ অগাস্ট তারিখে সিয়েরা মোরেনার হৃদয়ে বসে লিখছি এ চিঠি।

'এতেই চলবে,' বললো সাংকো।

একটু পরে রোজিনান্ট-এর পিঠে চেপে রওনা হয়ে গেল সে। ডন কুইক্সোট বসে রইলেন সেই নির্জন পার্বত্য ভূমিতে।

www.BanglaBook.org

তের

পরদিন দুপুরে সাংকো পৌঁছুলো সেই সরাইখানার কাছে, যেখানে ওকে কম্বলে মুড়ে লোফালুফি করা হয়েছিলো। পেটে যথেষ্ট খিদে থাকলেও ভেতরে ঢোকার কোনো আগ্রহ বোধ করলো না সে। বরং একটু তাড়াতাড়িই পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো জায়গাটা। সরাই-খানার ঠিক সামনে এসেছে, এই সময় খেয়াল করলো দু'জন লোক বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে।

দেখেই তাঁদের চিনতে পারলো সাংকো। ওদেরই গ্রামের লোক। একজন পাদ্রী, অন্যজন নাপিত মাস্টার নিকোলাস। ডন কুইক্সোটের দুই সুহৃদ। নিশ্চয়ই স্যার ডন কুইক্সোটকে খুঁজতে বেরিয়েছেন, ভাবলো সাংকো। নিজের অজান্তেই রোজিন্যান্টের পেটে বার বার পা দিয়ে খোঁচা দিতে লাগলো সে। কিন্তু লাভ হলো না। যে গতিতে ছুটছে তার চেয়ে দ্রুত ছোটার সাধ্য নেই রোজি-ন্যান্টের। মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলো সাংকো। তাতেও লাভ হলো না। পাদ্রী এবং নাপিত দেখেই ফেললেন ওকে।

'সাংকো পানযা না?' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন পাদ্রী।

আর লুকোচুরি অর্থহীন বুঝে ঘোড়া থামালো সাংকো। একটু বিব্রত ভঙ্গিতে বললো :

'জি।'

'কী ব্যাপার, তোমার প্রভুকে কোথায় রেখে এলে?'

সত্যি কথা বলা সমীচীন মনে করলো না সাংকো। জবাব দিলো :

'খুবই জরুরী এক কাজে এক জায়গায় ব্যস্ত রয়েছেন উনি।'

'না, না, সাংকো পানযা,' নাপিত কথা বললো এবার, 'এরকম ভাসা ভাসা জবাবে চলবে না। কুইক্সাডা ঠিক ঠিক কোথায় আছে যদি না বলো আমরা ধরে নেবো তুমি তাকে খুন করে তার জিনিস পত্র সব নিয়ে পালাচ্ছো। সুতরাং, যা বলবে বুঝে শুনে ঠিক ঠিক বলবে।'

'আমাকে ভয় দেখানোর কোনো দরকার নেই,' ঝাঁঝ মেশানো স্বরে জবাব দিলো সাংকো। 'প্রভুর নির্দেশেই আমি উনি কোথায় আছেন তা গোপন রাখতে চাইছিলাম। ঠিক আছে, আপনারা যখন ছাড়বেন না, তখন বলছি—'

এর পর সাংকো গড় গড় করে বলে গেল ডন কুইক্সোটকে কোথায়, কী অবস্থায়, কেন রেখে এসেছে। গম্ভীর মুখে শুনলেন পাদ্রী। তারপর ডালসিনিয়া দেল টোবোসোর কাছে লেখা চিঠিটা দেখতে চাইলেন। পোশাকের ভেতর হাত ঢোকালো সাংকো। শূন্য হাত বের করে আনলো। দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দিলো মুখে। একে একে সবগুলো পকেটে হাত দিয়ে দেখলো। তারপর একটু একটু করে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার মুখ।

'কী, হারিয়ে ফেলেছো?' জিজ্ঞেস করলেন পাদ্রী।

'জি, সেরকমই মনে হচ্ছে,' আমতা আমতা করে বললো সাংকো।

'এমন দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন লোককে পাঠিয়েছে দূতিয়ালী করার জন্যে!' বললো নাপিত নিকোলাস। 'ঠিক আছে, দরকার নেই চিঠির। ভেতরে এসো। আমাদের সাথে থাকবে তুমি আপাতত। কুইক্সাডাকে যেখানে রেখে এসেছো সেখানে নিয়ে যাবে আমাদের। আমরা ওকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আর যা-ই বলেন করবো, কিন্তু—কিন্তু এই সরাইখানায় প্রাণ থাকতে ঢুকবো না আমি,' মরীয়া কণ্ঠে বললো সাংকো।

'কেন! কী হয়েছে এখানে?'

'এখন বলতে পারবো না, পরে কখনো সুযোগ হলে বলবো। আমি বাইরেই থাকি, আপনারা তৈরি হয়ে আসুন। আপনাদের নিয়ে যেতে কোনো আপত্তি নেই আমার।'

'বাইরে থাকবে, পালাবে না তো?'

'পালিয়ে কদ্দূর যাবো, ফাদার?—এই মরা ঘোড়া কেমন দৌড়ায় আপনারা তো জানেনই।'

'বেশ, তুমি তাহলে এখানেই দাঁড়াও আমরা আসছি।'

'একটা কথা, ফাদার,' পাদ্রীর দিকে তাকিয়ে বললো সাংকো, 'আসার সময় যদি আমার আর এই রোজিন্যান্টের জন্যে কিছু খাবার—'

'আচ্ছা আচ্ছা, তুমি দাঁড়াও, খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

সরাইখানার ভেতরে চলে গেলেন দু'জন। নিকোলাস একটু

www.BanglaBook.org

পরেই এসে কিছু খাবার দিয়ে গেল সাংকোকে। এর পর দু'বন্ধু—অর্থাৎ নাপিত আর পাদ্রীতে মিলে পরামর্শ করলেন অনেকক্ষণ ধরে। ঠিক করলেন, তাঁরা ছদ্মবেশে যাবেন ডন কুইক্সোটের কাছে। স্বাভাবিক পোশাকে গেলে নিশ্চয়ই কুইক্সোট ফিরিয়ে দেবেন তাঁদের। পাদ্রী নেবেন বুড়ির ছদ্মবেশ আর নাপিত দাড়িওয়ালা বুড়োর। মহিলার পোশাক সরাইওয়ালার স্ত্রীর কাছ থেকে ধার করলেন পাদ্রী। ঠিক হলো ওঁরা গিয়ে ডন কুইক্সোটের সাহায্য চাইবেন। বলবেন, এক বিপথগামী নাইট তাঁদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, ডন কুইক্সোট অভ লা মানচা ছাড়া আর কেউ পারবে না সে নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতে। নিশ্চয়ই তখন ডন কুইক্সোট জানতে চাইবেন, সেই বিপথগামী নাইট কোথায় আছে। তখন ওঁরা বলবেন, স্যার নাইট যদি সঙ্গে আসেন, ওঁরা দেখিয়ে দেবেন দুর্বৃত্তটা কোথায় আছে। সন্দেহ নেই ডন কুইক্সোট যাবেন ওঁদের সাথে। তারপর এক সুযোগে তাঁকে আটকে ফেলা কঠিন হবে না।

ছদ্মবেশ নিয়ে বেরিয়ে এলেন পাদ্রী ও নাপিত।

'চলো, সাংকো,' বললেন পাদ্রী।

হতভম্ব অবস্থা সাংকোর। কারা এরা? ওর বিমূঢ় ভাব দেখে নাপিত এগিয়ে এসে পরিচয় দিলো নিজেদের। তারপর সাংকোকে বুঝিয়ে বললো তাঁদের পরিকল্পনার কথা। শুনে সাংকো বললো, এরচেয়ে ভালো বুদ্ধি আর হয় না। এর পর ওঁরা রওনা হয়ে গেলেন সিয়েরা মোরেনার উদ্দেশ্যে। সাংকো রোজিন্যান্টের পিঠে, পুরোহিত আর নাপিত তাঁদের দুই খচ্চরে।

কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ পাদ্রীর মনে হলো, মহিলার ছদ্ম-

www.BanglaBook.org

বেশ নিয়েছেন, এতে তাঁর পাদ্রীত্বের অবমাননা হচ্ছে না তো? একটু ভাবতেই নিশ্চিত হলেন, হচ্ছে। তাড়াতাড়ি বন্ধুকে বললেন সেকথা এবং তাকেই নিতে বললেন মহিলার ছদ্মবেশ, নিজে থাকবেন বৃদ্ধের বেশে। নিকোলাস তো প্রথমে রাজি হবে না। অনেক পীড়াপীড়ির পর হলো অবশ্য। থেমে দু'জন দু'জনের পোশাক বদলে আবার রওনা হলেন।

পরদিন দুপুরে ওঁরা পৌঁছুলেন সিয়েরা মোরেনার হৃদয়ে।

সাংকো ডন কুইক্সোটকে যেখানে রেখে গিয়েছিলো সেখান থেকে সামান্য দূরে এক পাহাড়ের কন্দরে নিয়ে গেল পাদ্রী ও নাপিতকে। দু'জন লুকিয়ে রইলেন, সাংকোকে পাঠালেন ডন কুইক্সোটের কাছে। ও গিয়ে বলবে, হতভাগিনী এক নারী আর তার ভৃত্য স্যার নাইটের সাহায্য চায়। লেডি ডালসিনিয়ার ব্যাপারে কী বলবে না বলবে তা তাকে শিখিয়ে দিলো নাপিত নিকোলাস।

বিকেল তিনটের দিকে খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নিচ্ছেন ওঁরা, এই সময় হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এলো অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠের গান। অবাক হলেন দু'জনই। এমন বিজন এলাকায় এত সুন্দর কণ্ঠে গান করে কে? গুহা থেকে বেরিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে এগোলেন দু'বন্ধু। কিছুদূর গিয়ে দেখলেন বিরাট এক পাথরের ওপর বসে আছে এক যুবক—হ্যাঁ যুবকই। লম্বা লম্বা চুল দাড়ি সত্ত্বেও তাকে যুবক ছাড়া আর কিছু মনে হলো না ওঁদের কাছে। কার্ডেনিও সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছিলো সাংকো। সুতরাং দেখামাত্র দু'জন চিনতে পারলেন তাকে। পাদ্রী ওর কাছে গিয়ে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন:

'কিসের দুঃখ তোমার, ভাই ?'

কার্ডেনিওর মাথা তখন মোটামুটি পাগলামি মুক্ত।

'আপনারা যে-ই হন,' সে বললো, 'আমি বুঝতে পারছি আমার মতোই হতভাগা আপনারা, নাহলে এখানে আসবেন কেন ? যাক, আমার দুঃখের কথা শুনতে চাইছেন ? বলছি। কিন্তু তার আগে কথা দিতে হবে, আমি যখন বলতে থাকবো তখন আপনারা কোনো বাধা দেবেন না।'

'ঠিক আছে, দেবো না।'

ডন কুইক্সোটকে যেটা শুনিয়েছিলো পাদ্রী আর নাপিতকে সেই কাহিনীই আবার শোনালো কার্ডেনিও। ওর বলা শেষ হতেই পাদ্রী সান্ত্বনা সূচক কিছু বলার জন্যে মুখ খুললেন। কিন্তু করুণ এক কণ্ঠস্বর শুনে থেমে যেতে বাধ্য হলেন। হতাশ কণ্ঠে কেউ বলছে :

'ও ঈশ্বর! এই নির্জন জায়গায় আমার কবর হওয়ার মতো এক টুকরো জমি কি খুঁজে পাবো না ? অবিশ্বাসী মানুষে ভরা সমাজ সাংসারের চেয়ে এই পাহাড়ী মরু যে অনেক ভালো আমার জন্যে !'

পাদ্রী এবং নাপিত বুঝতে পারলেন কাছেই কোথাও আছে লোকটা। তার খোঁজে বেরোলেন তাঁরা। কার্ডেনিও চললো সঙ্গে। বিশ পা-ও এগিয়েছেন কি এগোননি এই সময় একটা পাথরের আড়ালে দেখলেন ছোট্ট একটা ঝরনার তীরে বসে আছে এক তরুণ। খুব কম বয়েস। সবে কৈশোর পেরিয়েছে। কৃষকের পোশাক পরনে। ঝরনার জলে পা ধোয়ার জন্যে জুতো খুলছে সে। পা

www.BanglaBook.org

দুটোর শুভ্রতা আর সৌন্দর্য দেখে অবাক হলেন ওঁরা। এরকম পা কোনো পুরুষের হতে পারে, ভাবাই যায় না। পুরুষের ছদ্মবেশে মেয়ে নয় তো ?—ভাবলেন পাদ্রী। মুহূর্ত পরেই তাঁর ধারণা সত্যি প্রমাণিত হলো। মাথা থেকে টুপি খুলে ফেললো ছেলেটা। অমনি এক রাশ সোনালি চুল ছড়িয়ে পড়লো তার কাঁধে। মুখটা পরিষ্কার দেখা গেল। হ্যাঁ, আর সন্দেহ নেই, এ মেয়েই এবং অপরূপ রূপসী।

মেয়েটার পরিচয় জানার জন্যে কৌতূহল হলো তিন জনেরই। এগোলেন তার দিকে। পায়ের শব্দে চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো মেয়েটা। তারপরই উঠে ছুটলো পালানোর জন্যে। বেশি দূর যেতে পারলো না। এবড়ো খেবড়ো জায়গায় চলে অভ্যস্ত নয় সে। পাথরে পা বেধে পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। তিনজন ছুটে গেলেন তাকে সাহায্য করতে।

'তুমি যে-ই হও, ভয় পেও না,' বললেন পাদ্রী, 'আমরা বন্ধু, তোমার কোনো ক্ষতি করবো না।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো মেয়েটা। পাদ্রীর স্নেহপূর্ণ গলা শুনে একটু যেন আশ্বস্ত হলো।

'কে তুমি, মা ?' আবার বললেন পাদ্রী। 'পুরুষের পোশাকে থাকলেও আমরা বুঝতে পেরেছি তুমি মেয়ে। কেন ছদ্মবেশ নিয়েছো ? এমন নির্জন পাহাড়ী এলাকায়ই বা এসেছো কেন ?'

হু হু করে কেঁদে ফেললো মেয়েটা। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে এক করুণ কাহিনী শোনালো।

* * *

মেয়েটির নাম ডরোথিয়া। আন্দালুসিয়া প্রদেশের এক সম্ভ্রান্ত কৃষক পরিবারে তার জন্ম। রিকার্ডো নামের এক ডিউক আছেন আন্দালুসিয়ায়। তাঁরই প্রজা মেয়েটির বাবা। ডিউক রিকার্ডোর দুই ছেলে। ছোট ছেলের নাম ডন ফার্নান্দো। এই ফর্নান্দোর চোখ পড়ে ডরোথিয়ার ওপর। নানা মিষ্টি কথা ও প্রলোভনে ভুলিয়ে সে গোপনে বিয়ে করে ডরোথিয়াকে। সাধারণ এক কৃষকের মেয়ের সাথে—সে যত রূপবতী আর গুণবতীই হোক না কেন— যে ডিউক ছেলের বিয়ে দেবেন না তা জানতো ফার্নান্দো, সে কারণেই সে গোপনে বিয়ে করেছিলো। বিয়ের কিছুদিন পর ফার্নান্দো তার এক বন্ধুর সাথে কোথায় বেড়াতে গেল—এবং সেই যে গেল আর ফিরে এলো না। এদিকে বিয়ের পর পরই হৃদয় মন সব স্বামীর পায়ে সঁপে দিয়ে বসে আছে ডরোথিয়া। স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় সে খুবই দুঃখ পেলো। তবে ভেঙে পড়লো না। স্বামীর খোঁজ-খবর করতে শুরু করলো সে। এবং যা জানতে পারলো, তা রীতিমতো ভয়ানক।

ফার্নান্দো বন্ধুর সাথে বেড়াতে গিয়েছিলো সেই বন্ধুরই শহরে। সেখানে অভিজাত ঘরের এক মেয়েকে দেখে ডরোথিয়ার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে সে প্রেমে পড়ে মেয়েটির। ডরোথিয়া জানতে পারলো, দেখা হওয়ার কয়েক দিনের মাথায় ওদের বিয়ে হয়ে গেছে।

স্বামী নিরুদ্দেশ হওয়ার পরও যে ডরোথিয়া ভেঙে পড়েনি এ খবর শুনে সে শোকে দুঃখে পাগলের মত হয়ে গেল। ওর অবস্থা দেখে ওর বাবা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন ডরোথিয়াকে। কিছুই লুকালো

www.BanglaBook.org

না ডরোথিয়া। সব বললো বাবাকে। ডিউকের কাছে বিচার চাইলেন বাবা। ডিউক ভয়ানক রেগে গেলেন সামান্য এক প্রজার স্পর্ধা দেখে। তিনি জানতে চাইলেন, ডরোথিয়া মিথ্যে বলছে না তার প্রমাণ কী?

প্রমাণ দিতে হলো ডরোথিয়াকে। বিয়ের দিন ফার্নান্দো নিজের আঙুল থেকে দামী একটা আঙটি খুলে পরিয়ে দিয়েছিলো ডরোথিয়ার আঙুলে। সেটা সে দেখালো ডিউককে। এবার ডিউক বুঝতে পারলেন, তিনি মানুন আর না-ই মানুন, চান বা না-ই চান তাঁর ছেলে সত্যি সত্যিই বিয়ে করেছে চাষীর মেয়েটিকে—অন্তত মন যে দিয়েছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অত দামী একটা আঙটি যাকে তাকে দেয়া যায় না।

ডিউক রিকার্ডো আর যা-ই হোন, অমানুষ নন। তিনি ঘোষণা করলেন ফার্নান্দো ফিরে এলে ডরোথিয়াকে তিনি পুত্রবধূ হিশেবে গ্রহণ করবেন। কিন্তু ফার্নান্দো ফিরে এলো না। কিছুদিন পর খবর পাওয়া গেল, সে তার নতুন বউকে নিয়ে কোন এক অজানা জায়গায় চলে গেছে।

এই খবর পেয়ে ডরোথিয়া আর ঘরে বসে থাকতে পারেনি। পুরুষের ছদ্মবেশ নিয়ে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়েছে স্বামীর খোঁজে।

ডরোথিয়ার কাহিনী শুনে সবারই মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো, কেবল কার্ডেনিও ছাড়া।

'আপনিই তাহলে ডরোথিয়া,' সে বললো, 'ধনী ক্লেনারদোর

মেয়ে ?'

বিস্ময়ে বিমূঢ় হওয়ার দশা ডরোথিয়ার।

'আপনি—আপনি আমার বাবার নাম জানলেন কী করে ?' কোনো মতে জিজ্ঞেস করলো সে।

কার্ডেনিও আরেকবার তার কাহিনী শোনালো। শেষে যোগ করলো :

'আপনার কাহিনী নতুন ক'রে আমাকে আশার আলো দেখাচ্ছে। এখনও হয়তো সময় আছে। হয়তো—হয়তো আমরা দু'জনই আবার সুখের মুখ দেখবো। ফার্নান্দো লুসিণ্ডাকে বিয়ে করতে পারে না কারণ ও আপনার স্বামী। আর লুসিণ্ডা, আমি জানি, স্বেচ্ছায় ফার্নান্দোকে বিয়ে করেনি। সুতরাং ফার্নান্দো যদি এখন আপনাকে গ্রহণ করতে রাজি হয়, আপনি ফিরে পাবেন ফার্নান্দোকে আমি ফিরে পাবো আমার লুসিণ্ডাকে।'

পাদ্রী আর নাপিত এদিকে ঠিক করে ফেলেছেন, ডরোথিয়ার সাথে ফার্নান্দোর মিলন ঘটাতে তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। আর ব্যাপারটাকে যদি সম্ভব করা যায় তাহলে এমনিতেই মিলন হবে কার্ডেনিওর সাথে লুসিণ্ডার। কিন্তু তার আগে নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে হবে ওঁদের।

নতুন করে তাঁরা পরামর্শে বসলেন। কার্ডেনিও এবং ডরোথিয়াও যোগ দিলো। ডন কুইক্সোটের পাগলামির কথা শোনালো তাদের নাপিত। শুনে দু'জনের মুখ দিয়ে কথা সরলো না অনেকক্ষণ। এমন পাগলও হয় মানুষ! এরপর পাদ্রী বললেন, ডন কুইক্সোটকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কী ফন্দি তাঁরা এঁটে-

ছেন।

'আমার মনে হয় দুঃস্থা নারীর ভূমিকায় আপনার চেয়ে আমি ভালো অভিনয় করতে পারবো,' নিকোলাসকে বললো ডরোথিয়া।

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' বললেন পাদ্রী, 'কিন্তু তুমি কি তা করবে ?'

'করতে চাই বলেই তো বললাম।'

এরপর পাদ্রী ও নাপিত ডরোথিয়ার সাথে পরামর্শ ক'রে তাঁদের মূল পরিকল্পনায় কিছু কিছু পরিবর্তন আনলেন। নতুন ব্যবস্থায় নির্যাতিতা নারীর ভূমিকা পালন করবে ডরোথিয়া, নাপিত অভিনয় করবে তার সহচরীর ভূমিকায়, পাদ্রী ভৃত্যের।

ডন কুইক্সোটের কাছে গিয়ে কী কী বলা হবে বা করা হবে সবেমাত্র ঠিক হয়েছে এই সময় ফিরে এলো সাংকো। ও বললো, প্রভুকে গিয়ে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় পেয়েছে সে। কেবল মাত্র জামা গায়ে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অর্ধমৃত, তবু লেডি ডালসিনিয়ার নাম জপছেন ব্যাকুল ভাবে। আর ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন। লেডি ডালসিনিয়া তাঁকে এক্ষুণি এল টোবোসোতে গিয়ে তাঁর সামনে হাজির হতে বলেছেন, একথা বলেছে সাংকো, জবাবে নাইট বলেছেন, যখন তাঁর মনে হবে ডালসিনিয়ার কৃপা পাওয়ার যোগ্য কাজ করেছেন, কেবল তখনই তিনি তার কাছে যাবেন।

শুনে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন পাদ্রী। বললেন :

'আর দেরি করা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না, আমাদের এবার রওনা হওয়া উচিত।'

কিন্তু তার আগে একটা প্রশ্নের জবাব সাংকোকে জানতেই

www.BanglaBook.org

হবে। পাদ্রীকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে ডরোথিয়াকে দেখিয়ে নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো :

'ঐ মেয়েটি কে, ফাদার ?'

'উনি একজন রাজকন্যা,' জবাব দিলেন পাদ্রী। 'নাম মিকোমিকোনা। ইথিওপিয়ার মিকোমিকোন রাজ্যের রানী উনি। তোমার প্রভুর সাহায্য চান। কুইক্সোট যদি রাজি হয় ওকে বিয়ে করতেও রাজি উনি।'

শুনে আহ্লাদে একেবারে আটখানা সাংকো। রাজকন্যা প্রভুকে বিয়ে করলে প্রভু নিশ্চয়ই রাজ্যটার মালিক হবেন। তারপর প্রভু যদি প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে না যান সাংকো রাজা হবে —নিদেন পক্ষে মারকুইস বা কাউন্ট।

ডরোথিয়া তার ছদ্মবেশ খুলে ফেললো। অমনি অপরূপা এক নারীতে পরিণত হলো সে। সাংকোর মনে হলো (সত্যিই তাই) এমন রূপ সে জীবনে দেখেনি। মাস্টার নিকোলাস এবার এগিয়ে এলো। সাংকোকে সাবধান করে দিলো যেন ডন কুইক্সোটের কাছে তার আর পাদ্রীর আসল পরিচয় প্রকাশ না করে। করলে তার হাড়গোড় আস্ত রাখা হবে না।

'জি—জি!' ঢোক গিলে বলো সাংকো।

একটু পরেই রওনা হয়ে গেলেন ওঁরা।

প্রায় পৌনে এক লিগ যাওয়ার পর ডন কুইক্সোটের দেখা পাওয়া গেল। না, সাংকো যেমন দেখে গিয়েছিলেন তেমন প্রায় উলঙ্গ আর এখন নন তিনি। কাপড় পরেছেন। তবে বর্ম অস্ত্র এসব পরেননি। এখনও ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছেন আর 'ডালসিনিয়া!

www.BanglaBook.org

ও ডালসিনিয়া!' জপছেন।

ডরোথিয়া ছুটে গিয়ে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বললো :

'ও দুর্ধর্ষ, অপরাজেয় বীর, কথা দিন আমার অনুরোধ রাখবেন, না হলে আমি এখান থেকে উঠবো না। আমি এক হতভাগিনী নারী, আপনার অসীম ক্ষমতার কথা শুনে ছুটে এসেছি আপনার সাহায্য লাভের আশায়। আমাকে আপনি বিমুখ করবেন না দয়া করে।'

'সুন্দরী নারী,' জবাব দিলেন ডন কুইক্সোট, 'আমি আপনার কোনো কথাই শুনবো না, যতক্ষণ না উঠছেন মাটি থেকে।'

'না, যতক্ষণ না আপনি কথা দিচ্ছেন আমার অনুরোধ রাখবেন ততক্ষণ আমি উঠবো না।'

'ঠিক আছে,' বললেন নিরুপায় ডন কুইক্সোট। 'রাখবো আপনার অনুরোধ, কিন্তু এক শর্তে—আমার রাজা, আমার দেশ আর আমার হৃদয় প্রকোষ্ঠের চাবি দখল করে আছে যে নারী তার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করতে বলবেন না।'

'যাঁদের কথা বললেন তাঁদের কারো বিরুদ্ধেই কিছু করতে বলবো না আপনাকে, স্যার।' আশ্বাস দিলো ডরোথিয়া।

'বেশ, তাহলে উঠুন। বলুন, কী করতে হবে আপনার জন্যে ? তার আগে বলুন কে আপনি ?'

এবার লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল সাংকো। ডরোথিয়া মুখ খোলার আগেই বলে উঠলো :

'স্যার, উনি রাজকুমারী মিকোমিকোনা, ইথিওপিয়ার মিকোমিকোন রাজ্যের রানী!'

'উনি যে-ই হোন, আমি যখন বলেছি ওঁর অনুরোধ রাখবো, তখন রাখবো। রাজকুমারী না হয়ে যদি ভিখিরি হতেন তবু রাখতাম!' ডরোথিয়ার দিকে ফিরলেন নাইট। 'হ্যাঁ, এবার বলুন, কী করতে হবে আপনার জন্যে।'

'ভয়ানক বিপদে পড়ে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি, স্যার নাইট,' বললো ডরোথিয়া। 'আমার রাজ্য শত্রুর করতলগত হতে চলেছে। আপনি ছাড়া কেউ এই বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।'

'কথা দিচ্ছি, আমার যথাসাধ্য করবো। এখন সব খুলে বলুন দয়া করে, মাননীয়া রাজকুমারী।'

ডরোথিয়া কাঁদো কাঁদো মুখে যে গল্প বললো তা হলো :

মিকোমিকোন রাজ্যের মরহুম রাজা অর্থাৎ রাজকন্যা মিকোমিকোনার বাবার নাম টিনাক্রিও আর মা যারামিলা। টিনাক্রিও যখন মৃত্যুশয্যায় তখন একদিন তিনি মিকোমিকোনাকে ডেকে বলেন যে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দানবদের রাজা পাণ্ডাফিলাণ্ডো তাঁর রাজ্য দখল করে নেবে। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়ও তিনি বাতলে দিয়ে যান মেয়েকে। সে উপায় হলো : স্পেনে গিয়ে এযুগের বীরশ্রেষ্ঠের সাহায্য নিতে হবে। একমাত্র তিনিই পারবেন পাণ্ডাফিলাণ্ডোকে পরাস্ত ক'রে মিকোমিকোন রক্ষা করতে। এ যুগের বীর শ্রেষ্ঠের নাম রাজা টিনাক্রিও বলে গিয়েছিলেন। কিন্তু, মৃত্যুশয্যায় বলেই সম্ভবত, নামটা ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারেননি তিনি। রাজকন্যা মিকোমিকোনার যতদূর স্মরণ হচ্ছে, তিনি বলেছিলেন সেই বীরের নাম ডন অ্যাথোট অথবা ডন গিজোট।

'ডন কুইক্সোট,' তাড়াতাড়ি শুধরে দিলো সাংকো, 'বা বলতে পারেন বিষণ্ণ-মুখ নাইট।'

'হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে, ডন কুইক্সোটই বলেছিলেন বাবা। বাবা আরো বলেছিলেন, পাণ্ডাফিলাণ্ডোকে হত্যা করার পর সেই বীর যদি আমাকে বিয়ে করতে চান আমি যেন নির্দ্বিধায় তাতে রাজি হয়ে যাই।'

'কী, সাংকো?' ডন কুইক্সোট বললেন, 'বলেছিলাম না, বিয়ে করার জন্যে রাজকন্যা, আর শাসন করার জন্যে রাজ্য পাওয়া কোনো সমস্যাই না নাইটদের জন্যে?' ডরোথিয়ার দিকে তাকালেন তিনি। 'মাননীয়া রাজকুমারী, আপনার রাজ্য রক্ষায় আমি সাহায্য করবো, পাণ্ডাফিলাণ্ডো এবার তার দুর্বৃত্তপনার উচিত সাজা পাবে। কিন্তু বিনিময়ে আপনাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি তো আগেই বলেছি, আমার হৃদয় প্রকোষ্ঠের চাবি দখল করে আছে এক মহামহিমান্বিতা নারী, যার নাম ডালসিনিয়া দেল টোবোসো।'

'এ আপনি কী বলছেন!' সর্বস্ব হারানোর শোকে যেন চিৎকার করে উঠলো সাংকো। 'এতবড়, এত সমৃদ্ধ একটা রাজ্য হাতে পেয়ে আপনি ছেড়ে দেবেন! স্যার ডন কুইক্সোট, আমার মনে হয় আপনার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে, নাহলে এমন রূপসী রাজকন্যাকে বিয়ে করার সুযোগ পেয়েও হাতছাড়া করার কথা ভাবছেন কী করে! স্যার—স্যার আমার কথাটা একবার ভাবুন, রাজকন্যা মিকোমিকোনাকে বিয়ে করে মিকোমিকোনের রাজা হন আপনি, তারপর আমাকে গভর্নর, মারকুইস যা ইচ্ছা করবেন।'

www.BanglaBook.org

'না, সাংকো, ডালসিনিয়া দেল টোবোসো ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

চরম হতাশায় ভেঙে পড়লো সাংকো। ওকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো ডরোথিয়া।

'ঠিক আছে, জনাব সাংকো পানযা,' বললো সে, 'স্যার নাইট আমাকে বিয়ে না করলেও আমি তোমাকে একটা দ্বীপ দেবো। তুমি চিন্তা কোরো না।'

শান্ত হলো সাংকো। তার দ্বীপ পাওয়া নিয়ে কথা। সে দ্বীপ যার কাছ থেকে যে ভাবেই পাওয়া যাক না কেন, কিছু এসে যায় না।

এরপর সবাই মিলে আলোচনায় বসলেন। ঠিক হলো প্রথমে সাগর তীরে যাওয়া হবে ঘোড়ায় চেপে (যাদের ঘোড়া নেই তারা খচ্চরে চেপে যাবে, যাদের তা-ও নেই তারা যাবে হেঁটে)। সেখান থেকে একটা জাহাজ নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে যাওয়া হবে মিকো-মিকোনে। তারপর ডন কুইক্সোট লড়বেন দানবরাজ পাণ্ডাফিলা-ণ্ডোর সাথে। রাজকুমারী মিকোমিকোনা রাজ্য ফিরে পাওয়ার পর তিনি যাবেন হৃদয়েশ্বরীর কাছে। সুতরাং আর দেরি না করে তাঁরা রওনা হলেন সাগর তীরের পথে (আসলে ডন কুইক্সোটের গ্রামের পথে)। ডন কুইক্সোট রোজিন্যান্টের পিঠে। দুই খচ্চরের একটায় পাদ্রী, অন্যটায় রাজকন্যা মিকোমিকোনা অর্থাৎ ডরো-থিয়া। নাপিত আর সাংকো হেঁটে। তখন গভীর রাত।

কার্ডেনিও খুশি। সে বুঝতে পেরেছে, পাগলটাকে বাড়ি পৌঁছে

www.BanglaBook.org

দেয়ার পর তার সঙ্গে লুসিণ্ডার মিলন ঘটানোর চেষ্টা করবেন পাদ্রী। ডরোথিয়াও খুশি, এতগুলো সাহায্যকারী যখন পাওয়া গেছে এবার নিশ্চয়ই সে খুঁজে বের করতে পারবে ফার্নান্দোকে। পাদ্রী আর নাপিতের মনেও ফুর্তি। তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে। আর কয়েকটা দিন—তার পরেই পাগলা কুইক্সাডাকে ঘরে নিয়ে আটকাতে পারবেন।

ভোর হয়ে গেল দেখতে দেখতে। পুবের আকাশ রাঙা করে সূর্য উঠছে। এই সময় হঠাৎ একটা লোককে দেখা গেল, গাধায় চেপে আসছে ওঁদের দিকে। দূর থেকে পোশাক-আশাক দেখে জিপসী বলে মনে হলো।

কিন্তু জিপসী হোক আর যা-ই হোক, লোকটা গাধায় চেপে আছে দেখেই দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো সাংকোর। লোকটা একটু কাছাকাছি হতেই সে চিনতে পারলো গিনেস ডি পাসামনটকে। গাধাটাকেও। ওটা তার হারিয়ে যাওয়া ড্যাপ্‌ল। লাফিয়ে উঠে সাংকো ছুটলো গর্দভারোহীর দিকে। সেই সাথে চিৎকার:

'বদমাশ গিনোসিলো! আমার মাণিককে নিয়ে ভেগেছিলি! দে, এক্ষুণি ফিরিয়ে দে! ছ্যাঁচড়া, চোর!'

এত গালিগালাজের কোনো দরকার ছিলো না। সাংকোর চিৎকার শুনে আর তার সঙ্গীর সংখ্যা দেখে এক মুহূর্ত দেরি না করে গাধার পিঠ থেকে নেমে চো-চা দৌড় লাগালো গিনেস। কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর হাওয়া হয়ে গেল। ছুটে গিয়ে ড্যাপ্‌ল-এর গলা জড়িয়ে ধরলো সাংকো।

'কোথায় ছিলি এতদিন, আমার মাণিক, আমার সাথী, আমার

ড্যাপ্‌ল ?' সাশ্রুনয়নে বলতে বলতে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলো সে জন্তু টার সারা গা।

পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে আদর উপভোগ করতে লাগলো ড্যাপ্‌ল। ইতিমধ্যে অন্যরাও পৌঁছে গেছেন সেখানে। সবাই—বিশেষ করে ডন কুইক্সোট হারানো সাথীকে ফিরে পাওয়ায় অভিনন্দন জানালেন সাংকোকে।

আবার রওনা হলেন সবাই। সাংকো এখন একদম সামনে প্রভুর পাশে পাশে গাধা ছুটিয়ে চলেছে। বাকিরা একটু পেছনে নিজেদের ভেতর ফিস ফিস করে আলাপ করতে করতে আসছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোদ্দ

কিছুদূর যাওয়ার পর ডন কুইক্সোট জিজ্ঞেস করলেন :

'বন্ধু সাংকো, এবার বলো, লেডি ডালসিনিয়াকে কেমন দেখলে ? কী করছিলো ও ? কী আলাপ হলো তোমার সাথে ? আমার চিঠি পড়ার সময় কেমন হয়েছিলো ওর চেহারা ? কাকে দিয়ে নকল করিয়েছিলে চিঠিটা ?'

শেষ প্রশ্নটার জবাব প্রথমে দিলো সাংকো।

'স্যার,' বললো সে, 'সত্যি কথা বলতে কি, চিঠিটা কেউ নকল করেনি। আসলে আমি কোনো চিঠিই নিয়ে যাইনি।'

'হ্যাঁ, আমি জানি। তুমি চলে যাওয়ার দু'দিন পর আমি আবিষ্কার করি, ছোট্ট পকেট খাতাটা আমার কাছেই রয়েছে। ভেবেছিলাম ওটা ফেলে গেছ টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি ফিরে আসবে।'

'তা-ই আসতাম,' বললো সাংকো, 'কিন্তু যখন দেখলাম পুরো চিঠিটা আমার হুবহু মনে আছে তখন আর খামোকা কষ্ট করলাম না। এক গির্জার কেরানীকে দিয়ে আবার লিখিয়ে নিলাম।'

'এখনও ওটা মনে আছে তোমার ?'

'না, স্যার যখন দেখলাম মনে রাখার আর প্রয়োজন নেই, ভুলে গেলাম।'

'যাক যা হয়েছে হয়েছে, এখন বলো তুমি যখন পৌঁছুলে তখন কী করছিলো আমার হৃদয়ের রানী ? নিশ্চয়ই মুক্তোর মালা গাঁথছিলো, নয় তো সোনালি সুতো দিয়ে রুমালে ফুল তুলছিলো তার নাইটের জন্যে ?'

'না, স্যার, উনি তখন বাড়ির পেছনের উঠানে বসে গম ঝাড়ছিলেন। বুশেল দুয়েক তো হবেই।'

'আচ্ছা! ওর হাতের ছোঁয়ায় গমের দানাগুলো সব মুক্তা হয়ে যাচ্ছিলো না ? কী ধরনের গম ছিলো ওগুলো ?—শাদা না বাদামী ?'

'কোনোটাই না, স্যার, লাল।'

'তাহলে আমার কাছে শুনে নাও, সাংকো, ওর হাতে ঝাড়া গম দিয়ে যা হবে তা দুনিয়ার সেরা শাদা রুটি—হোক না গম লাল। আচ্ছা তারপর বলো, আমার চিঠি পেয়ে কী করলো ?'

'কী আর ?—আমি যখন দিতে গেলাম উনি তখন মগ্ন হয়ে গম ঝাড়ছেন। আমাকে বললেন : "ঐ বস্তার ওপর রেখে দাও। হাতের কাজ শেষ না করে পড়তে পারবো না।" '

'বুদ্ধিমতী মহিলা! নিশ্চয়ই সময় নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে পড়বার জন্যে অমন করেছিলো। তারপর, সাংকো, আমার সম্পর্কে কী বললো ?'

'কিছু না। আমি যেচে পড়ে আপনাকে যে অবস্থায় রেখে

www.BanglaBook.org

গিয়েছিলাম তার বিবরণ দিলাম—আপনি তাঁর মন পাওয়ার জন্যে কেমন সাধনা করছেন, কেমন করে ভাগ্যকে অভিশাপ দিচ্ছেন বললাম—'

'উঁহু হু, ভুল করেছো। কক্ষনো আমি ভাগ্যকে অভিশাপ দেইনি, দেবোও না। আমার ভাগ্যই তো আমাকে ডালসিনিয়া দেল টোবোসোর মতো উঁচু নারীর প্রেম পাওয়ার যোগ্যতা দিয়েছে।'

'ঠিক বলেছেন, স্যার, অনেক উঁচু,' বললো সাংকো, 'আমার চেয়ে অন্তত এক হাত।'

'কী করে মাপলে!?'

'গাধার পিঠে গমের বস্তা তোলায় সাহায্য করতে বলেছিলেন আমাকে। যখন করছি তখন কাছাকাছি হয়েছিলাম একটুক্ষণের জন্যে। সেই সময় মেপে নিলাম।'

'কাছাকাছি হয়েছিলে! ওর গায়ের অপূর্ব সুগন্ধ পাওনি ?'

'সুগন্ধ! কী বলছেন, স্যার! বোঁটকা ঘামের গন্ধ!'

'অসম্ভব! কিছুতেই তা হতে পারে না,' গর্জে উঠলেন ডন কুইক্সোট। 'নিশ্চয়ই তোমার সর্দি লেগেছিলো, নয়তো নিজের গায়ের গন্ধই পেয়েছিলে!'

'তা হতে পারে, স্যার,' ভয়ে ভয়ে জবাব দিলো সাংকো। 'আমার নিজের গা থেকেও মাঝে মাঝে অমন গন্ধ পাই।'

'তারপর, গম ঝাড়া শেষ করে গাধায় চাপিয়ে পেষাইখানায় পাঠিয়ে দিয়ে আমার চিঠি পড়লো ?'

'না, স্যার। হাতের কাজ শেষ করে উনি বললেন, উনি লিখতে পড়তে জানেন না। চিঠিটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে

দিয়ে আবার বললেন, উনি চান না ওটা কেউ পড়ুক, তাতে ওঁর গোপন কথা জানাজানি হয়ে যাবে গ্রামে। আমার মুখে আপনার ভালবাসা সম্পর্কে যা শুনেছেন তা-ই নাকি যথেষ্ট তাঁর জন্যে। তারপর বললেন, আমি যেন আপনাকে জানাই, উনি আপনার হাতে চুমু খেয়েছেন। উনি আপনাকে দেখতে চান, তাই বলে দিয়েছেন, যেন আমি এসে বলি, সোজা এল টোবোসোয় তাঁর কাছে চলে যাবেন আপনি।'

'এবার বলো, যখন চলে আসছো তখন যে মূল্যবান সংবাদ নিয়ে গেছ তার পুরস্কার হিশেবে কী দিলো তোমাকে?'

'একটা রুটি আর খানিকটা পনির।'

'ও। আসলে নিয়ম হচ্ছে এ ধরনের সংবাদ যে পৌঁছে দেয় তাকে মূল্যবান কিছু দেয়া। আমার মনে হয় তুমি যখন চলে আসো তখন আমার ডালসিনিয়ার কাছে তেমন কিছু ছিলো না, তাই হাতের কাছে যা পেয়েছে তা-ই দিয়েছে। দুঃখ কোরো না, ওর সাথে আমার যখন দেখা হবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। হয়তো দেখবে তুচ্ছ কোনো খবর পৌঁছানোর বিনিময়ে দামী মণি-মুক্তা পাচ্ছো! যাকগে ওসব কথা। বুঝলে সাংকো, আমার যেটা আশ্চর্য লাগছে: তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরলে কী করে? মাত্র তিন দিনের ভেতর গেছ আবার ফিরে এসেছো অথচ এখান থেকে এল টোবোসোর দূরত্ব কমপক্ষে ত্রিশ লিগ। আমার কী মনে হচ্ছে জানো? আমার ভালোমন্দের খবরদারি করেন যে জ্ঞানী জাদুকর—আমার বন্ধু—তিনি তোমাকে সাহায্য করেছেন।'

'হতে পারে,' জবাব দিলো সাংকো। 'কানে পারা লাগিয়ে দিলে

www.BanglaBook.org

জিপসীদের গাধা যেমন ছোটে তেমন জোরে ছুটেছিলো রোজিন্যান্ট*।'

'পারা! হতে পারে। তবে জাদুকরের সাহায্যও যে পেয়েছিলে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন বলো, আমার কি এল টোবোসোয় গিয়ে আমার হৃদয়েশ্বরীর সাথে দেখা করা উচিত?'

'কী বলছেন আপনি, স্যার! কোথায় রাজকুমারী মিকোমিকোনা আর কোথায় আপনার লেডি ডালসিনিয়া! একবার ভাবুন তো, রাজকুমারী মিকোমিকোনার রাজ্য উদ্ধার ক'রে দিলে কী পাবেন আর এল টোবোসোয় আলডোনযা—মানে ডালসিনিয়ার কাছে গেলে কী পাবেন? আমার পরামর্শ যদি চান তো বলবো, পথে প্রথম যে গ্রাম পড়বে সেখানেই একজন পাদ্রী ডেকে বিয়ে করে ফেলুন রাজকুমারীকে। কত বড় একটা রাজ্য পাবেন—'

'শোনো, সাংকো,' কঠোর স্বরে বললেন ডন কুইক্সোট, 'আর কখনো যদি আমাকে এই বিয়ের কথা বলো তোমার রাজা হওয়ার স্বপ্ন তো চুলোয় যাবেই, মাথাটাও যেতে পারে। কেন তুমি এত পীড়াপীড়ি করছো আমাকে? রাজ্য পাব বলে? সে তো বিয়ে না করেও পেতে পারি—'

'বিয়ে না করেও!'

'হ্যাঁ। আমি রাজকুমারীকে বলবো দৈত্য পাণ্ডাফিলাণ্ডোর সাথে লড়তে পারি এক শর্তে। সে শর্ত হলো, পারিশ্রমিক হিশেবে

* কোনো প্রাণীকে দ্রুত ছোটানোর জন্যে কানে পারা (পারদ) লাগিয়ে দেয়ার এই রীতি এখনও প্রচলিত আছে স্পেনের জিপসীদের ভেতর।

আমাকে তার রাজ্যের অর্ধেকটা বা কিছু অংশ দিতে হবে। আমার বিশ্বাস এই শর্তে রাজি হবে মিকোমিকোনা—পুরো রাজ্য হারানোর চেয়ে কিছুটা হারানো ভালো না? তারপর আমার পারিশ্রমিক আমি যাকে খুশি দিয়ে দেবো।'

'যাকে খুশি মানে!' ঢোক গিলে বললো সাংকো।

'মানে তুমি যদি না নিতে চাও তাহলে—।'

এবার প্রসন্ন হলো সাংকোর মন। বাধা দিয়ে বললো:

'স্যার, একটা কথা কিন্তু খেয়াল রাখবেন, যে অংশটা নেবেন তার সঙ্গে যেন সমুদ্র থাকে।'

'কেন!?'

'রাজ্য শাসন করতে করতে যদি ক্লান্ত হয়ে যাই তাহলে যেন জাহাজে চড়ে পালিয়ে আসতে পারি দেশে।'

'ঠিক আছে খেয়াল রাখবো। এখন বলো, আগে লেডি ডালসিনিয়ার কাছে যাবো, না মিকোমিকোনে পাণ্ডাফিলাণ্ডোকে হত্যা করতে?'

'আগে, স্যার, মিকোমিকোনে যাওয়া-ই উচিত হবে। রাজ্য পেয়ে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে যাবেন লেডি ডালসিনিয়ার কাছে।'

'ঠিক আছে, তোমার পরামর্শই আমি গ্রহণ করছি। ডালসিনিয়ার কাছে পরে যাবো।'

এই সময় নাপিত মাস্টার নিকোলাস চিৎকার করে থামতে বললো সবাইকে। কাছেই একটা ঝরনা দেখতে পেয়েছে। সেখানে বসে একটু বিশ্রাম আর খাওয়া দাওয়া করে নিতে চায়। সবাই খুশি হলো প্রস্তাব শুনে। সাংকো সবচেয়ে বেশি। এতক্ষণ ধরে মিথ্যে

www.BanglaBook.org

কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারা। জীবনে কখনো এত মিথ্যে এক সাথে বলেনি সে।

ঝরনার শীতল জলে হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসে গেলেন সবাই। ঠিক সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো এক ছেলে। এতগুলো মানুষকে এক জায়গায় বসে থাকতে দেখে কৌতূহলী হয়ে তাকালো সে। ডন কুইক্সোটকে চিনতে পেরেই ছুটে গিয়ে তাঁর পা আঁকড়ে ধরলো। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন নাইট।

'স্যার, আমাকে চিনতে পারছেন না!' কাঁদতে কাঁদতে বললো ছেলেটা। 'ভালো করে দেখুন। আমি অ্যাণ্ডরু। মালিকের চাবুক থেকে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন আপনি!'

এবার চিনতে পারলেন ডন কুইক্সোট। ওর হাত ধরে অন্যদের দিকে ঘুরিয়ে বললেন:

'দেখুন আপনারা, নাইটদের প্রয়োজন যে এযুগেও কতখানি তার জ্বলন্ত প্রমাণ আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শুনিয়ে দাও তো, অ্যাণ্ডরু, আমি তোমার কী উপকার করেছিলাম—'

কিন্তু অ্যাণ্ডরু মুখ খোলার সুযোগ পেলো না। তার আগে তিনি নিজেই গড় গড় করে বলে গেলেন সেদিনকার সেই ঘটনার কথা। শেষে যোগ করলেন:

'ঠিক নয়, অ্যাণ্ডরু? বলো, এঁদের শুনিয়ে দাও।'

'এক দম ঠিক, স্যার,' জবাব দিলো ছেলেটা। 'কিন্তু আপনি যা আশা করেছিলেন পরে ঘটেছিলো ঠিক তার উল্টো।'

'মানে! বদমাশটা তোমার পাওনা দেয়নি!?' জিজ্ঞেস করলেন ডন কুইক্সোট।

'দেয়নি তো দেয়নি, আরো যা যা করেছিলো শুনলে আপনি শিউরে উঠবেন।'

'আবারও মারধর করেছিলো!?'

অ্যাণ্ডরু এবার শোনালো ডন কুইক্সোট চলে আসার পর তার মনিব কী করেছিলো। শুনে কিছুক্ষণ মাথা চুলকালেন নাইট।

'আসলে গড়বড়টা হয়েছিলো কী,' অবশেষে বললেন তিনি, 'আমি চলে এসেছিলাম। তুমি পাওনা বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত আমার থাকা উচিত ছিলো। যাক, অ্যাণ্ডরু, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি শপথ করেছিলাম ও যদি ঠিক মতো তোমার পাওনা মিটিয়ে না দেয়, যেখানেই যাক আমি ওকে খুঁজে বের করে প্রতিশোধ নেবো?'

'জি, মনে আছে,' বললো অ্যাণ্ডরু, 'কিন্তু এখন আর তাতে আমার কোনো উপকার হবে না।

'হয় কিনা এক্ষুণি দেখতে পাবে,' বলে ডন কুইক্সোট সাংকোকে নির্দেশ দিলেন রোজিন্যাণ্টকে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত করতে।

'তা কী করে হয়!' ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো ডরোথিয়া। 'আপনি কথা দিয়েছেন আমার রাজ্য উদ্ধার করে দেবেন, তার আগে অন্য কাজ হাতে নিলে আপনার প্রতিশ্রুতির মূল্য থাকলো কোথায়?'

'তা ঠিক, তা ঠিক,' চিন্তিত কণ্ঠে বললেন নাইট। 'ভাই অ্যাণ্ডরু, আর ক'টা দিন ধৈর্য ধরে থাকো, আমি ফিরে আসি তারপর বিহিত করবো তোমার ওপর যে অন্যায় করা হয়েছে তার। আজ আবার আমি শপথ করছি, তুমি তোমার পাওনা বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত আমি শান্ত হবো না।'

'থাক, স্যার, আর শপথে কাজ নেই। আপনার শপথে কতটুকু কাজ হয় তা তো হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। আর দরকার নেই। ঈশ্বরের নামে একটা অনুরোধ করবো আপনাকে, স্যার, ভবিষ্যতে যদি কখনো আমাদের দেখা হয়, যদি দেখেন আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে তবু দয়া করে আমাকে কোনো রকম সাহায্য করতে যাবেন না।'

'কেন!?' বিস্মিত প্রশ্ন ডন কুইক্সোটের।

'কারণ, স্যার, যত কষ্টই জীবনে পাই, আপনি সাহায্য করার পরে যা পেতে হয় তার তুলনায় সেটা কিছু না।'

লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলেন ডন কুইক্সোট বেয়াদব ছোকরাকে শায়েস্তা করার জন্যে। কিন্তু তার আগেই অ্যাণ্ডরু এমন ছুট লাগিয়েছে যে তাকে ধরার চেষ্টা যে পণ্ডশ্রম, বুঝতে অসুবিধা হলো না ডন কুইক্সোটের মতো মানুষেরও। লজ্জায় চোখ তুলে কারো দিকে তাকাতে পারলেন না তিনি। আর অন্যরা হাসি চাপার কসরত করতে লাগলেন প্রাণপণে।

খাওয়া দাওয়া শেষে আবার রওনা হলেন ওঁরা। পরদিন সকালে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটার আগেই পৌঁছে গেলেন সেই সরাইখানায়—ঢোকা দূরে থাক যেটার চেহারা দেখলেই আতঙ্ক উপস্থিত হয় সাংকো পানযার মনে। এবার অবশ্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে ঢুকতে হলো সবার পীড়াপীড়িতে। সরাইওয়ালা, তার স্ত্রী, মেয়ে এবং দাসী—সবাই খুশি মনে অভ্যর্থনা জানালো ডন কুইক্সোট এবং তাঁর সঙ্গীদের। নাইট গম্ভীরভাবে তাদের অভিবাদনের জবাব দিলেন

www.BanglaBook.org

এবং বললেন, এবার যেন গেলবারের চেয়ে ভালো বিছানা দেয়া হয় তাঁদের। সরাইওয়ালার স্ত্রী সবিনয়ে বললো, গেলবারের চেয়ে ভালো পয়সা দিলে ভালো বিছানার ব্যবস্থা করা অসম্ভব হবে না। ডন কুইক্সোট জানালেন, দেবেন তিনি। সরাইওয়ালা আগের সেই ঘরে নিয়ে গেল তাঁকে। বিছানায় শুইয়ে দিলো। হ্যাঁ, আগের চেয়ে ভালো বিছানাই দিয়েছে সে এবার। দেহ মন দুটোই ক্লান্ত ছিলো নাইটের, শুইয়ে দিতেই চলে পড়লেন গভীর ঘুমের কোলে।

পাদ্রী এর পর নাপিতকে বললেন সরাইওয়ালার স্ত্রীর পোশাক ফিরিয়ে দিতে। রাজি হলো না নাপিত নিকোলাস। বললো :

'পাগলটা চিনে ফেলবে না!'

'চিনলে অসুবিধা নেই,' বললেন পাদ্রী। 'বলবে, দাস হিশেবে গ্যালিতে পাঠানোর জন্যে তোমাকে ধরে আনছিলো রক্ষীরা, তুমি পালিয়ে এই সরাইখানায় এসে উঠেছো।'

'তাহলে রাজকুমারীর সহচরীর কী হবে?'

'ডরোথিয়া বলবে, বীর নাইটের আসার খবর আগেভাগেই দেশে পৌঁছে দেয়ার জন্যে সে পাঠিয়ে দিয়েছে সহচরীকে।'

'হ্যাঁ, এটা তো আমি করতেই পারি,' ডরোথিয়া বললো।

'তাহলে অবশ্য কোনো অসুবিধা নেই,' বললো নিকোলাস।

খুশি মনে সরাইওয়ালার স্ত্রীর পোশাক ফিরিয়ে দিলো সে।

www.BanglaBook.org

পনেরো

দুপুরের খাবার যখন পরিবেশন করা হলো তখনও ডন কুইক্সোট ঘুমিয়ে। তাঁকে ছাড়াই খেতে বসলেন সবাই। খাওয়ার পর জড় হলেন সরাইখানার মূল কামরায় গল্প গুজব করার জন্যে। সরাই-ওয়ালা, তার স্ত্রী, মেয়ে, এমন কী কাজের মেয়ে পর্যন্ত যোগ দিলো। সরাইখানায় অন্যান্য যারা ছিলো তারাও এলো। কিছুক্ষণ এটা সেটা আলাপের পর উঠলো ডন কুইক্সোট প্রসঙ্গ। পাদ্রী এবং নাপিত তাঁর বন্ধু শুনে সরাইওয়ালা প্রশ্ন করলো :

'এই দুরবস্থা হলো কী করে ভদ্রলোকের?'

'নাইটদের বীরত্ব, রোমাঞ্চকর জীবন, অভিযান ইত্যাদি নিয়ে লেখা বই পড়ে,' জবাব দিলেন পাদ্রী।

'আশ্চর্য!' বললো সরাইওয়ালা, 'তা কী করে হয়? আমিও তো ও ধরনের বইয়ের ভক্ত। আমার সংগ্রহে আছেও দু'তিনখানা। সময় পেলেই পড়ি। বার বার পড়ি। শুধু পড়ি না, আমার স্ত্রী, মেয়েকে পড়ে শোনাইও।'

'হ্যাঁ, যা ভালো লাগে না!' বললো সরাইওয়ার স্ত্রী। 'শুনতে

শুনতে গা শিউরে ওঠে।'

'তোমার কেমন লাগে?' সরাইওয়ালার মেয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন পাদ্রী।

'আমি ঠিক জানি না, ফাদার,' বললো মেয়েটা। 'আমি শুনি, কিন্তু ভালো বুঝি না। অদ্ভুত, অজানা কিছু শোনার যে মজা সেটুকু পাই, ব্যস, তারচেয়ে বেশি কিছু না। বাবা মারামারির জায়গাগুলো পড়তে পড়তে উত্তেজনায় টগবগ করতে থাকে, আমার তেমন কিছু লাগে না। দু'একটা লড়াই তো বোকামিই মনে হয়। তবে হ্যাঁ, নাইটরা যখন প্রেমিকাদের বিরহে শোক করে, বিলাপ করে, অসহ্য কষ্ট স্বীকার করে তাদের মন জয় করার জন্যে তখন আমার কান্না পেয়ে যায়।'

'তার মানে, তোমার জন্যে যদি কেউ অমন করতো তুমি তার দুঃখ ভোলানোর চেষ্টা করতে?' জিজ্ঞেস করলো ডরোথিয়া।

'জানি না। আমি শুধু জানি, ঐ সব মহিলাদের কেউ কেউ এমন নিষ্ঠুর হৃদয়হীন, যে মনে হয় হাতের কাছে পেলে ভালো এক চোট ধোলাই দিতাম। বোকা ছাড়া কেউ এমন বদ মেয়ে মানুষের প্রেমে পড়ে?'

'ব্যস, ব্যস এত বকর বকর করিস না,' বললো সরাইওয়ালার স্ত্রী। 'এসব ব্যাপারে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করার জন্যে আরো অনেক কিছু দেখতে হবে, শুনতে হবে, শিখতে হবে তোকে।'

'আমি কী করবো—উনি জিজ্ঞেস করলেন বলেই তো বলছি!'

সরাইওয়ালার দিকে তাকালেন এবার পাদ্রী। বললেন:

'ওসব বই পড়া খারাপ তা আমি বলছি না, তবে বেশি না পড়াই

ভালো। নইলে আমার এই বন্ধুটির মতো অবস্থা হতে পারে।'

'মাথা খারাপ!' বললো সরাইওয়ালা, 'আমি অত বোকা নাকি? নাইটদের যুগ যে শেষ হয়ে গেছে তা আমি ভালো করেই জানি।'

কথাটা শুনে খুব মর্মাহত হলো সাংকো। নাইটদের দিন যদি শেষই হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ওর প্রভু কি খামোকা এমন দুঃখ ভোগ করছেন, কষ্ট স্বীকার করছেন, ঘুরে ঘুরে মরছেন? ইহ বা পরজাগতিক কোনো লাভ এ থেকে হবে না?

এ নিয়ে খুব বেশিক্ষণ ভাবার সুযোগ সাংকো পেলো না। ডন কুইক্সোটের ঘর থেকে হঠাৎ তীব্র এক গর্জনের আওয়াজ ভেসে এলো। তারপর ধুপ ধাপ আওয়াজ। চমকে উঠলেন সবাই। সাংকো সশব্যস্ত হয়ে ছুটে গেল ব্যাপার কী দেখতে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ফিরলো তারস্বরে চিৎকার করতে করতে:

'স্যার! স্যার! জলদি আসেন। ভয়ঙ্কর লড়াই চলছে ওঘরে! রাজকুমারী মিকোমিকোনার শত্রু সেই দৈত্যকে আক্রমণ করেছেন আমার প্রভু।'

'কী বলছো তুমি, সাংকো!' সবিস্ময়ে চিৎকার করলেন পাদ্রী। 'তোমার মাথা ঠিক আছে তো? সেই দৈত্য এখন অন্তত দু'হাজার লিগ দূরে এখন থেকে!'

ইতিমধ্যে ধুপ ধাপ আওয়াজ আরো তীব্র হয়েছে। ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে ডন কুইক্সোটের গর্জন:

'দাঁড়া! বদমাশ! খুনে গুণ্ডা! এবার তোকে বাগে পেয়েছি! এমন শিক্ষা দেবো!'

www.BanglaBook.org

সেই সাথে তলোয়ারের কোপে কাটার 'খ্যাশ, খ্যাশ' আওয়াজ।

'দয়া করে কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না!' মিনতি করলো সাংকো। 'সাহায্য করুন আমার প্রভুকে! রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘর। ইয়া বড় মদের থলের* মতো মাথা দৈত্যটার। একেকটা কোপ দিচ্ছেন প্রভু আর রক্তের বন্যা বইছে!'

'মদের থলে!' সর্বস্ব হারানো স্বরে চিৎকার করলো সরাই-ওয়ালা। 'সর্বনাশ হয়ে গেল আমার! নতুন লাল মদের কয়েকটা বড় বড় থলে আমি ঝুলিয়ে রেখেছিলাম ওঘরে। ও ঈশ্বর! নিশ্চয়ই ওগুলোকে দৈত্য মনে করেছে পাগলটা! আহা-হা-হা, ওগুলো রক্ত না, সাংকো পানযা, মদ—লাল মদ!'

বলতে বলতে ছুটলো সরাইওয়ালা ঘরটার দিকে। অন্যরাও গেলেন পেছন পেছন। এবং তারপর যা দেখলেন, ওহ! পৃথিবীর কেউ কোনো দিন এমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছে কিনা সন্দেহ।

দাঁড়িয়ে আছেন ডন কুইক্সোট। জামা ছাড়া আর কোনো কাপড় নেই পরনে। সে জামাও খুব একটা লম্বা নয়, হাঁটুর বেশ খানিকটা উপরে তার ঝুল শেষ হয়েছে। ফলে তাঁর লম্বা, কাঠির মতো সরু, লোমশ এবং অপরিষ্কার (বাড়ি থেকে বেরোনোর পর এপর্যন্ত এক-বারও গোসল করেননি তিনি) পাগুলো দেখা যাচ্ছে—দেখা যাচ্ছে না বলে কটকট করে তাকিয়ে আছে বলাই বোধহয় ভালো। মাথায় নোংরা একটা লাল টুপি (জিনিসটার মালিক সরাইওয়ালা), বাঁ হাতে ঢাল হিশেবে জড়িয়ে নিয়েছেন বিছানার কম্বলটা। ডান হাতে খোলা তলোয়ার। চার দিকে সমানে চালাচ্ছেন তিনি সেটা, এবং

* সে যুগে মদ সংরক্ষণের জন্য চামড়ার থলে ব্যবহার হতো।

চিৎকার করছেন যেন সত্যি সত্যিই লড়ছেন দৈত্যের সাথে। সব-চেয়ে মজার ব্যাপার যেটা, চোখ দুটো বন্ধ তাঁর। ঘুমাচ্ছেন তিনি এখনো। পাণ্ডাফিলাণ্ডোর সাথে লড়াইয়ের চিন্তায় এমন মশগুল ছিলেন যে ঘুমিয়েও সেটা তাড়াতে পারেননি মাথা থেকে। পরিণামে এই অবস্থা। স্বপ্ন দেখেছেন তিনি, পৌঁছে গেছেন মিকোমিকোন রাজ্যে। এবং পৌঁছে এক মুহূর্ত দেরি না করে লড়াই শুরু করেছেন দানবরাজ পাণ্ডাফিলাণ্ডোর সঙ্গে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা কোপ লাগাতে পেরেছেন সরাইওয়ালার ঝুলিয়ে রাখা মদের থলে-গুলোর কয়েকটায়। শুধু মেঝে নয়, ডন কুইক্সোটের শরীর, বাঁ হাতে জড়ানো কম্বল এবং বিছানাও ছয়লাপ রক্তের মতো লাল মদে।

এই দৃশ্য দেখে এক মুহূর্ত হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সরাই-ওয়ালা। তারপর ভয়ঙ্কর এক হুঙ্কার ছেড়ে তীব্র আক্রোশে গিয়ে টুঁটি চেপে ধরলো নাইটের। আরেকটু হলে দৈত্যের সাথে লড়াই-য়ের তো বটেই নিজের জীবনেরও ইতি হয়ে যেতো তাঁর। ঘটনা অতদূর গড়াতে পারলো না অন্যান্যদের হস্তক্ষেপের ফলে। কার্ডে-নিও, নাপিত, পাদ্রী সবাই মিলে সরাইওয়ালার হাত থেকে উদ্ধার করলেন ডন কুইক্সোটকে। একপাশে দাঁড়িয়ে তীব্র রোষে ফুঁসতে লাগলো সরাইওয়ালা আর বাকিরা প্রাণপণে ঝাঁকুনি দিয়ে, গালে মাথায় মৃদু চাপড় দিয়ে, হাত থেকে তলোয়ার, কম্বল কেড়ে নিয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন তাঁকে জাগানোর। কিন্তু, কিসের কী! চোখ বুঁজে হাত পা ছোঁড়া, চিৎকার চলতেই লাগলো নাইটের। অব-শেষে নাপিত নিকোলাস এক বালতি পানি এনে ছুঁড়ে মারলো তাঁর মাথায়, মুখে, গায়ে। এবার ঘুম ভাঙলো বা বলা যায় জ্ঞান

www.BanglaBook.org

ফিরলো ডন কুইক্সোটের।

সাংকো পানযা এতক্ষণ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে ঘরের মেঝে, চৌকির তল, কিন্তু দৈত্যের কাটা মাথার কোনো খোঁজ পায়নি। প্রভুকে চোখ মেলতে দেখেই বলে উঠলো :

'স্যার, আর কোনো সন্দেহ নেই, এ বাড়িতে ভূতের আছর আছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি দৈত্যটার গা থেকে ফোয়ারার মতো রক্ত বেরোচ্ছে, কিন্তু এতক্ষণ খুঁজেও মাথাটার দেখা পেলাম না। নিশ্চয়ই ভূতের দল, নয় তো আপনার সেই জাদুকর ওটা হাওয়া করে দিয়েছে!'

'ব্যাটা, ঈশ্বরের দুশমন, ফোয়ারার মতো রক্ত বলছিস কাকে?' তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করলো সরাইওয়ালা। 'দেখছিস না, গর্দভ, আমার মদের থলে থেকে বেরোনো মদ এগুলো!'

'যা-ই দেখি না কেন, আমার বিশ্বাস তাতে পাল্টাবে না। এ বাড়িতে ভূতের আছর আছেই।' আর্তনাদের মতো শোনালো সাংকোর কণ্ঠস্বর। 'আমার রাজা হওয়ার স্বপ্ন বোধ হয় লবণ যেমন পানিতে মিশে যায় তেমন বাতাসে মিশে গেল। কাটা মাথা না পাওয়া গেলে কে বিশ্বাস করবে, আমার প্রভু হত্যা করেছেন দৈত্যটাকে?'

রাগে দুঃখে এমন দুরবস্থা বেচারা সরাইওয়ালার যে সে কোনো কথাই বলতে পারলো না সাংকোর কথার পিঠে।

ইতিমধ্যে ডরোথিয়া পৌঁছে গেছে সেখানে। সে তাড়াতাড়ি সাংকোকে আশ্বস্ত করলো :

'না, না, সাংকো পানযা, তোমার অত ঘাবড়ানোর কিছু

নেই। আমি দেশে ফিরে যদি দেখি, শত্রুর হাত থেকে আমার রাজ্য মুক্ত হয়েছে, সেটাকে আমি তোমার প্রভুর কৃতিত্ব বলেই ধরে নেবো এবং তাঁকে আমার রাজ্যের সেরা অংশটা উপহার হিশেবে দেবো। উনি তখন ইচ্ছে করলেই সেটা তোমাকে দিয়ে দিতে পারবেন।'

এতক্ষণে একটু স্বস্তি বোধ করতে লাগলো সাংকো। যাক, রাজ্য পাওয়ার আশা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি তাহলে! নতজানু হয়ে সে হস্ত চুম্বন করলো রাজকুমারী মিকোমিকোনার।

এদিকে নাপিত এবং পাদ্রী ভেজা জামা বদলে আবার বিছানায় শুইয়ে দিয়েছেন ডন কুইক্সোটকে। কিছুক্ষণ গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই ঘুমিয়ে গেলেন তিনি। নিঃশব্দে সবাই বেরিয়ে এলেন সে ঘর থেকে। সরাইওয়ালা তার অক্ষত মদের থলেগুলো খুলে আনতে ভুললো না।

www.BanglaBook.org

BanglaBook.org

ষোল

সেদিনই সন্ধ্যার একটু আগে সরাইখানার দরজা থেকে উৎফুল্ল চিৎকার শোনা গেল সরাইওয়ালার :

'আহ্, নতুন এক দল খদ্দের! আমার এখানে যদি ওঠে আমি গান গাইবো "আহা কী আনন্দ!"

'কারা?' জিজ্ঞেস করলো কার্ডেনিও। 'চেনা নাকি আপনার?'

'না চেনা না। চারজন ঘোড়সওয়ার। অস্ত্রশস্ত্রও আছে সঙ্গে। সবার মুখে মুখোশ। একজন মনে হচ্ছে মহিলা। হ্যাঁ তা-ই, শাদা পোশাক পরা। তারও মুখে মুখোশ। পেছনে পায়ে হেঁটে আসছে দুই ছোকরা।'

'কাছে এসে গেছে নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন পাদ্রী।

'কাছে মানে! আমার ফটক পেরিয়ে ঢুকছে এখন।'

শুনেই ডরোথিয়া পোশাকের মুখাবরণটা টেনে দিলো মুখের ওপর। কার্ডেনিও চলে গেল ডন কুইক্সোটের কামরায়। কয়েক সেকেণ্ড পরেই সরাইখানায় ঢুকলো দলটা। প্রথমে তিনজন দশাসই পুরুষ, তার পর মহিলাকে ধরে অন্য পুরুষটি। কার্ডেনিও যে

www.BanglaBook.org

দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে সেই দরজার পাশে রাখা একটা চেয়ারে মেয়েটিকে বসিয়ে দিলো লোকটা। ছোকরা দু'জন ভেতরে ঢোকেনি। ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলের দিকে নিয়ে গেছে ওরা।

এদিকে পাদ্রী কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন ওদের পরিচয় জানার জন্যে। আস্তাবলে গিয়ে ছোকরা দুটোকে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, কে ওরা।

'বিশ্বাস করুন, মাননীয় ফাদার,' জবাব দিলো একজন, 'আমরা জানি না ওরা কারা। তবে যতটুকু বুঝতে পেরেছি যা তা লোক নন, বিশেষ করে মহিলাটিকে ধরে ছিলেন যিনি তিনি। বাকি ক'জনের কাছে ওঁর আদেশই আইন, মনে হয়েছে আমাদের।'

'মহিলাটি কে তাহলে?' জিজ্ঞেস করলেন পাদ্রী।

'তা-ও জানি না, ফাদার। পুরো পথে একবারের জন্যেও তাঁর মুখ দেখিনি আমরা। তবে বেশ ক'বার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে এবং বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে শুনেছি।'

'আশ্চর্য! তোমরা এক সঙ্গে এসেছো, অথচ কিছুই জানো না!'

'আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই এতে, ফাদার, মাত্র দু'দিন আগে আমাদের সাথে দেখা ওদের। ভৃত্য ধরনের যে তিনজন, ওদের এক-জন এসে বললো, আমরা যদি আন্দালুসিয়া পর্যন্ত ওদের সাথে যাই আমাদের ভালো পারিশ্রমিক দেবে। আমরা রাজি হয়ে যাই।'

'এক জনেরও নাম শোনোনি? কেউ কাউকে ডাকেনি নাম ধরে?'

'না, স্যার। দু'দিনে একজনকেও একটা শব্দ করতে শুনিনি,

ভদ্রমহিলার দীর্ঘশ্বাস আর কান্না ছাড়া। আমার মনে হয় ওঁকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে লোক ক'জন।'

'হতে পারে।'

সরাইখানায় ফিরে এলেন পাদ্রী। ডরোথিয়া এবং নিকোলাসকে নিচু স্বরে বললেন যা যা শুনে এসেছেন সব। ডরোথিয়া এবার উঠে গেল মেয়েটির কাছে। বললো :

'কিসের দুঃখ আপনার, বোন? বলুন আমাকে, আমার ক্ষুদ্র সাধ্যে যতটুকু কুলায় আমি চেষ্টা করবো আপনাকে সাহায্য করতে।'

জবাব দিলো না মহিলা।

'বোন, সংকোচ করবেন না,' আবার বললো ডরোথিয়া। 'আমি আপনার মতোই নারী। আপনার সামান্যতম উপকারে আসতে পারলে ধন্য মনে করবো নিজেকে।'

এবারও নিরুত্তর মহিলা। ডরোথিয়া আবার কথা বলতে যাবে এই সময় এগিয়ে এলো মুখোশ পরা ভদ্রলোক—যাকে মান্য করে অন্য তিনজন।

'ওকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না,' বললো সে, 'ভদ্রতা বা কৃতজ্ঞতা বলতে কিছু নেই ওর ভেতর। যতই করা হোক না কেন ওর মন ভরে না। এত পীড়াপীড়ির পর যে জবাব শুনবেন, হয়তো দেখবেন তা মিথ্যা।'

'কক্ষনো না,' নীরবতা ভাঙলো মহিলা। 'জীবনে কখনো আমি মিথ্যা বলিনি। আর বলিনি বলেই আজ এই দুরবস্থায় পড়তে হয়েছে আমাকে। মিথ্যা বরং তুমিই বলো।'

মহিলা যে দরজার পাশে বসে আছে তার ঠিক আড়ালেই

দাঁড়িয়ে আছে কার্ডেনিও। ওর কথা স্পষ্ট শুনতে পেলো সে। চমকে উঠে চিৎকার করলো :

'ওহ ঈশ্বর! এ কী শুনছি আমি? কার গলা ওটা!'

এবার চমকানোর পালা মহিলার। কার্ডেনিওর চিৎকার তার কানে গেছে। ঝট করে উঠে পা বাড়ালো পাশের দরজা পেরিয়ে ওঘরে যাওয়ার জন্যে। মুখোশধারী ভদ্রলোক ছুটে গিয়ে বজ্রমুষ্টিতে ধরলো তার কাঁধ। মুক্তি পাওয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করলো মহিলা। এক পর্যায়ে মুখোশ খুলে গেল তার মুখ থেকে। ভয় আর দুশ্চিন্তার ফ্যাকাসে মুখটা। তবু উপস্থিত সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল তার রূপ দেখে। এদিকে ধস্তাধস্তির ফলে লোকটার মুখ থেকেও খুলে গেছে মুখোশ। দু'হাতে মহিলার কাঁধ ধরে আছে বলে সঙ্গে সঙ্গে মুখোশটা আবার মুখের ওপর টেনে দিতে পারলো না সে। ফলে ডরোথিয়া ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেলো তার মুখ। এবং তারপরই অস্ফুট এক আর্তনাদ :

'ওহ! ডন ফার্নান্দো!'

ঘুরে উঠলো ডরোথিয়ার মাথা। টলতে লাগলো শরীরটা। নাপিত নিকোলাস ছুটে এসে না ধরলে পড়েই যেতো মেঝেতে। ছুটে এলেন পাদ্রীও। মুখাবরণ সরিয়ে পানির ছিটে দিতে লাগলেন ডরোথিয়ার মুখে। এদিকে ডন ফার্নান্দোও চিনেছে ডরোথিয়াকে। হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো সে লুসিণ্ডার (হ্যাঁ মহিলা আর কেউ নয়, কার্ডেনিওর প্রেমিকা লুসিণ্ডা) কাঁধ না ছেড়েই। লুসিণ্ডা তখনও চেষ্টা করছে ফার্নান্দোর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার। কার্ডেনিওর গলা চিনেছে সে। কার্ডেনিও চিনেছে লুসিণ্ডার গলা।

www.BanglaBook.org

ডরোথিয়ার আর্তনাদ শুনে কার্ডেনিও ভেবেছে ওটা লুসিণ্ডার উচ্চারণ। তাই সে এক মুহূর্ত দেরি না করে ছুটে এসেছে এ ঘরে। ঢুকেই দেখলো লুসিণ্ডাকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ডন ফার্নান্দো। ফার্নান্দোও দেখলো কার্ডেনিওকে। এবার আরো আশ্চর্য হলো সে। আর অন্য তিনজন—লুসিণ্ডা, কার্ডেনিও আর ডরোথিয়া (ইতিমধ্যে পাদ্রীর পানির ছিটা খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করছে সে) দাঁড়িয়ে রইলো স্তম্ভিত হয়ে।

কামরার প্রতিটা মানুষ চুপ।

'আমাকে ছেড়ে দাও, ডন ফার্নান্দো!' অবশেষে নীরবতা ভাঙলো লুসিণ্ডা। 'ঐ যে আমার সত্যিকারের স্বামী ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওর কাছে যেতে দাও আমাকে! এত দিনে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, একমাত্র মৃত্যুই পারবে আমার স্মৃতি থেকে ওকে মুছে দিতে।'

লুসিণ্ডার কথা শুনে ডরোথিয়ার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল সে কে। এখনো ডন ফার্নান্দো তাকে ছেড়ে দেয়নি দেখে সে এগিয়ে গেল তার দিকে। স্বামীর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বললো:

'প্রভু! স্বামী! যে রূপ এখন দু'হাতে ধরে আছেন তা যদি আপনার দৃষ্টিকে অন্ধ করে না দিয়ে থাকে তাহলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আপনার পায়ে নতজানু এই হতভাগিনী আর কেউ নয়, ডরোথিয়া। হ্যাঁ, আমি সেই দুঃখী, অতি নগণ্য গেঁয়ো মেয়ে যাকে আপনি প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে আপনার অনুবর্তিনী করেছিলেন। আমি সরল বিশ্বাসে আপনার পায়ে সঁপে দিয়েছিলাম প্রাণ মন। কিন্তু কি নিষ্ঠুর আপনি! দু'দিনের

অদর্শনে আমাকে ভুলে গেলেন। এই যে এখানে যাঁরা রয়েছেন সবার সামনে বলছি, আপনি—আপনি আমার, লুসিণ্ডার নন! লুসিণ্ডাও আপনার নয়—হতে পারে না, ও কার্ডেনিওর। আমার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে আমার সাথে প্রতারণা করেছেন আপনি। কিন্তু কেন? আপনি ভদ্রলোক, ডিউক পুত্র, তার ওপরে খ্রীষ্টান—কেন আপনি মুহূর্তের মোহে ভুলে আমাকে অপমানিত করবেন? যদি আমাকে আইনসম্মত স্ত্রী বলে স্বীকার করতে না চান, অন্তত আপনার দাসী হওয়ার সুযোগ দিয়ে দুঃসহ অপমানের গ্লানি থেকে রেহাই দিন আমাকে, আমার হতভাগ্য পিতামাতাকে।'

থামলো ডরোথিয়া। সবাই লক্ষ্য করলেন ওর দু'চোখের কোণ চিক চিক করছে।

ডন ফার্নান্দো এতক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে ছিলো ডরোথিয়ার দিকে। এবার গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফুঁপিয়ে উঠলো সে। লুসিণ্ডাকে ছেড়ে দিয়ে বললো:

'তোমারই জয় হলো, ডারোথিয়া! এক সাথে এতগুলো সত্যি কথা অস্বীকার করার মতো নিচু অন্তর কার আছে? আজ তুমি নতুন ক'রে জয় করলে আমাকে, দখল করলে আমার হৃদয়ের সিংহাসন। ওঠো, আর মাটিতে বসে থাকা নয়। আমার হৃদয়ের রানী মাটিতে বসে থাকতে পারে না!'

ঝুঁকে দু'হাতে ধরে ডরোথিয়াকে দাঁড় করালো ফার্নান্দো। অনাবিল এক খুশিতে উদ্ভাসিত ডরোথিয়ার অশ্রুপূর্ণ চোখ। স্বামীর বুকে মুখ লুকালো সে।

এদিকে ফার্নান্দো ছেড়ে দিতেই টলে উঠেছে লুসিণ্ডার পা।

www.BanglaBook.org

জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে সে। ছুটে এলো কার্ডেনিও। ওকে জড়িয়ে ধরে বললো :

'লুসিণ্ডা! আমার লুসিণ্ডা, আর কোনো ভয় নেই। তোমার আমার ইচ্ছা এবার পূরণ হবে। ডন ফার্নান্দো তার ভুল বুঝতে পেরেছে।'

জ্ঞান হারাতে হারাতেও হারালো না লুসিণ্ডা। চোখ তুলে তাকালো কার্ডেনিওর দিকে। ওর গলা জড়িয়ে ধরে ফিস ফিস করে উচ্চারণ করলো :

'কার্ডেনিও! আমার কার্ডেনিও। আর আমরা আলাদা হবো না!'

রাজকুমারী মিকোমিকোনাকে এমন আচমকা ডরোথিয়ায় পরিণত হতে দেখে দুঃখে প্রাণ ফেটে যাচ্ছে সাংকোর। ওর রাজা হওয়ার আশাটা যেন ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে ক্রমশ, আর এ সময়েই কিনা অঘোরে ঘুমাচ্ছেন প্রভু! উনি জেগে থাকলে নিশ্চয়ই এসব অলক্ষুণে কাণ্ড কারখানা ঘটতে পারতো না, ভাবতে ভাবতে ডন কুইক্সোটের কামরায় ঢুকলো ও। অনেকক্ষণ ঠেলাঠেলি করে জাগালো নাইটকে।

'কী ব্যাপার, সাংকো, ডাকাত পড়েছে নাকি?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ডন কুইক্সোট।

'ডাকাত কী বলছেন, স্যার বিষণ্ণ-মুখ নাইট, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে!' বললো সাংকো, তারপর তড়বড়িয়ে বলে গেল এতক্ষণ যা যা দেখেছে, শুনেছে সব।

www.BanglaBook.org

'কী বলছো তুমি!' সবিস্ময়ে উচ্চারণ করলেন নাইট।

'ঠিকই বলছি, স্যার, দৈত্যরাজ পাণ্ডাফিলাণ্ডো মনে করে যাকে আপনি হত্যা করেছেন সে আসলে সরাইওয়ালার লাল মদের থলে, আর যাকে ভেবেছেন রাজকুমারী মিকোমিকোনা, তার নাম ডরোথিয়া, সামান্য এক কৃষকের মেয়ে।'

'হুঁ,' হতাশ কণ্ঠে বললেন ডন কুইক্সোট, 'এ জায়গায় সবই সম্ভব। মনে নেই তোমার, সাংকো, আগেরবার যখন এসেছিলাম, ভূতরা কী কাণ্ড ঘটিয়েছিলো? এবারও তা-ই ঘটেছে।'

'আমারও তাই মনে হয়, স্যার। আগের বার আপনার কথা বিশ্বাস করিনি, এবার না ক'রে পারছি না। নইলে কোনো মানুষ আরেকজন মানুষকে ওরকম কম্বলে মুড়ে লোফালুফি করতে পারে!'

'যাক, সাংকো, এ নিয়ে আর ভেবো না, ঈশ্বর আমাদের সহায়, তিনিই এসবের প্রতিকার করবেন। এখন আমার কাপড় চোপড় দাও তো, যেসব রূপ বদলের কথা বললে, নিজের চোখে একবার দেখে আসি।'

ডন কুইক্সোট যখন সাজসজ্জা করছেন, ঠিক তখন আমাদের পাদ্রী ডন ফার্নান্দোকে বলছেন বন্ধুর মস্তিষ্ক বিকৃতি এবং তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে যে কৌশল করেছেন তার কথা। শেষে যোগ করলেন :

'ডরোথিয়া তার মনের মানুষকে খুঁজে পেয়েছে, সুতরাং এবার আমাদের নতুন কোনো বুদ্ধি বের করতে হবে।'

'ডরোথিয়া যদি না পারে,' কার্ডেনিও বললো, 'আমার মনে হয় লুসিণ্ডা ওর ভূমিকায় অভিনয় করতে কোনো আপত্তি করবে না।'

'আপত্তির কী আছে?' বললো লুসিণ্ডা।

'না,' ডন ফার্নান্দো বললো, 'ডরোথিয়া তার অভিনয় চালিয়ে যাবে—অবশ্য যদি এই বীর নাইটের বাড়ি খুব দূরে না হয়।'

'দু'দিনের পথ,' বললেন পাদ্রী।

'তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আমি ভদ্রলোককে সুস্থ করে তোলায় সাহায্য করতে পারলে খুশি হবো।'

এই রকম কথাবার্তা যখন চলছে তখন সেখানে সপার্শ্বচর উপস্থিত হলেন ডন কুইক্সোট—নাইটের পরিপূর্ণ পোশাকে সজ্জিত, মাথায় মামব্রিনোর স্বর্ণ-শিরোস্ত্রাণ। জিনিসটা দুমড়ে মুচড়ে ছিলো, তবু তলোয়ারের বাঁট দিয়ে যথাসম্ভব ঠিক ঠাক ক'রে সেটাই পরেছেন তিনি।

ডন ফার্নান্দো আর তার সঙ্গীরা নাইটের এই আচমকা আবির্ভাব এবং অসাধারণ বেশবাস দেখে হতবাক হয়ে গেল। অতি কষ্টে হাসি চাপলো লুসিণ্ডা।

স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন নাইট ডরোথিয়ার দিকে।

'সুন্দরী নারী,' অবশেষে বললেন তিনি, 'আমার এই পার্শ্বচরের কাছে শুনলাম, কোনো এক অলৌকিক উপায়ে নাকি আপনি রাজকন্যা থেকে সাধারণ এক নারীতে রূপান্তরিত হয়েছেন! এটা সম্ভব একমাত্র আপনারপ্রয়াত পিতার অশরীরী আত্মা যদি প্রভাব খাটিয়ে থাকেন তাহলেই। আমার বিশ্বাস জীবিত অবস্থায় আমার সাহায্য নিতে বললেও এখন তিনি ভরসা রাখতে পারছেন না আমার ওপর। রাজকুমারী, আমি অবাক হচ্ছি নাইটদের বীরত্ব সম্পর্কে আপনার পিতার অজ্ঞতা দেখে। তাঁকে যেহেতু হাতের কাছে পাচ্ছি না

www.BanglaBook.org

যেহেতু আপনাকেই বলছি, জেনে রাখুন, আমার চেয়ে অনেক কম খ্যাতিমান নাইটও অতীতে এর চেয়ে অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করেছে। বিশ্বাস করুন, যে দৈত্য আপনাকে সিংহাসন বঞ্চিত করেছে সে অতি তুচ্ছ আমার কাছে। আমার বাহুবলের কাছে সে কয়েক মুহূর্তও টিকতে পারবে কিনা সন্দেহ। সত্যি কথা বলতে কি, কিছুক্ষণ আগেই একবার সেই দুর্বৃত্তের সাথে আমার মোকাবেলা হয়েছে—'

'দুর্বৃত্ত না ঘন্ট,' বলে উঠলো সরাইওয়ালা, 'আমার দুই দুটো মদের থলের দফারফা করেছো তুমি—'

ডন ফার্নান্দো তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে শান্ত করলো সরাইওয়ালাকে। নিচু কণ্ঠে বললো:

'বলতে দিন পাগলটাকে।' ডন কুইক্সোটের দিকে তাকিয়ে যোগ করলো, 'এই ভদ্রলোকের কথায় কিছু মনে করবেন না, স্যার নাইট, একটু আগে ঘটে যাওয়া দুঃখজনক ঘটনায় ওঁর মন বড্ড বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। আপনি বলুন।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' আবার শুরু করলেন নাইট, 'মহিমাময়ী সুন্দরী, যা বললাম সে কারণেই যদি আপনার পিতা আপনার রূপ বদলে দিয়ে থাকেন, আমি আশ্বাস দিচ্ছি, দুশ্চিন্তা করবেন না। আমার তরবারির ওপর ভরসা রাখুন, কয়েক দিনের মধ্যেই দেখবেন, আপনার শত্রুর কাটা মাথা মাটিতে গড়াচ্ছে আর আপনি আপনার মুকুট মাথায় দিয়ে বসে আছেন সিংহাসনে।'

'হে বীর, বিষণ্ণ-মুখ নাইট,' ডরোথিয়া জবাব দিলো, 'আমার রূপান্তর হয়েছে কথাটা যে-ই আপনাকে বলে থাকুক, ভুল বলেছে।

আমি কাল যা ছিলাম এখনও তা-ই আছি। এটা ঠিক কিছু শুভ ঘটনা আমার ভেতরটাকে সামান্য বদলে দিয়েছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় আমার দুর্ভাগ্যের অবসান হয়েছে। আমি আগেও যেমন রাজ্য বঞ্চিতা, আপনার সাহায্য প্রার্থিনী ছিলাম এখনও তা-ই আছি। আশা করি, আপনি যেমন বললেন, আপনার বাহুবল আমার দুর্ভাগ্যের ইতি টানবে। এবং সে কারণে কাল ভোরেই আপনার অনুমতি পেলে আমি রওনা হয়ে যেতে চাই আপনাকে নিয়ে।'

'নিশ্চয়ই, অকারণে দেরি করা অর্থহীন,' বলে সাংকোর দিকে তাকালেন ডন কুইক্সোট। বললেন :

'তুমি, বুঝলে, সাংকো, তুমি হচ্ছো সারা স্পেনের সেরা নচ্ছার! রাজকুমারী মিকোমিকোনা সাধারণ এক মহিলায় রূপান্তরিত হয়েছেন এ কথা কোথায় পেয়েছ?'

'স্যার, মাফ ক'রে দিন,' ঢোক গিলে বললো সাংকো, 'আপনি নিজেই তো বলেছেন এ জায়গায় ভূতের আছর আছে। ভূতরাই আমাকে বোধহয় ভুল দেখিয়েছিলো, নয় তো শুনিয়েছিলো, নয় তো বুঝিয়েছিলো।'

'হুঁ, তা হতে পারে। যাক, এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাই না আমি—'

'ঠিক, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা গরম না করাই ভালো,' বললো ফার্নান্দো। 'কাল সকালে রওনা হতে হলে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া উচিত।'

খাওয়া দাওয়ার পর সরাইওয়ালার স্ত্রী দোতলার একটা ঘর ঠিকঠাক করে দিলো লুসিণ্ডা আর ডরোথিয়ার থাকার জন্যে।

www.BanglaBook.org

বাকিরা যে যেখানে পারলো মোটামুটি একটা কিছু পেতে শোয়ার ব্যবস্থা করলো। কিন্তু ডন কুইক্সোট তখনও দাঁড়িয়ে আছেন বর্মে, অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে।

'আপনিও এবার শুয়ে পড়ুন, স্যার নাইট,' সরাইওয়ালার স্ত্রী তাঁকে বললো।

'না, আমি শোব না,' জবাব দিলেন নাইট।

'কেন!' সবিস্ময়ে বললো সরাইওয়ালার স্ত্রী। অন্যরাও গলা মেলালো তার সাথে :

'কেন, স্যার নাইট?'

'রাত জেগে আমি পাহারা দেব এই দুর্গ,' জবাব দিলেন ডন কুইক্সোট। 'অসাধারণ রূপসী কয়েকজন (সরাইওয়ালার মেয়ে এবং দাসী সহ) রমণী আছেন এখানে, তাঁদের একজন আবার রাজ-কন্যা, একটা দেশের ভবিষ্যত রানী। সবাই ঘুমিয়ে গেলে ওঁদের নিরাপত্তার দিকটা দেখবে কে? এমনিতেই নানা রকম রহস্যময় ঘটনা ঘটে এ দুর্গে, তার ওপর কোনো বদমাশ দৈত্য বা জাদুকর যদি রাতের অন্ধকারে এসে হামলা চালায় তাহলে কী হবে?'

সবাই মিলে নানা ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন ডন কুই-ক্সোটকে। কিন্তু তাঁর এক কথা, ঘুমাবেন না তিনি, সারারাত বাইরে পায়চারি ক'রে দুর্গ পাহারা দেবেন। অবশেষে সবাই নতি স্বীকার করলো তাঁর একগুঁয়েমির কাছে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আঙিনায় চলে গেলেন ডন কুইক্সোট। দরজা বন্ধ করে দিলো সরাইওয়ালা।

সতের

পরদিন ভোর।

দিনের প্রথম আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে সবে। এই সময় চারজন অশ্বারোহী সৈনিক এসে ধাক্কাধাক্কি শুরু করলো সরাইখানার দরজা। চারজনই সশস্ত্র। শুধু তলোয়ার নয়, আগ্নেয়াস্ত্রও আছে তাদের কাছে। ডন কুইক্সোট আঙিনার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেখান থেকেই চিৎকার করলেন তাদের উদ্দেশ্যে :

'নাইট বা পার্শ্বচর—যা-ই হও, দুর্গের দরজায় অমন ক'রে ধাক্কা দেয়ার কোনো অধিকার নেই তোমাদের!'

'দুর্গ! পাগল নাকি!' একই রকম চিৎকার ক'রে জবাব দিলো এক সৈনিক। 'তুমি সরাইওয়ালা? যদি হও তো এক্ষুণি দরজা খুলতে বলো। আমাদের তাড়া আছে, ঘোড়াগুলোকে খাইয়েই আমরা আবার রওনা হয়ে যাবো।'

রাগে সারা শরীর জ্বলে উঠলো ডন কুইক্সোটের। তবু কণ্ঠস্বর শান্ত রেখে বললেন :

'আমাকে কি সরাইওয়ালার মতো লাগছে?'

'কিসের মতো লাগছে জানি না, তবে এটুকু বুঝতে পারছি, তোমার মাথায় গণ্ডগোল আছে। নইলে সরাইখানাকে দুর্গ বলো!'

'এটা দুর্গ।' আগের মতোই অবিচল নাইটের কণ্ঠস্বর। 'হ্যাঁ, আবার বলছি, এটা দুর্গ এবং এই প্রদেশের সবচেয়ে ভালোগুলোর একটা। এ মুহূর্তে এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের ভেতর হাতে রাজ-দণ্ড মাথায় মুকুটওয়ালা মানুষও আছেন।'

'নাকি উল্টোটা?' বললো সৈনিক 'হাতে মুকুট মাথায় রাজ দণ্ড*? তা-ই হবে, না হলে কোনো ভালো সরাইখানা এ সময় এমন চুপচাপ থাকে?'

'দুনিয়াদারি সম্পর্কে সামান্যই জ্ঞান রাখো তুমি দেখতে পাচ্ছি,' বললেন ডন কুইক্সোট।

অন্য তিন সৈনিক ইতিমধ্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। আগের চেয়ে জোরে দরজা ধাক্কাতে লাগলো তারা। এবং তাতে শুধু সরাইওয়ালা নয়, সরাইখানায় যারা যারা ছিলো সবাই জেগে গেল। সরাইওয়ালা বেরিয়ে এলো দরজা খুলে। ব্যস্তভাবে জানতে চাইলো, কী হয়েছে।

'আমরা একটু বিশ্রাম নিতে চাই তোমার সরাইখানায়,' বললো প্রথম সৈনিক। 'সেই সাথে আমাদের ঘোড়াগুলোর জন্যে কিছু দানা পানি।'

এদিকে ডন কুইক্সোট তখন বলে চলেছেন :

'রাজকুমারী মিকোমিকোনাকে কথা দিয়েছি তাঁর রাজ্য উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত কোনো কাজ আমি হাতে নেবো না, নইলে দেখিয়ে

* অপরাধীদের হাতে মুকুটের ছাপ মেরে দেয়ার রীতি প্রচলিত ছিলো সে যুগে। তারই ইঙ্গিত করা হয়েছে এ বক্রোক্তিতে।

www.BanglaBook.org

দিতাম আমাকে অপমান করার মজা!'

সৈনিক ক'জন খেপে উঠে তাঁর দিকে এগোতে গেল। বাধা দিলো সরাইওয়ালা। নিচু কণ্ঠে বললো:

'ওর কথায় কিছু মনে করবেন না, ও আসলে পাগল।'

'আচ্ছা! সে জন্যেই কী সব হুর্গ হুর্গ করছিলো!'

'নিশ্চয়ই আমার এই সরাইখানাটাকে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলেই বুঝুন, ওর কথায় চটে যাওয়ার কোনো অর্থ নেই। আপনারা ভেতরে যান, আমি ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলে রেখে আসি।'

ভেতরে ঢুকে পড়লো চার সৈনিক। আর ডন কুইক্সোট তাঁর জায়গায় দাঁড়িয়ে গজ গজ করতে লাগলেন:

'আমাকে অপমান! খালি রাজকুমারী মিকোমিকোনাকে কথা দিয়ে ফেলেছি, নইলে···ঠিক আছে, পাণ্ডাফিলাণ্ডোর দফা নিকেশ করে আসি তারপর ধরবো তোমাদের। তখন টের পাবে কত ধানে কত চাল!'

চার সৈনিক সরাইখানায় ঢুকতেই অন্যান্য খদ্দের মানে আমাদের পাদ্রী, নাপিত, ডন ফার্নান্দো, কার্ডেনিও এগিয়ে এসেছে তাদের স্বাগত জানাতে, তাদের সাথে পরিচিত হতে। পরিচয় পর্ব সবে শুরু হয়েছে এই সময় বাইরে শুরু হলো তুমুল হট্টগোল।

হট্টগোলের কারণটা বড় অদ্ভুত। গতরাতে আশ্রয় নেয়া হুই খদ্দের নতুন অতিথিদের নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে দেখে চুপি-চুপি সরাইওয়ালার পাওনা না মিটিয়েই কেটে পড়ার তালে ছিলো।

কিন্তু হুর্ভাগ্য তাদের, পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে ওরা যখন বাইরে বেরিয়েছে ঠিক তখন সরাইওয়ালা ফিরে আসছে আস্তাবল থেকে। দেখেই সে বুঝে ফেললো হু'জনের মতলব। ছুটে গিয়ে তাদের আটকালো সে। গালাগালির তুবড়ি ছোটালো প্রথমে তারপর ঘোষণা করলো, পয়সা না দিয়ে তারা এক পা-ও নড়তে পারবে না তার সরাইখানা থেকে। লোক হুটো সত্যি সত্যিই বদ স্বভাবের। সরাইওয়ালাকে একা দেখে তারা চড়াও হলো তার ওপর। বেচারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই হু'চারটে কিল ঘুসি বসিয়ে দিলো। সরাইওয়ালা হাউমাউ করে চেঁচাতে লাগলো সাহায্যের আশায়। চিৎকার শুনে বেরিয়ে এলো তার স্ত্রী, মেয়ে এবং দাসী। আশেপাশে ডন কুইক্সোট ছাড়া আর কাউকে দেখতে না পেয়ে তাঁর কাছেই সাহায্য চেয়ে বসলো মেয়েটা।

'বাঁচান! স্যার নাইট, বাঁচান বাবাকে!' চিৎকার করলো সে। 'মেরে ফেললো! বাবাকে মেরে ফেললো!'

গভীর গাম্ভীর্যের সঙ্গে জবাব দিলেন ডন কুইক্সোট:

'সুন্দরী নারী, আপনার অনুরোধ এই মুহূর্তে রক্ষা করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। রাজকুমারী মিকোমিকোনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা পালন করার আগে কোনো কাজই হাতে নিতে পারবো না আমি। অবশ্য রাজকুমারী যদি অনুমতি দেন তাহলে অন্য কথা। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি দেখি অনুমতি পাওয়া যায় কিনা।'

'হায়, হায়!' আর্তনাদ করে উঠলো সরাইওয়ালার মেয়ে, 'আপনি যতক্ষণে অনুমতি আনবেন ততক্ষণে ওরা বাবাকে অন্য হুনিয়ায়

www.BanglaBook.org

পাঠিয়ে দেবে।'

'যেখানেই পাঠাক, আমার কিছু করার নেই। অনুমতি ছাড়া আমি সাহায্য করতে পারবো না আপনার বাবাকে।'

আর কিছু না বলে ভেতরে ঢুকলেন ডন কুইক্সোট। ডরোথিয়ার সামনে নতজানু হয়ে অনুমতি চাইলেন দুর্গাধিপতিকে সাহায্য করার। খুশিমনেই অনুমতি দিলো ডরোথিয়া। তক্ষুণি ঢাল তলোয়ার বাগিয়ে ছুটলেন নাইট সরাইখানার বাইরে, যেখানে লোক দুটোর সাথে বচসা হচ্ছে সরাইওয়ালার সেখানে। কিন্তু ওদের কাছাকাছি গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। ঢাল তলোয়ার নামিয়ে নিলেন।

'দেরি করছেন কেন?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সরাইওয়ালার স্ত্রী।

'দেরি করছি, কারণ আমি নাইট,' জবাব দিলেন ডন কুইক্সোট। 'পার্শ্বচর জাতীয় মানুষদের গায়ে হাত দেয়া নাইটদের নিয়মবিরুদ্ধ। আপনারা দয়া ক'রে আমার পার্শ্বচরকে ডাকুন, এক্ষেত্রে দুর্বৃত্তদের দমন করা ওরই কর্তব্য।'

একথা শুনে সরাইওয়ালার স্ত্রী, মেয়ে এবং দাসী মনে করলো, ভয় পাচ্ছেন ডন কুইক্সোট। খুবই ক্ষুব্ধ হলো তারা তাঁর এই কাপুরুষোচিত আচরণে। দু'একটা অপমানকর কথাবার্তা বলতেও ছাড়লো না। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না নাইট। আশেপাশে তাকাতে লাগলেন সাংকোর খোঁজে। তাকে কোথাও না দেখে অগত্যা এগিয়ে গেলেন নিজেই—না, লড়াই নয় আলাপ করার জন্যে। সুন্দর সুন্দর কথা বলে লোক দুটোকে পয়সা দিতে রাজি করিয়ে ফেললেন তিনি।

www.BanglaBook.org

গণ্ডগোল মিটে গেল। সরাইওয়ালার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে নিজেদের পথে চলে গেল দুই খদ্দের।

এর পর সরাইখানায় সব কিছু শান্ত স্বাভাবিক ভাবে চলা উচিত ছিলো, কিন্তু শয়তানের তা ইচ্ছা নয়। সরাইওয়ালা স্ত্রী, কন্যা, দাসী এবং ডন কুইক্সোটকে নিয়ে মাত্র ভেতরে ঢুকেছে কি ঢোকেনি, এই সময় আরেকজন খদ্দের এলো। এ হলো সেই নাপিত যার কাছ থেকে ডন কুইক্সোট মামাব্রিনোর শিরোস্ত্রাণ আর সাংকো পানযা গাধার সাজ সজ্জা নিয়ে নিয়েছিলো। লোকটা তার গাধা রাখার জন্যে আস্তাবলের দিকে গেল।

কপাল খারাপ সাংকোর। ও তখন আস্তাবলেরই এক ধারে বসে ওর গাধার জিন মেরামত করছে, অবশ্যই নাপিতের কাছ থেকে যেটা নিয়েছিলো সেটা। নাপিত ওকে দেখা মাত্র চিনতে পারলো এবং ছুটে গিয়ে ধরে বসলো জিনটা। সেই সাথে চিৎকার:

'আহ্, চোর মশাই, এবার তোমাকে পেয়েছি! আমার গামলা আর গাধার সাজসজ্জা ফিরিয়ে দাও, নইলে কপালে দুঃখ আছে তোমার।'

সাংকো এমন অতর্কিত হামলার জন্যে প্রস্তুত ছিলো না মোটেই। এক মুহূর্ত হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলো সে। তারপর জিনটা আঁকড়ে ধরলো এক হাতে অন্য হাতে সর্বশক্তিতে মারলো নাপিতের মুখে। মুখের ভেতরটা রক্তাক্ত হয়ে উঠলো নাপিতের। কিন্তু তাতে দমলো না সে। জিনটা আরো শক্ত ক'রে ধরে এমন বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো যে ডাকাত পড়েছে মনে ক'রে সবাই ছুটে এলো সেখানে।

'ন্যায় বিচারের নামে, রাজার নামে বলছি, সাহায্য করুন আমাকে,' চিৎকার ক'রে বললো নাপিত। 'আমার জিনিস আমি ফেরত চাইছি বলে বদমাশ চোরটা আমাকে খুন করে ফেললো!'

'মিথ্যে কথা!' পাল্টা চিৎকার করলো সাংকো। 'আমি চোরও নই বদমাশও নই। আমার প্রভু ডন কুইক্সোট এগুলো ন্যায্য লড়াই এ জিতে নিয়েছেন।'

ডন কুইক্সোট ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন সেখানে। সাংকোর দুঃসাহসিকতা দেখে খুশি হলেন তিনি। ঠিক ক'রে ফেললেন, ভবিষ্যতে প্রথম সুযোগেই নাইট হিশেবে অভিষিক্ত করবেন ওকে। এদিকে নাপিত সাংকোর কথা শুনে চিৎকার ক'রে উঠেছে:

'ওর কথা বিশ্বাস করবেন না! শুধু গাধার সাজসজ্জা নয়! একটা নতুন পিতলের গামলাও আমার কাছ থেকে চুরি—না ছিনতাই করেছিলো ওরা!'

এবার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না ডন কুইক্সোট।

'ভদ্রমহোদয় গণ, এক্ষুণি আপনারা প্রমাণ পাবেন, কী ভয়ানক ভুল ধারণা পুষে রেখেছে এই পার্শ্বচর।' নাপিতের দিকে ইশারা করলেন তিনি। 'ও যেটাকে গামলা বলছে সেটা আসলে মহাবীর মামব্রিনোর জাদুর শিরোস্ত্রাণ। ওর সাথে লড়াইয়ে জিতে ন্যায়-ভাবে আমি জিনিসটা দখল করেছি। অবশ্য গাধার সাজসজ্জার ব্যাপারে আমার কোনো বক্তব্য নেই। সাংকো যখন নেয় তখন ওটা ঘোড়ার জিন ছিলো। লড়াইয়ে হেরে লোকটা যখন পালিয়ে গিয়েছিলো আমার পার্শ্বচর ওগুলো নিজের গাধার সাজসজ্জার সাথে বদলে নেয়ার অনুমতি চায় আমার কাছে। অনুমতি না দেয়ার

www.BanglaBook.org

কোনো কারণ দেখতে পাইনি আমি। আমি সত্যি বলছি কিনা এক্ষুণি আপনারা তার প্রমাণ পাবেন। সাংকো, যাও তো, শিরোস্ত্রাণটা নিয়ে এসো।'

যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো সাংকো, কিন্তু তাকে জাপটে ধরলো নাপিত।

'পালাবে তো!' চেঁচালো সে।

'না, পালাবে না!' বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করলেন ডন কুইক্সোট। 'ছেড়ে দাও ওকে। তুমি যাকে গামলা বলছো ও সেটা নিয়ে আসবে আমার ঘর থেকে।'

ভয়ে ভয়ে সাংকোকে ছেড়ে দিলো নাপিত। সাংকো ছুটে গিয়ে ভেতর থেকে নিয়ে এলো গামলাটা। ডন কুইক্সোট ওটা সস্নেহে হাতে নিয়ে বললেন:

'দেখুন আপনারা, এই অমূল্য জিনিসটাকে ও বলছে গামলা! দেখতে গামলার মতো লাগছে যদিও তবু আমি আমার বীরত্বের নামে শপথ করে বলছি, এটা আসলে মামব্রিনোর মহামূল্যবান শিরোস্ত্রাণ।'

'শুনলেন? শুনলেন লোকটার কথা?' চিৎকার করলো নাপিত। 'জলজ্যান্ত গামলাটাকে বলছে শিরোস্ত্রাণ, আর গাধার জিনকে ঘোড়ার জিন!'

'সাহস থাকলে আমার কথার প্রতিবাদ করতে পারেন যে কেউ,' নাইট বললেন, 'তবে একটা কথা, পরিণামের জন্যে তাকেই কিন্তু দায়ী হতে হবে।'

আমাদের নাপিত মাস্টার নিকোলাস এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলো।

এবার সে বললো :

'স্যার নাপিত, আমিও আপনার পেশারই লোক। এবং সম্ভবত যোগ্যতার মাপকাঠিতে আপনার চেয়ে ছোট নই—বিশ বছর আগে আমি প্রশংসাপত্র পেয়েছি আমার দক্ষতার সপক্ষে। যৌবনে আমি সেনাবাহিনীতে ছিলাম, সে সময় সৈনিকদের সাজসজ্জা কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিলো আমার। সুতরাং আমার ধারণা,এখানে ছোট্ট একটা মন্তব্য করার যোগ্যতা এবং অধিকার আমার আছে। আমার মতে, ওটা সত্যিই শিরোস্ত্রাণ, তবে সম্পূর্ণ নয়।'

'ঠিক ঠিক,' উৎসাহের সাথে বললেন ডন কুইক্সোট, 'অর্ধেক নেই এটার—যেমন মুখাবরণ।'

বন্ধু নাপিতের উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয়নি আমাদের পাদ্রীর।

'হ্যাঁ, ও ঠিকই বলেছে,' বললেন তিনি। 'এটা শিরোস্ত্রাণেরই অংশবিশেষ।'

কার্ডেনিও এবং ডন ফার্নান্দো সমর্থন করলো তাঁকে। তারাও বুঝেছে নিকোলাসের উদ্দেশ্য।

'ঈশ্বর রক্ষা করো!' আর্তনাদের মতো শোনালো হতভম্ব নাপিতের গলা। 'এ কি সম্ভব! এতগুলো সম্মানিত ভদ্রলোক সাধারণ একটা গামলাকে শিরোস্ত্রাণ বলছেন?' এটা যদি শিরোস্ত্রাণ হয় তাহলে সন্দেহ নেই ওটা ঘোড়ার জিন।'

'আমার কাছে ওটা গাধার জিনের মতোই লাগছে,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ডন কুইক্সোট। 'কিন্তু বলেছি তো, ওটার ব্যাপারে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই।'

'মাথা ব্যথা না থাকলেও ওটা গাধার জিন না ঘোড়ার জিন

www.BanglaBook.org

এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত,' বললেন পাদ্রী। 'আমি এবং এখানে আর যারা আছে সবাই লড়াই, অস্ত্র এসব ব্যাপারে আপনার জ্ঞানের কাছে মাথা নোয়াই।'

'কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ,' জবাব দিলেন ডন কুইক্সোট, 'এই দুর্গে এর আগে এমন সব অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে দেখেছি যে আমি কোনো ব্যাপারেই আর কোনো মন্তব্য করতে ভরসা পাই না। আমি বললাম গাধার জিন, অমনি দেখা গেল জাদুকর বা ভূতের দল ওটাকে ঘোড়ার জিন বানিয়ে দিয়েছে। ভাবুন একবার, তখন আমার মুখ থাকবে কোথায়। সে জন্যে বলছি, আপনারাই ঠিক করুন, ওটা গাধার জিন না ঘোড়ার জিন।'

এই কথা শুনে ডন কুইক্সোটকে যারা চেনে তারা হাসি চাপার চেষ্টায় প্রাণপাত করতে লাগলো, যারা চেনে না তারা ভাবতে লাগলো, লোকটার পাগলামির স্তর কত উঁচুতে! সেই চার সৈনিকের একজন তো বলেই বসলো :

'পাগল নাকি তুমি? আমার বাবা যেমন আমার বাবা, ওটাও তেমনি গাধার জিন। অন্য কিছু যে বলবে সে হয় মাতাল নয় পাগল।'

'তুমি—তুমি একটা বদমাশ, দুর্বৃত্ত!' রাগে কাঁপতে কাঁপতে উচ্চারণ করলেন ডন কুইক্সোট। তারপর বর্শা উঁচু করে সর্বশক্তিতে নামিয়ে আনলেন সৈনিকের মাথা লক্ষ্য ক'রে। লাফ দিয়ে সরে না গেলে নিঃসন্দেহে ছাতু হয়ে যেতো লোকটার মাথা।

মাটিতে লেগে টুকরো টুকরো হয়ে গেল বর্শা। সঙ্গীকে এমন দুর্ব্যবহার পেতে দেখে অন্য সৈনিকরা খেপে গিয়ে মহা হৈ-চৈ

বাধিয়ে দিলো। চিৎকার করে যে যেখানে আছে সবার সাহায্য চাইতে লাগলো। সরাইওয়ালা ছুটে গেল প্রথমে। সে বেচারা ডন কুইক্সোটের পাগলামি, অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাই নির্দ্বিধায় যোগ দিলো সৈনিকদের পক্ষে।

এদিকে হৈ-চৈ শুরু হয়ে যেতে দেখে গামলাহারা নাপিত আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো তার গাধার জিনের ওপর। সাংকোও বসে রইলো না। সমান উদ্যমে সে-ও ধরে বসলো সেটা। দাঁত মুখ খিঁচাতে লাগলো নাপিতের উদ্দেশ্যে, নাপিত গালাগালির তুবড়ি ছোটালো সাংকোকে লক্ষ্য করে। ডন কুইক্সোটও বসে রইলেন না। তলোয়ার বের করে সৈনিকদের আক্রমণ করলেন তিনি। কার্ডেনিও আর ডন ফার্নান্দো তাঁর পক্ষ নিলো। পাদ্রী চেঁচাতে লাগলেন তাদের থামানোর জন্যে। চিৎকার করতে লাগলো সরাইওয়ালার স্ত্রীও। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো তার মেয়ে, হাউমাউ করতে লাগলো দাসী। এ সব দেখে শুনে ভয়ে কাঁপতে লাগলো ডরোথিয়া, লুসিণ্ডা জ্ঞান হারালো।

দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে সেখানে।

এই চিৎকার, চেঁচামেচি, হট্টগোলের ভেতর হঠাৎ ডন কুইক্সোটের মনে হলো, তিনি নিজে তো বটেই, অন্য লোকগুলোও খামাকা এমন হুড়োহুড়ি মারামারি করছে। এমন কোনো কারণ ঘটেনি যার জন্যে এমন করতে হবে। কর্তব্যবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো তাঁর ভেতর। এই বোকামি আর চলতে দেয়া যায় না! এই ভেবে তিনি আচমকা এমন হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে উঠলেন যে পুরো সরাইখানা কেঁপে উঠলো থর থর ক'রে।

www.BanglaBook.org

'থামুন!' বললেন নাইট। 'থামুন সবাই! তলোয়ার খাপে পুরে আমার কথা শুনুন বাঁচতে চাইলে!'

মুহূর্তে থেমে গেল সব কোলাহল, হুড়োহুড়ি।

'আমি তো আগেই বলেছি, এই দুর্গের ওপর ভূত বা জাদুকরদের প্রভাব আছে,' বলে চললেন ডন কুইক্সোট, 'আমি ঠিক বলেছি কিনা বুঝুন এখন। কোনো কারণ নেই নিজেদের ভেতর লড়ছি আমরা!'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, স্যার ডন কুইক্সোট,' বললো ফার্নান্দো। 'বোকার মতো আচরণ করছি আমরা।'

সৈনিক ক'জনও বুঝতে পারলো তাদের বোকামি। পাগল হোক আর যা-ই হোক উদ্ভট লোকটা অন্তত এই একটা খাঁটি কথা বলেছে। লজ্জিত মুখে যার যার তলোয়ার খাপে পুরতে লাগলো তারা। এই সময় হঠাৎ ওদের একজনের মনে পড়লো, ডন কুইক্সোট নামক এক লোকের বিরুদ্ধে একটা গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে তার পকেটে। বেশ কয়েকজন গ্যালি-দাসকে অবৈধ ভাবে মুক্ত করে দেয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে লোকটার বিরুদ্ধে। পকেট থেকে গ্রেফতারি পরওয়ানাটা বের করে জোরে জোরে পড়তে লাগলো সৈনিকটা। পলাতক আসামীর চেহারার বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে অংশে সে অংশটা পড়ার সময় সবার চোখ সেঁটে রইলো ডন কুইক্সোটের ওপর। কারো সন্দেহ রইলো না তাঁর কথাই বলা হয়েছে পরওয়ানায়।

পড়া শেষ করে কাগজের টুকরোটা পকেটে ভরে রেখে সৈনিক বললো:

'রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ এবং আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার অভিযোগে তোমাকে আমি গ্রেফতার করছি!'

হো হো করে হেসে উঠলেন ডন কুইক্সোট। তারপর আচমকা হাসি থামিয়ে কঠোর স্বরে বললেন:

'আশ্চর্য স্পর্ধা তোমার, হাড় হাভাতে, হতভাগা, বদমাশ! দুঃখী মানুষগুলোকে শিকল থেকে মুক্তি দিয়েছি বলে আমাকে গ্রেফতার করতে চাইছো! তোমার সাহস দেখে অবাক হচ্ছি। নাইটদের সম্পর্কে জানো কিছু? জানো ওদের তলোয়ার, ওদের সাহস, চরিত্র, ইচ্ছাই ওদের আইন?—সব বিচার, অভিযোগ, অনুযোগের ঊর্ধ্বে ওরা? কোন গর্দভ দস্তখত করেছে ঐ পরওয়ানায়? কোন মাথা মোটা উজবুক? সে জানে না নাইটদের সাত খুন মাফ? জানে না নির্যাতিতকে, দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে যে দুর্ভোগকে তারা স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নেয় তার বিনিময়ে এটুকু তাদের প্রাপ্য? জানে না...'

ডন কুইক্সোট যখন এসব বলে চলেছেন আমাদের পাদ্রী তখন নিচু কণ্ঠে সৈনিকটিকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন:

'ওর মাথায় গণ্ডগোল আছে, ভাই। কী সব আবোল তাবোল বকছে শুনে বুঝতে পারছেন না? একটু আগে ওর কাণ্ড কারখানাও তো দেখেছেন, তাতে কি সুস্থ মনে হয়েছে? এখন গ্রেফতার করলে ক'দিন পরেই ছেড়ে দিতে হবে পাগল বলে।'

'দেখুন,' সৈনিক বললো, 'ও পাগল কিনা জানি না, জানার প্রয়োজনও নেই। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ পালন করাই আমার কাজ, আমি তা করবো।'

'ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যখন পরওয়ানাটা জারী করেছেন তখন নিশ্চয় জানতেন না পাগলের বিরুদ্ধে জারী করছেন। আমি বলি কী, যদি ধরতেই চান সুস্থ হয়ে উঠুক তারপর ধরবেন।'

'না তা, সম্ভব নয়।'

'কিন্তু কেমন খেপে উঠেছে দেখতে পাচ্ছেন না? আহত না ক'রে ওকে ধরতে পারবেন আপনারা?'

বেশ কিছুক্ষণ চললো এমন তর্ক বিতর্ক। অবশেষে, ডন কুইক্সোট যখন ঘোষণা করলেন: কার এত বড় দুঃসাহস তাঁকে গ্রেফতার করে, তিনি দেখতে চান তার বাহুতে কত জোর আছে; এবং ঢাল তলোয়ার বাগিয়ে দাঁড়ালেন লড়বার জন্যে তখন সৈনিকটি রাজি হলো পাদ্রীর কথায়। পাদ্রী তখন ডন কুইক্সোটের সামনে গিয়ে বললেন:

'স্যার নাইট, উত্তেজিত হবেন না। আপনাকে গ্রেফতার করার মতো দুঃসাহস কারো হবে না। ঐ দেখুন সৈন্যগুলো ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেছে।'

শান্ত হলেন ডন কুইক্সোট। কার্ডেনিও আর ডন ফার্নান্দো তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেল।

গামলাহারা নাপিত আর সাংকো তখনও সযত্নে লালন করছে তাদের ঝগড়া। দু'জনই সমানে দাঁত মুখ খিঁচাচ্ছে আর অশ্রাব্য ভাষায় গালি গালাজ করছে প্রতিপক্ষকে। পাদ্রী গোপনে নগদ আট রিয়াল দিয়ে শান্ত করলেন নাপিতকে। যত গোপনেই করুন না কেন, সরাইওয়ালা ঠিকই লক্ষ্য করলো ব্যাপারটা। এবং সাংকো আর নাপিতের ঝগড়া মিটে যেতেই হাজির হলো পাদ্রীর

www.BanglaBook.org

সামনে। দুই থলে দামী লাল মদ, এবং দুটো চামড়ার থলের মূল্য দাবি করলো সে। সেই সাথে জানিয়ে দিলো, শেষ ফাদিং পর্যন্ত যদি মিটিয়ে না দেয়া হয় রোজিন্যান্ট বা ড্যাপ্‌ল কাউকেই সে বেরোতে দেবে না তার সরাইখানা থেকে। পাদ্রী আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপারটা ফয়সালা অর্থাৎ ক্ষতিপূরণের অঙ্ক ঠিক করলেন। ডন কার্নান্দা মিটিয়ে দিলো অঙ্কটা।

অবশেষে সবাই একটু স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলার সুযোগ পেলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আঠারো

দু'দিন হয়ে গেল ওঁদের সরাইখানায় থাকা। এবার রওনা হতে হয়।

পাদ্রী ভাবতে লাগলেন ডরোথিয়া এবং ডন ফার্নান্দোকে আর ঝামেলায় না ফেলে কী ভাবে ডন কুইক্সোটকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়। বন্ধু নিকোলাসের সাথে পরামর্শ ক'রে একটা বুদ্ধি ঠিক করলেন তিনি। কাছের এক গ্রামে গিয়ে একটা গরু গাড়ি ভাড়া করলেন। তারপর সে গ্রামেরই এক মিস্ত্রীকে দিয়ে তৈরি করালেন ডন কুইক্সোটকে বেশ ভালো ভাবে এঁটে যায় এমন একটা কাঠের খাঁচা। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসার পর গরুগাড়িতে চাপিয়ে খাঁচাটা এনে রাখা হলো সরাইখানার আঙিনায়। ডন কুইক্সোট কিছুই জানতে পারলেন না এ সবের। সকালের ঝামেলাগুলোয় রওনা হওয়া একদিন পিছিয়ে গেছে বলে মনক্ষুণ্ন তিনি। কারো সাথে বিশেষ কথা বলছেন না। একাগ্র মনে ভাবছেন কী ভাবে, কোন কৌশলে লড়বেন দৈত্য পাণ্ডাফিলাণ্ডোর বিরুদ্ধে।

রাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলেন সবাই। ডন কুইক্সোট নিজের

ঘরে চলে গেলেন শুতে। অন্যরা অপেক্ষা করতে লাগলেন তাঁর ঘুমানোর আশায়।

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না অবশ্য। ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। ডন ফার্নান্দো, তার সাথীরা, সরাইওয়ালা, এবং কার্ডে-নিও এবার পাদ্রীর নির্দেশে মুখ মাথা ঢেকে ঢুকলো ডন কুইক্সো-টের ঘরে। সবাই এক সাথে গিয়ে চেপে ধরলো তাঁর হাত, পা। ঘুম ভেঙে গেল নাইটের। চিৎকার করে উঠতে গেলেন তিনি। কিন্তু তার আগেই শক্ত একটা হাত চেপে ধরলো তাঁর মুখ।

দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো নাইটের হাত, পা; মুখ বাঁধা হলো রুমাল দিয়ে। তারপর চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে গিয়ে ভরে ফেলা হলো খাঁচায়। খাঁচার মুখ আটকে দেয়া হলো পেরেক মেরে। ডন কুইক্সোট তখন ভাবার চেষ্টা করছেন, ব্যাপার কী? কী ঘটছে? সন্দেহ রইলো না তাঁর, এ সবই সেই দৈত্য পাণ্ডাফিলাণ্ডোর কাজ। কোনো ভাবে কোনো জাদুকরকে হাত ক'রে তার সাহায্যে বন্দী করেছে তাঁকে।

ডন কুইক্সোট যেঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন সেঘরেই পাশের একটা বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলো সাংকো। হুটোপুটির আওয়াজে ঘুম ভেঙে সে যখন দেখলো অদ্ভুত চেহারার কিছু জীব তার প্রভুকে বন্দী করছে তখন সে-ও নাইটের মতোই ভাবলো, এসব কোনো জাদু-করের কাজ। তাই ভয়ে তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোলো না। ডন কুইক্সোটকে ঘর থেকে বের ক'রে নিয়ে যেতে সে-ও উঠে এলো পেছন পেছন। এবং শুনতে পেলো নাপিতের (গামলাহারা নয়) উদাত্ত কণ্ঠস্বর:

'ও নাইট, বিষণ্ণ-মুখ নাইট, হতোদ্যম হবেন না মোটেই। নিশ্চয়

ভাবছেন আপনাকে বন্দী করা হয়েছে, আসলে তা নয়। আপনাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আপনার মানস সুন্দরীর কাছে এল টোবোসোতে। যাতে মানচেগানের সিংহ মিলিত হতে পারে এল টোবোসোর শ্বেত কপোতের সাথে। হতাশ হবেন না নাইট, যে বীরত্ব আপনি দেখিয়েছেন, যে কষ্ট স্বীকার করেছেন, তার বিনিময়ে এ আপনার প্রাপ্য। ভাবছেন আমি কে? এ প্রশ্নের জবাব আমি দেবো না, আপনি নিজেই কল্পনা ক'রে নিন। হে মন্ত্র মুগ্ধ নাইট, এগিয়ে যান সাহসের পথ বেয়ে আপনার আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে। আর কিছু বলার অধিকার আমার নেই। সুতরাং বিদায়, স্যার নাইট। আমি এখন ফিরে যাবো সেখানে, যেখানকার কথা আমি একাই কেবল জানি।'

ডন কুইক্সোটও শুনলেন এই অভিভাষণ। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তিনি এর মর্ম। আর কিছু নয়, ডালসিনিয়া দেল টোবোসোর সাথে মিলন ঘটাতে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সৌভাগ্যের রক্ষক জাদুকর। পাণ্ডাফিলাণ্ডোর হাতে পড়েননি দেখে খুব খুশি হলেন তিনি।

ইতিমধ্যে সাংকো এসে দাঁড়িয়েছে খাঁচার পাশে। প্রভুর দু'হাত (হাত দুটো এক সাথে ক'রে বাঁধা থাকায় এক হাত ধরতে পারলো না সে) খাঁচার ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে চুমু খেলো। কাউকে কিছু না বলেই খুলে দিলো তাঁর মুখের বাঁধন। দূরে দাঁড়িয়ে পাদ্রী প্রমাদ গুণলেন: এই বুঝি শুরু হয়ে গেল হুঙ্কার, তর্জন গর্জনের তাণ্ডব। কিন্তু না, তেমন কিছু ঘটলো না। শান্ত ভাবেই সাংকোকে সান্ত্বনা দিলেন নাইট:

'চিন্তা কোরো না, সাংকো। আমাকে বন্দী করা হয়নি। তোমাকে তো বলেছি আমার ভালমন্দ দেখা শোনা করেন এমন এক জাদুকর

www.BanglaBook.org

আছেন। তিনিই আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন আমার হৃদয়েশ্বরীর সাথে মিলন ঘটাতে। নিশ্চয়ই আমার ডালসিনিয়া ভেবেছে আমি ওর কথা ভুলে গেছি, তাই জাদুকরকে ডেকে বলেছে এভাবে বন্দী করে নিয়ে যেতে। কিন্তু, ডালসিনিয়া, ও ডালসিনিয়া, যদি জানতে এর চেয়ে কঠিন খাঁচায় অনেক আগেই তুমি আমাকে বন্দী করেছো।'

গভীর এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ডন কুইক্সোটের বুক চিরে।

'কিন্তু, স্যার, রাজকুমারী মিকোমিকোনার কী—'

এ পর্যন্ত বলতেই সরাইখানার দরজা থেকে পাদ্রীর ডাক শোনা গেল :

'সাংকো পানযা, এখানে এসো!'

সাংকোকে ডেকে পাদ্রী কড়া ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন, এর পর থেকে, অন্তত বাড়ি না পৌঁছা পর্যন্ত, ডন কুইক্সোটের সাথে কী ধরনের কথাবার্তা কী ভাবে বলতে হবে। সাংকো শুনে মাথা ঝাঁকালো।

আধ ঘণ্টার ভেতর ডন ফার্নান্দো, কার্ডেনিও, ডরোথিয়া, এবং লুসিণ্ডার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডন কুইক্সোটের খাঁচাটা গরু গাড়িতে তুলে রওনা হয়ে গেলেন পাদ্রী আর নাপিত নিকোলাস। (এখনও দু'জন ছদ্মবেশে আছেন। ডন কুইক্সোট চিনে ফেলুক এখনও তাঁরা তা চাইছেন না।) সাংকো চললো পেছন পেছন গাধার পিঠে চেপে। কার্ডেনিও রোজিনান্ট-এর এক পাশে ঢাল অন্য পাশে মামব্রিনোর শিরোত্রাণ, মানে পিতলের গামলাটা, বেঁধে লাগাম ধরিয়ে দিয়েছে তার হাতে।

* * *

অবশেষে বাড়ির পথে চলেছেন ডন কুইক্সোট (যদিও তিনি জানেন যাচ্ছেন এল টোবোসোতে)। একেবারে সামনে খচ্চরের পিঠে পাশাপাশি দু'বন্ধু, পাদ্রী ও নাপিত ; তারপর গরুগাড়িতে খাঁচার ভেতর নাইট, সব শেষে ড্যাপ্‌ল-এর পিঠে সাংকো।

সরাইখানা থেকে কিছু দূর আসার পর সাংকো ড্যাপ্‌লকে নিয়ে গরুগাড়ির একেবারে কাছে চলে এলো। ফিস ফিস ক'রে বললো :

'স্যার, সামনের ঐ দু'জন কে জানেন?—আপনার বন্ধু আমাদের গ্রামের পাদ্রী আর নাপিত। ওরা দু'জন ষড়যন্ত্র ক'রে আপনাকে এভাবে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

'দেখ, সাংকো,' বললেন নাইট, 'যত গাঁজাখুরি কথাই বলো না কেন আমি বিশ্বাস করতে পারি হয়তো বা, কিন্তু ওরা আমার বন্ধু পাদ্রী আর নাপিত যদি বলো বিশ্বাস করবো না।'

'স্যার, আমি সত্যি কথাই বলছি। বিশ্বাস না হয় আপনি ওদের ডেকে জিজ্ঞেস করুন।'

'তুমি বড্ড বাজে বকো, সাংকো!' বলে চোখ বুঁজে গরুগাড়ির দুলুনি উপভোগ করতে লাগলেন ডন কুইক্সোট।

দু'দিন পর সন্ধ্যায় ওঁরা গ্রামে পৌঁছুলেন। সারা গ্রাম ভেঙে পড়লো দিগ্বিজয়ী বীরকে দেখার জন্যে। ডন কুইক্সোটের ভাস্তি ডুকরে কেঁদে উঠলো চাচার দুরবস্থা দেখে। কাজের মহিলাও গলা মেলালো তার সাথে। পাদ্রী আর নাপিত বন্ধুকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন বিছানায়। তারপর নাপিত ডাক্তার ডাকতে ছুটলো।

এদিকে ওঁদের ফিরে আসার খবর পেয়ে সাংকো পানযার স্ত্রী এসে হাজির। স্বামীর উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম প্রশ্ন হলো, গাধাটা

www.BanglaBook.org

ঠিক ঠাক মতো বাড়ি ফিরেছে কিনা। সাংকো বললো, হ্যাঁ, তার মালিকের চেয়েও ভালো অবস্থায় ফিরেছে।

'ধন্যবাদ ঈশ্বরকে,' বললো মহিলা। 'এখন বলো, পার্শ্বচরগিরি ক'রে কী সম্পত্তিটা তুমি এনেছো বৌ ছেলে মেয়ের জন্যে? আমার জন্যে নতুন একটা কাপড় এনেছো? বাচ্চাদের জন্যে জুতো?'

'না, বৌ, ওসব কিছু আনতে পারিনি,' বললো সাংকো, 'তবে যা এনেছি সে অমূল্য।'

'শুনে খুশি হলাম। সেই অমূল্য জিনিসই দেখাও তাহলে।'

'দেখাবো, দেখাবো, আগে বাড়ি যেয়ে নেই। এখন একটু ধৈর্য ধরো তো। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো যেন আবার আমরা বেরোতে পারি। এবার নিশ্চয়ই তোমার স্বামী কাউন্ট নয় তো দ্বীপের গভর্নর হবে—যে সে দ্বীপ নয়, দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর দ্বীপ।'

'ও ঈশ্বর, আমার স্বামীর আশা তুমি পূরণ করো, ঐ জিনিসগুলোর সত্যিই খুব দরকার আমাদের। কিন্তু, স্বামী, এই দ্বীপের ব্যাপারটা কী আসলে বলো তো? আমি তোমার কথার মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তা পারবে কেন? গাধা যদি মধুর স্বাদ বুঝতো!' বললো সাংকো। 'সময় হলেই দেখবে, বৌ। চারদিক থেকে যখন প্রজারা তোমাকে "माननीয়া মাননীয়া" করবে তখন বুঝবে দ্বীপ আর দ্বীপের গভর্নর মানে কী।'

'মাননীয়া, প্রজা!—এসব কী বলছো!' চিৎকার করলো জুয়ানা পানযা (সাংকো পানযার স্ত্রীর নাম)। 'তুমি কি পাগল হয়েছো? ও মা গো! ভালো লোকটা গেল। ফিরলো পাগল

www.BanglaBook.org

হয়ে। এখন আমার কী হবে গো!'

'চুপ! ধমক দিলো সাংকো, 'যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে আসো কেন?'

আপাতত প্রভুর সাথে কথা বলা সম্ভব নয় বুঝে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির পথে চললো সাংকো।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

Bangla Book.org

.সে পৌঁছে